দাদা ভগবান প্ররুপিত

অহিংসা

ক্রোধ
মান
কষায়
মায়া
লোভ
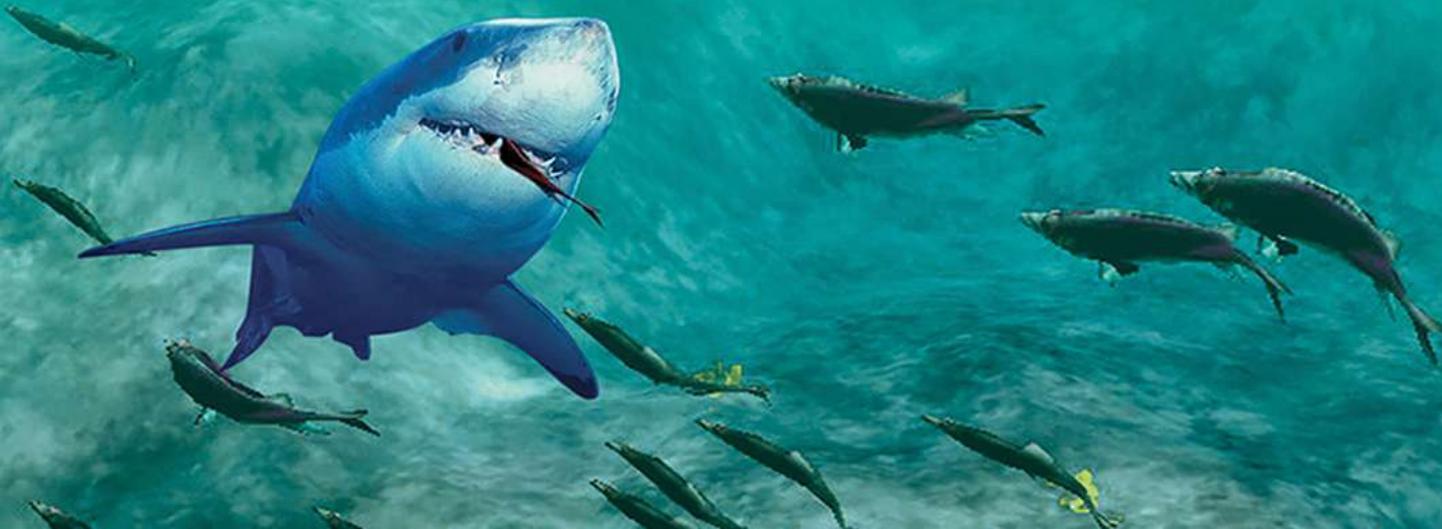
দাদা ভগবান প্ররুপিত

অহিংসা

মূল গুজরাটি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হয় ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীর ই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

হিংসার সাগরে হিংসা ই হয়, কিন্তু হিংসার সাগরে অহিংসা প্রাপ্ত করতে হয় তো পরমপূজ্য দাদাশ্রীর মুখ থেকে নির্গত অহিংসার বাণী পড়ে, মনন করে অনুসরণ করে তবেই হতে পারে এমন। বাকী, স্থুল অহিংসা অনেক গভীর পর্যন্ত পালন করা সব পড়ে আছে পরন্তু সুক্ষ্ম, সুক্ষ্মতর আর সুক্ষ্মতম অহিংসা বোঝা ই মুস্কিল। তো তার প্রাপ্তির কথা ই কোথায় থাকল ?

স্থুল জীবের হিংসা তেমনি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জীবের হিংসা, যেমন কি বায়ুকায়-তেউকায় ইত্যাদি থেকে নিয়ে নিখাদ ভাবহিংসা, ভাবমরণ পর্যন্ত আসল বোধ যদি না বর্তায় তো ও পরিণমিত হয় না আর মাত্র শব্দে বা ক্রিয়াতে ই অহিংসা থেমে যায়।

হিংসার যথার্থ স্বরূপের দর্শন তো যে হিংসা কে সম্পূর্ণ পার করে সম্পূর্ণ অহিংসক পদে বসে আছেন, সে ই করতে আর করাতে পারেন। 'স্বয়ং' 'আত্মস্বরূপ' এ স্থিত হয়, তখন ও এক ই এমন স্থান হয় যেখানে সম্পূর্ণ অহিংসা বর্তায়! আর ওখানে তো তীর্থঙ্কর আর জ্ঞানীরা ই বর্তায়!!! হিংসার সাগরে সম্পূর্ণ অহিংসক রূপ বর্তায় এমন জ্ঞানী পুরুষের মাধ্যমে প্রকাশমান হওয়া হিংসা সম্বন্ধী, স্থুলহিংসা-অহিংসা থেকে নিয়ে সুক্ষ্মতম হিংসা-অহিংসা পর্যন্ত অব্যর্থ দর্শন এখানে সংকলিত করে অন্তরাশয় থেকে প্রকাশিত করা হয়েছে যে যাতে ঘোর হিংসায় জড়ানো এই কালের মনুষ্যের দৃষ্টি কিছু বদলায় আর এই ভব-পরভবের শ্রেয় তার মাধ্যমে সাধে।

বাকী দ্রব্যহিংসা থেকে তো কে বাঁচতে পারে ? স্বয়ং তীর্থঙ্কর ও নির্বাণের পুর্বে অন্তিম শ্বাস নিয়ে ছেড়েছিলেন, তখন কত বায়ুকায় জীব মরে গিয়েছিল ! তেমন হিংসার দোষ তাঁর যদি লাগত তো তাঁর সেই পাপের জন্য ফের আবার কারো ওখানে জন্ম নিতে হত। তো মোক্ষ কি সম্ভব ? তখন তাঁর কাছে এমন কিসের প্রাপ্তি ছিল যে যার আধারে সে সর্ব পাপের থেকে, পুণ্য থেকে আর ক্রিয়া মাত্র থেকে মুক্ত থাকেন আর মোক্ষে যান ? সেই সমস্ত রহস্য প্রকট জ্ঞানীর, যার হৃদয়ে তীর্থঙ্করের হৃদয়ের জ্ঞান যেমন আছে তেমন প্রকাশিত হয়েছে, সে ই করতে পারেন, আর ও এখানে যেমন হয় তেমন, প্রকাশিত হচ্ছে। এই কালের জ্ঞানী পরমপূজ্য দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত বাণী অহিংসার গ্রন্থ দ্বারা সঙ্কলিত হয়েছে, যা মোক্ষমার্গের অন্বেষীদের অহিংসার জন্য অতি-অতি সরল গাইড রূপে উপযোগী হবে।

-ডা. নীরুবেন অমীনের জয় সচ্চিদানন্দ

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান । আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ । আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি ।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি । তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি । আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয় । আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি ।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে ।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি যে আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি । আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন । আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি । হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ।

** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে ।)

অহিংসা

প্রয়াণ, ‘অহিংসা পরমোধর্ম’এর প্রতি

প্রশ্নকর্তা : ‘অহিংসা’র মার্গে ধার্মিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি’ এই বিষয়ের উপরে একটু বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : অহিংসা, সে ই ধর্ম আর অহিংসা সে ই অধ্যাত্মের উন্নতি। পরন্তু অহিংসা অর্থাৎ ‘মন-বচন-কায়া দ্বারা কোন ও জীবের কিঞ্চিৎ মাত্র দুঃখ না হয়’ সেটা অবগত থাকতে হবে, শ্রদ্ধাতে থাকতে হবে, তাহলে হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : ‘অহিংসা পরমোধর্ম’ এই মন্ত্র জীবনে কি ভাবে কাজে লাগে ?

দাদাশ্রী : ও তো সকালে প্রথমে বাইরে বের হওয়ার সময় ‘মন-বচন-কায়া দ্বারা কারো দুঃখ না হয়’ এমন পাঁচ বার ভাবনা করে তারপর বের হতে হবে। ফের কারো দুঃখ হয়ে গেলে, তাকে স্মরণ করে তার পশ্চাত্তাপ করে নেবে।

প্রশ্নকর্তা : কাউকে ই দুঃখ দেব না, তেমন জীবন এই কালে কি ভাবে ব্যতিত করা যায় ?

দাদাশ্রী : তেমন আপনাকে শুধু ভাব রাখতে হবে আর চেষ্টা করতে হবে। না করতে পারলে তার পশ্চাত্তাপ করবেন।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের আশেপাশে সংশ্লিষ্ট জীবের মধ্যে কোন জীবের দুঃখ না হয়, তেমন জীবন সম্ভব কি ? আমাদের আশেপাশের প্রত্যেক জীব কে প্রত্যেক সংযোগে সন্তোষ দেওয়া সম্ভব ?

দাদাশ্রী : যার এমন দেবার ইচ্ছা আছে সে সবকিছু করতে পারে। এক জন্মে সিদ্ধ না হয়, তো দুই-তিন জন্মে সিদ্ধ হবেই ! আপনার ধ্যেয় নিশ্চিত হতে হবে, লক্ষ্য থাকতে হবে, তো সিদ্ধ না হয়ে থাকবে না।

এড়াবে হিংসা, অহিংসায়

প্রশ্নকর্তা : হিংসা থামানোর জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : নিরন্তর অহিংসক ভাব উৎপন্ন করতে হবে। আমাকে লোকে বলে যে, 'হিংসা আর অহিংসা কত পর্যন্ত পালন করতে হবে ?' আমি বলি, 'হিংসা আর অহিংসার ভেদ মহাবীর ভগবান দেখিয়ে গেছেন।' তিনি জানতেন যে পরে দূষম কাল আসবে। ভগবান কি জানতেন না যে হিংসা কাকে বলে আর হিংসা কাকে বলে না ? ভগবান মহাবীর কি বলেছেন যে হিংসার সামনে অহিংসা রাখবে। সামনে জন যদি হিংসার হাতিয়ার কাজে লাগায় তো আমরা অহিংসার হাতিয়ার কাজে লাগাবো, তো সুখ আসবে। নয় তো হিংসা দ্বারা হিংসা কখনো বন্ধ হয় না। অহিংসায় হিংসা বন্ধ হবে।

বোধ, অহিংসার

প্রশ্নকর্তা : লোকেরা হিংসার দিকে বেশী যাচ্ছে, তো অহিংসার দিকে ঘোরানোর জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : আমরা ওদের বোঝাতে হবে। বোঝাও তো অহিংসার দিকে ঘোরবে যে 'ভাই, এতে, এই জীবমাত্রে ভগবান আছেন। সেইজন্য আপনি জীবকে মারবেন তো ওদের অনেক দুঃখ হবে, তার আপনার দোষ লাগবে আর তাতে আপনার আবরণ আসবে আর ভয়ঙ্কর অধোগতিতে যেতে হবে।' এভাবে বোঝালে তো ভাল মত থাকবে। জীব হিংসা থেকে তো বুদ্ধি ও বিগড়ে যায়। এভাবে কাউকে বুঝিয়েছ?

প্রশ্নকর্তা : অবশ্য অহিংসা পালন করার প্রতি আমাদের দৃঢ় ভাবনা আছে, পরন্তু কিছু ব্যক্তি ওতে একটু ও মানে না তো কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : আমাদের অহিংসা পালন করার দৃঢ় ভাবনা আছে তো আমরা অহিংসা পালন করা উচিত। তবুও কোন ব্যক্তি না মানে তো ওকে শান্তিতে বোঝাতে হবে। তা ও ধীরে-ধীরে বোঝাবে, যাতে সে মানতে শুরু করে। আমাদের প্রযত্ন হয় তো এক দিন হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : হিংসা থামানোর প্রযত্নে নিমিত্ত হওয়ার জন্য আপনি আগে বুঝিয়েছিলেন। যে অহিংসার আচার কে মানে না তো ওকে প্রেমপূর্বক বুঝিয়ে কথা

বলতে হবে। কিন্তু প্রেমপূর্বক বোঝানোর পরেও না মানে তো কি করা উচিত ? হিংসা চলতে দেব অথবা শক্তি দ্বারা থামানোর প্রযত্ন করা যোগ্য মানা যাবে ?

দাদাশ্রী : আমাদের ভগবানের ভক্তি এই ভাবে করতে হবে, যে ভগবান কে আপনি মানেন তাঁর, যে 'হে ভগবান, প্রত্যেক কে হিংসা রহিত বানাও।' এমন আপনি ভাবনা করবেন।

ছাড়পোকা, এক সমস্যা (?)

প্রশ্নকর্তা : ঘরে ছাড়পোকা অনেক বেড়ে যায় তো কি করব ?

দাদাশ্রী : এক বার আমার ঘরে ও ছাড়পোকা বেড়ে গিয়েছিল না ! অনেক বছর আগের কথা। ওরা সব এখানে গলায় কামড়াতো কি না, তখন আমি এখানে পায়ে রেখে দিতাম। এখানে গলায় ই ব্যাস সহ্য হত না, সেইজন্য এখানে গলায় কামড়ায়, তখন পায়ের কাছে রেখে দিতাম। কারণ কি আমাদের হোটেলে এসেছে আর কেউ ক্ষুধার্ত যাবে, ও বেহুদা বলবে না ?! ওরা আমাদের এখানে খাবার খেয়ে যায় তো ভাল কি না ! কিন্তু আপনার তো এত বেশী শক্তি হবে না। সেইজন্য আপনি এমন করবেন তা বলছি না। আপনি তো ছাড়পোকা ধরবেন আর বাইরে রেখে আসবেন। যেন আপনার মনে সন্তোষ হয় যে এই ছাড়পোকা বাইরে চলে গেছে।

এখন নিয়ম এই যে আপনি লাখ ছাড়পোকা বাইরে ফেলে আসুন, কিন্তু আজ রাত্রে সাতটা কামড়াবার তো সাতটা না কামড়িয়ে থাকবে না। আপনি মেরে ফেলেন তখনো সাতটা কামড়াবে, ঘরের বাইরে ফেলে আসুন তখনো সাতটা কামড়াবে, দূরে ফেলে আসুন তবুও সাতটা কামড়াবে আর কিছু না করেন তখনো সাতটা কামড়াবে।

ছাড়পোকা কি বলে ? 'যদি তুই কুলীন তো আমাদেরকে আমাদের খাবার নিতে দে আর কুলীন না তো আমরা এমনি ই খেয়ে যাবো, যখন আপনি শুইয়ে পরেন তখন। সেই জন্য তুই প্রথম থেকেই কুলীনতা রাখ না !' সেই জন্য আমি কুলীন হয়ে গিয়েছিলাম। সারা শরীরে কামড়ায় তো, তো কামড়াতে দিই। ছাড়পোকা আমার হাতের মুঠোয় ও এসে যেত। কিন্তু ওকে এখানে পায়ের উপর রেখে দিতাম। নয় তো ফের ও ঘুমের মধ্যে পুরা ভোজন করেই যাবে কি না ! আর ও ছাড়পোকা সাথে নিয়ে যাবার জন্য অন্য বাসন আনে নি। নিজের হিসাবে ই খেয়ে আবার ঘরে চলে যায় আর ফের এমন ও না যে নিরান্তে দশ-পনেরো দিনের এক সাথে খেয়ে নেবে! সেইজন্য ওদের ক্ষুধার্ত কি করে যেতে দেব ?! হেয় ! কত খেয়ে যায়,

আরামে ! সে রাত্রে আমার আনন্দ হয় যে এত সবাই ভোজন করে গেল, দুই ব্যক্তিকে ভোজন করানো শক্তি নেই আর এ তো এত সবাই কে ভোজন করিয়েছি !

ছাড়পোকামারা, আপনি ছাড়পোকা মেকার ?

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু ঘরে ছাড়পোকা-মশা-কক্রোচ বিরক্ত করে তো আমরা কোন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ?

দাদাশ্রী : ছাড়পোকা-মশা-কক্রোচ না হয় তার জন্য আমরা ঘর মোছা ইত্যাদি সব করতে হবে, পরিচ্ছনতা রাখতে হবে । কক্রোচ যা হয়ে গেছে, ওদের ধরে আমরা বাইরে কোন জায়গায়, অনেক দূরে, গ্রামের বাইরে দূরে নিয়ে ছেড়ে আসতে হবে । কিন্তু ওদের মারতে তো হয় ই না ।

অনেক বড় কলেক্টরের মত ব্যক্তি ছিল । ওনার ঘরে আমাকে উনি ডেকেছিলেন । আমাকে বলে, 'ছাড়পোকা তো মেরেই ফেলতে হয় ।' আমি বলি, 'কোথায় লেখা আছে এমন ?' তখন সে বলে, 'কিন্তু ওরা তো আমাদের কামড়ায় আর আমাদের রক্ত চুষে নেয় ।' আমি বলি যে, "আপনার মারার অধিকার কতটা আছে, ও আপনাকে নিয়মপূর্বক বোঝাচ্ছি । ফের মারবেন বা না মারবেন, তাতে আমি কিছু বলব না । এই জগতে কোন ব্যক্তি একটা ছাড়পোকা নিজে বানিয়ে দিতে পারে তো ফের মারবে । যা আপনি 'ক্রিয়েট' করতে পারেন, তার আপনি নাশ করতে পারেন । আপনি 'ক্রিয়েট' করেন না, তার নাশ আপনি করতে পারেন না ।"

সেইজন্য যে জীব আপনি বানাতে পারেন, তাকে মারার অধিকার আছে । আপনি যদি বানাতে না পারেন, যদি আপনি 'ক্রিয়েট' করতে না পারেন তো মারার আপনার অধিকার নেই । এই চেয়ার আপনি বানান সেই চেয়ার কে ভাঙ্গতে পারেন, কাপ-প্লেট বানান তো ভাঙ্গতে পারেন কিন্তু যা বানাতে পারেন না, তাদের মারার আপনার অধিকার নেই ।

প্রশ্নকর্তা : তো ওরা কামড়ানোর জন্য কেন আসে ?

দাদাশ্রী : হিসাব আছে আপনার সেইজন্য আসে আর এই দেহ কোন আপনার না, আপনার মালিকানার না । এই সব মাল আপনি চুরি করে এনেছেন, সেইজন্য এই ছাড়পোকা আপনার থেকে চুরি করে নিয়ে যায়। এই সব হিসাব শোধ হয়ে যাচ্ছে । সেইজন্য এখন মারা-টারা না ।

ভগবানের বাগান লুট করে না

এমন হয়, এখানে বাগান আছে আর বাগানের সীমানা আছে। আর সীমানার বাইরে ঝিঙ্গে-লাউ ঝুলে থাকে, তার মূল মালিকের সীমানার বাইরে ঝুলে থাকে, তবুও লোকে কি বলে? 'আরে, এ তো ও ঐ সলিয়ার বাগান, ছিঁড়বে না। নয় তো মিয়াঁ ভাই মেরে মেরে তেল বের করে দেবে।' আর কোন নিজের লোকের হয় তো লোকে ছিঁড়ে নিয়ে যায়। কারণ ওরা জানে যে এই বাগান তো অহিংসক ভাবওয়ালার। সে তো যেতে দেবে। লেট গো করবে। আর সলিয়া তো ভাল মত পিটাই করবে। সেইজইন্য সলিয়ার বাগান থেকে একটা ও ঝিঙ্গে বা লাউ নিয়ে যেতে পারে না, তো এই ভগবানের বাগান থেকে ছাড়পোকা কেন মারছেন ? ভগবানের বাগান আপনি লুটছেন ? আপনি বুঝতে পারছেন ? সেইজন্য একটা জীবকে ও মারতে পারেন না।

তপ, প্রাপ্ত তপ

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ছাড়পোকা কামড়ায় তার কি ?

দাদাশ্রী : পরন্তু ওদের খাবার ই রক্ত। ওদের আমরা খিচুড়ি দিই তো খাবে ? ওদের বেশী ঘি দিয়ে খিচুড়ি দিই তবু ও খাবে ? না। ওদের খাবার ই 'ব্লাড'।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ওদের কামড়াতে দেওয়া ও সঠিক হয় না তো ?

দাদাশ্রী : কিন্তু উপবাস করে ভিতরে আগুন লাগে সেটা চালিয়ে নাও ? তখন এই তপ কর না ! এই তপ তো প্রত্যক্ষ মোক্ষের কারণ। নিজে দাঁড় করা তপ কিসের জন্য কর ?! এসে গেছে সেই তপ কর না ! এ এসে পড়া তপ, এ মোক্ষের কারণ আর দাঁড় করানো তপ, ও সংসারের কারণ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, খুব মজাদার কথা বলেছেন। ও অনেক টানাটানি করে তপ করি, তার থেকে তো এই যা এসে পড়েছে সেই তপ হতে দেব।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও তো আমরা টেনে আনি আর এ তো প্রাপ্ত হয়েছে, এসে পড়েছে সহজে ! আমরা অন্যদের ডাকতে যাই না। যত ছাড়পোকা এসেছে তারা ভোজন করে আরামে, তোমার ই ঘর। তো খাইয়ে পাঠাবো।

মাতা সংস্কার দিয়েছেন অহিংসা ধর্মের

আমার মা আমার থেকে ছত্রিশ বছর বড় ছিলেন। আমি মা কে জিজ্ঞাসা করি যে, 'ঘরে ছাড়পোকা হয়েছে, ও আপনাকে কামড়ায় না ?' তখন মা বলেন, "ভাই, কামড়ায় তো একটু। কিন্তু ওরা থোড়াই কোন টিফিন নিয়ে আসে অন্য সবার মত যে 'দিন আমাকে মাই-বাপ ?' ও বেচারারা কোন বাসন নিয়ে আসে না আর নিজের খেয়ে চলে যায় !" আমি বলি, ধন্য আপনি মা ! আর এই ছেলে কে ও ধন্য!

কাউকে পাথর মেরে আসি তো, মা আমাকে কি বলে ? 'ওর রক্ত বের হবে। ওর মা নেই তো ও বেচারা কে ওষুধ কে দেবে ? আর তোর জন্য তো আমি আছি। তুই মার খেয়ে আসবি, আমি তোকে ওষুধ লাগিয়ে দেবো। মার খেয়ে আসবি, কিন্তু মেরে আসবি না।' বল এখন, এমন মা মহাবীর বানাবে কি বানাবে না ?

প্রশ্নকর্তা : এখন তো সব উল্টা হয়। এখন তো বলবে, দ্যাখ মার খেয়ে আসিস তো !

দাদাশ্রী : আজ না, প্রথম থেকেই উলটা। এখন এই কালের জন্য কোন বদল হয় নি। ও তো প্রথম থেকেই উলটা ছিল, এমন ই এই জগত ! এর থেকে যে মহাবীরের শিষ্য হতে চায় হতে পারে, নয় তো লোকের শিষ্য তো হতেই হবে। এরা গুরু, এরা বস আর আমি এদের শিষ্য। তো মার ই খেতে থাকে ! এর বদলে তো মহাবীর ভগবান আমাদের বস হিসাবে ভাল, সে বীতরাগ তো হন। ঝগড়া করেন না!

পরিচ্ছন্নতা রাখবে, ওষুধ ছিটাবে না

অনেকে তো ছাড়পোকা মারে না, কিন্তু বিছানা আর সেই সব বাইরে রোদে শুকায়। কিন্তু আমি তো তার জন্য ও আমাদের ঘরে নিষেধ করে দিয়েছিলাম, বিছানা শুকাতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। আমি বলি, 'রোদে কিসের জন্য বেচারা ছাড়পোকাদের বিরক্ত কর ?' তখন ওরা বলে, 'তাহলে ওদের কখন অন্ত আসবে ?' আমি বলি, ছাড়পোকা মারলে ছাড়পোকার বসতি কম হয়ে যায় না। ও এক অজ্ঞানতা যে ছাড়পোকা মারলে কম হয়। মারলে কম হয় না। কম মনে হয় অবশ্য, কিন্তু পরের দিন যতটা ততটা ই থাকে।

সেই জন্য আমাদের তো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সব রাখতে হবে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা হয় তো ছাড়পোকা থাকবে না। কিন্তু ওদের উপরে ওষুধ ছিটান হয় তো ও পাপ ই বলা হবে কি না! আর ওষুধে মরে না। এক বার মরে গেছে মনে হয়, কিন্তু আবার অন্য জায়গায় উৎপন্ন হয়ে যায়। ছাড়পোকার এক নিয়ম আছে। আমি অনুসন্ধান করেছিলাম এর উপরে যে কোন সময়ে একটা ও দেখা যায় না। কারণ এ কোন বিশেষ সময়বর্তী হয় আর যখন ওদের সিজন আসে তখন বের হয়, তখন যতই ওষুধ দাও তবুও বের হতেই থাকবে।

পুরা কর পেমেন্ট চটপট্

প্রশ্নকর্তা : ও ছাড়পোকা ওদের হিসাব হয় ততটাই নেবে তো?

দাদাশ্রী : আমি তো আগেই পেমেন্ট শোধ করে দিয়েছিলাম, সেইজন্য এখন বেশী মেলে না। কিন্তু এখন ও ছাড়পোকা কখনো আমার কাছে এসে যায়, তখন ও ওরা আমাকে চেনে যে এখানে কেউ মারার জন্য নেই। আমাকে চেনে। ওরা অন্ধকারে ও আমার হাতেই আসে। কিন্তু ওরা জানে যে আমাদের ছেড়ে দেবে। আমাকে চেনে। অন্য সব জীব কে ও চেনে যে এরা নির্দয়ী, এ এমন। কারণ ওদের ভিতরে ও আত্মা আছে। তো কেন চিনবে না ?!

আর এই হিসাব তো শোধ না করে মুক্তি নেই। যার-যার রক্ত খেয়েছিলে না, ফের ওদের রক্ত খাওয়াতে হবে। এমন হয় তো, ও ব্লাড ব্যাঙ্ক হয় না? তেমন এ ছাড়পোকা ব্যাঙ্ক বলা হয়। কেউ দুটো নিয়ে এসেছে তো দুটো নিয়ে যায়। এমন এই সব ব্যাঙ্ক বলা হয়, তো ব্যাঙ্কে সব জমা হয়ে যায়।

ওরা রক্ত খায় কি ছাড়ায় দেহভাব ?

অর্থাৎ ছাড়পোকা কামড়ায় তো ওদের ক্ষুধার্ত যেতে দিতে হয় না। আমরা এত শ্রীমন্ত ব্যক্তি আর সেখান থেকে ও গরীব ব্যক্তি ক্ষুধার্ত যাবে, ও কি করে পোষাবে?

আমি বলি যে আমাদের না পোষায় তো ওকে বাইরে রেখে আসবে। আমাদের পোষাতে হবে, ওকে ভোজন করানোর শক্তি থাকতে হবে। সেই শক্তি নেই তো বাইরে রেখে আসবে যে ভাই, আপনি অন্য জায়গায় ভোজন করে নিন। আর ভোজন করানোর শক্তি থাকে তো ভোজন করিয়ে যেতে দেবেন। আর ওরা ভোজন

করে যায় তো আপনাকে অনেক লাভ দিয়ে যাবে। আত্মা মুক্ত করে দেবে। দেহের উপরে কোন অভিপ্রায় থাকলে তার থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। আর এই ছাড়পোকা কি বলে ? 'আপনি ঘুমিয়ে থাকেন কি ভেবে ? আপনার কোন কাজ করে নিন না!' অর্থাৎ ও তো চৌকিদার।

না ও বিধানের বাইরে

প্রশ্নকর্তা : আর এই মশা অনেক ত্রাস দেয়, ও ?

দাদাশ্রী : এমন হয়, এই জগতে যে কোন জিনিস ত্রাস দেয় তো, ও বিধানের বাইরে কেউ ত্রাস দিতে পারে এমন হয় ই না, সেইজন্য সে বিধানের বাইরে নয়। আপনি বিধানের অনুসারে ত্রাস প্রাপ্ত করে যাচ্ছেন। এখন আপনি বাঁচতে চান তো মশারি রাখবেন। অন্যকিছু রাখবেন, সাধন করবেন। কিন্তু ওদের মারা ও পাপ।

প্রশ্নকর্তা : রক্ষণ করব, মারব না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, রক্ষণ করবেন।

দাদাশ্রী : কিন্তু মশা কে মারে আর 'শ্রীরাম' বলে তো তার গতি উঁচু হয়ে যায়?

দাদাশ্রী : কিন্তু সে নিজের অধোগতি করে। কারণ ওদের ত্রাস হয়।

প্রশ্নকর্তা : সন্তদের মশা কামড়ায় কি না ?

দাদাশ্রী : ভগবান কে কামড়িয়েছিল তো ! মহাবীর ভগবান কে তো অনেক কামড়িয়েছিল। হিসাব শোধ করে বিনা থাকবে না তো !

নিজের ই হিসাব

অর্থাৎ এক মশা স্পর্শ করে, ও অসার গল্প নয়। তো অন্য কোন জিনিস গপ্লে চলবে?! আর ফের এখানে পায়ের কাছে ওকে ধরতে চাইলে তখনো ধরা যায় না, এখানে হাতে ই স্পর্শ করে তখন ই মিলে যায়, এই জায়গাতেই ! এত অধিক *গোঠবণী* (ব্যবস্থা, প্রবন্ধ, আয়োজন, সেটিং) এর জগত। অর্থাৎ এই জগত কোন গপ্প কি ? একদম 'রেগুলেটর অফ দ্যা ওর্ল্ড' আর ওর্ল্ড কে নিরন্তর 'রেগুলেশন' ই রাখে আর এই সব আমি নিজে দেখেই বলছি।

করবে না কোথাও, হিটলারিজম

ওর্ল্ডে কেউ আপনাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন স্থিতিতেই নেই । সেইজন্য ওর্ল্ডের দোষ বের করবে না, আপনার ই দোষ । আপনি যত হস্তক্ষেপ করেছেন তার ই এ প্রতিধ্বনি । আপনি হস্তক্ষেপ করেন নি তো, তার প্রতিধ্বনি কোন আপনার লাগবেই না ।

সেইজন্য একটা মশা ও আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না, যদি আপনি হস্তক্ষেপ না করেন তো । এই বিছানায় অসংখ্য ছারপোকা আছে, আর সেখানে আপনাকে শোয়ায় আর যদি আপনি হস্তক্ষেপ কোন করেন নি তো একটা ও ছারপোকা আপনাকে স্পর্শ করবে না । কি নিয়ম হবে এর পিছনে ? এ তো ছারপোকার জন্য লোকে চিন্তা করে কি না, যে 'আরে, চুন দাও, এমন কর, তেমন কর ?' এমন হস্তক্ষেপ করে তো, সবাই ? আর ওষূধ ছড়ায় ? হিটালারিজম যেমন করে ? করে কি এমন ? তবুও ছারপোকা বলে, 'আমাদের বংশ নাশ হবার না । আমাদের বংশ বাড়তে থাকার ।'

সেইজন্য যদি আপনার হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যায় তো সব পরিস্কার হয়ে যাবে । হস্তক্ষেপ না হয় তো কেউ কামড়াবে এমন নয় এই জগতে । নয় তো এই হস্তক্ষেপ কাউকে ছাড়ে না ।

সর্বদা ই হিসাব শোধ হয়ে গেছে কখন বলা হবে ? মশার মাঝে বসে থাক তখন ও মশা স্পর্শ না করে, তখন শোধ হয়ে গেছে বলা হবে । মশা তার স্বভাব ভুলে যায় । ছারপোকা তার স্বভাব ভুলে যায় । এখানে কেউ মারার জন্য আসে তো, পরন্তু আমাকে দেখে তো সে মারা ভুলে যায় । ওর বিচার ই সব বদলে যায়, ওর উপরে প্রভাব হয়, অহিংসার এত সব ইফেক্ট হয় ।

মশার জানা নেই যে আমি চন্দুভাইয়ের কাছে যাচ্ছি বা চন্দুভাইএর জানা নেই যে এই মশা আমার কাছে আসছে । এ 'ব্যবস্থিত' সংযোগকাল সব এমন করে দেয় যে দুজনে মিলে দুজনের ভাব শোধ করে আর আলাদা হয়ে যায় ফের । এত অধিক এ 'ব্যবস্থিত' হয় ! সেই জন্য মশা কে বাতাস টানতে টানতে এখানে নিয়ে আসে আর দংশন করে আবার বাতাস টেনে নিয়ে যায় । ফের কোথাও সে মাইল দূরে চলে যায় ! যে টেড়া হয় তাকে ফল দেয় আবার ।

নেই কোন ফারাক, কাঁটা আর মশা তে

এই মশা কামড়ায় তখন লোকে মশার দোষ দেখে তো আর ও কাঁটা বেঁধে তখন কি করে ? এত বড় কাঁটা বিঁধে যায় তো ? সেই কাঁটা আর মশা তে ফারাক নেই একটু ও, ভগবান ফারাক দেখেন নি। যে কামড়ায়, ও আত্মা নয়। ও কাঁটা ই সব। সেই কাঁটার দোষ দেখে না তো ! তার কি কারণ ?

প্রশ্নকর্তা : জীবিত কোন নিমিত্ত দেখা যায় না তো সেখানে !

দাদাশ্রী : আর ওতে জীবিত দেখা যায় তো, সেইজন্য সে ভাবে যে এ আমাকে কামড়িয়েছে। 'স্বয়ং' ভ্রান্তিওয়ালা, ফের জগত কে ও ভ্রান্তিওয়ালা ই দেখে। আত্মা কাউকে কামড়ায় ই না। এই সব অনাত্মা হয়ে দন্ড দিচ্ছে জগত কে। পরমাত্মা দন্ড দেয় না। আত্মা ও দন্ড দেয় না, এ তো বাবলার কাঁটা ই সবাই কে বিঁধতে থাকে।

পাহাড়ের উপর থেকে এত বড় পাথর পড়ে মাথার উপরে তো উপরে দেখে নেয় যে কেউ ফেলেছে কি ফেলেনি ? ফের কাউকে না দেখে তো চুপ ! আর কেউ আমাদের উপর কঙ্কড় মারে তো সেখানে হলদীঘাটীর সংঘর্ষ করে ফেলে। কারণ কি হয় ? যে ভ্রান্তদৃষ্টি আছে।

এই 'অক্রম বিজ্ঞান' কি বলে ? যে সেই কাঁটা ও নিমিত্ত আর ব্যক্তি ও নিমিত্ত, দোষ আপনার ই। এই ফুল কে পদদলিত কর তো তার ফল আসে না আর কাঁটা কে পদদলিত কর তো ফল আসে, তেমন ই এই মানুষেও হয়। সেইজন্য সামলিয়ে চলবে! কাঁটা বিঁধা অথবা বিচ্ছু কামড়ানো দুটোই কর্মফল। এই ফল এসেছে, পরন্তু কার ফল ? আমার নিজের। তখন বলে, 'ওর কি সম্পর্ক ?' ও তো বেচারা নিমিত্ত, ভোজন করা জন কে হয় আর পরিবেশন করা জন কে হয় ?

সেইজন্য সাবধানে চলবে। এই জগত অনেক অন্য ধরণের। একদম ন্যায়স্বরূপ। আমি সারা জীবনের হিসাব বের করেছি তো, ও হিসাব বের করতে-করতে এত ভাল হিসাব বের হয়েছে, আর জগত কে দেব একদিন সেই হিসাব ! তখন জগতে শীতলতা লাগবে। নয় তো শীতলতা লাগে না। অনুভবে তো নিতে হবে কি না ! অনুভবের স্টেজে নেবে তবেই কাজ হবে তো ! যে 'এর কি পরিণাম আসবে' এমন রিসার্চ তো করতে হবে তো !

কারো বাঁচার অধিকার ভাঙ্গা উচিত ?

এর আমি অনুসন্ধান ও করেছি ফের। কি বুদ্ধিমানেরা ইজ্জত পেয়েছে ! ইঁদুর, ও বিড়ালের ভোজন। খেতে দাও না ওকে ! আর এই ছুঁচো যেতে থাকে তো, তো বিড়াল তাকে ধরে না। বিড়াল যদি ক্ষুধার্ত হয় তো ইঁদুর, জীবজন্তু, জীবকে খেয়ে ফেলে তো ছুঁচো কে কেন খায় না ? কিন্তু সে ছুঁচো কে স্পর্শ করে না। এর উপরে চিন্তা করবে।

এই কেউ পুণ্য করেছিলে সেইজন্য বসে-বসে খাবার মেলে। আর এই মজদুররা তো পরিশ্রম করে তার পরে পয়সা আনে তবে খাবার মেলে। সেইজন্য আমরা এখন কারো দুঃখ না হয়, জানোয়ারের-ছোট জীবজন্তুর ও দুঃখ না হয় সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। এমনি তো লোকে ভগবানের নাম করে আর যাহাতে ভগবান থাকেন, তাদের মারতে থাকে। সাপ বের হয় তো মেরে ফেলে, ছারপোকা কে মেরে ফেলে, এমন শূরবীর(!) লোক ! এমন লোকে মারে তো ? বড় শূরবীর বলে কি না ?! সেইজন্য লোক মারায় শূরবীর আবার ! আর এই সৃজন কার, যখন কি বিসর্জনে নিজে তৈয়ার হয়ে যায় ?! আপনি সৃজন করতে পারেন তো তার বিসর্জন করতে পারেন। কোন ন্যায় হবে কি হবে না ?

এমন হয় তো, এ তো রিলেটিভ ভ্যিউ পয়েন্টে ছারপোকা আর রিয়েল ভ্যিউ পয়েন্টে শুদ্ধাত্মা। আপনি শুদ্ধাত্মা কে মারতে চান ? পছন্দ না হয় তো বাইরে গিয়ে ছেড়ে আসবেন ! এখন সবাইকে মেরে মানুষ সুখ খোঁজে এতে। মশা মারা, ছারপোকা মারা, যে আসে তাকে মারা আর সুখ খোঁজা, এই দুটো কি করে সাথে হতে পারে ?

প্রশ্নকর্তা : ঘরে পিঁপড়ে অনেক বের হয় তো কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : যে রুমে পিঁপড়ে বের হয় সেই রূম বন্ধ রাখবে। একে উপদ্রব বলা হয়। প্রকৃতির নিয়ম এমন যে কিছু দিন ওদের উপদ্রব চলতে থাকে। ফের ওদের সময় পুরা হয়ে যায় তখন উপদ্রব বন্ধ হয়ে যায়, নিজে নিজেই প্রাকৃতিক ই ! সেই জন্য আমরা রূম বন্ধ রাখব, এই সব আপনি খোঁজেন তো জানবেন। এ পারমানেন্ট উপদ্রব কি টেম্পোরেরী ?

প্রশ্নকর্তা : বেশীরভাগ পিপড়ে সব রান্না ঘরেই আসে, তো রান্নাঘর কি করে বন্ধ রাখব ?

দাদাশ্রী : ও তো সব বিকল্প। আমরা এ বুঝে নিতে হবে। উপদ্রব হয় সেখান থেকে সরে যাবে, দুটো রান্নাঘর রাখবে, একটা স্টোভ আলাদা রাখবে। সেই দিন কিছু সিদ্ধ করে খেয়ে নেবে। মারার ঝুঁকি অনেক সাংঘাতিক।

প্রশ্নকর্তা : রোজের ব্যবহারে অবরোধে আসে, তাদের ই মেরে ফেলি আর অন্য সবাইকে তো মারতে যাই না।

দাদাশ্রী : যার জীবজন্তু মারতে হয় তার তেমন সংযোগ মিলে যায় আর যার না মারার তার তেমন সংযোগ মিলে যায়।

কিছু সময় 'মারবো না' এমন প্রযত্ন করবে তো সংযোগ বদলাবে। জগতে নিয়ম যদি বোঝ তো সমাধান আছে। নয় তো ফের মারার প্রথা ছাড়াবে না। তো ফের সংসারের প্রথা ভাঙ্গবে না। ভুলত্রুটিতে মরে যায় তার প্রতিক্রমণ করে নেবে যে ক্ষমা চাইছি।

প্রশ্নকর্তা : আমি ও এই দৈনন্দিন জীবনে এই সব ওষুধ ছিটিয়ে সব জীবজন্তু মেরে ফেলি, তো তার ইফেক্ট নিজের উপরে হয় ?

দাদাশ্রী : মারেন সেই মূহুর্তে ভিতরে তক্ষুনি পরমাণু বদলে যায় আর আপনার ভিতরে ও মরে যায়। যত আপনি বাইরে মারবেন তত ভিতরে মরবে। যত বাইরে জগত আছে তত ভিতরে জগত আছে। সেইজন্য আপনি যত মারতে চান মারবেন, আপনার ভিতরে ও মরতে থাকবে। যত এই ব্রহ্মান্ডে আছে তত পিন্ড তে আছে।

এত সব চোর হয় যে আমরা ওদের থেকে রেহাই পাবো ই না। আমি কখনো কারো পকেট কাটার, চুরি করার চিন্তা করি না, সেইজন্য আমার ওরা কাটে না। সেইজন্য আপনি হিংসকের বদলে অহিংসক থাকবেন, তো হিংসার সংযোগ ই আপনার আসবে না এমন এই জগত। জগত একবার বুঝে নাও তো সমাধান আসবে।

সন্মতি দেয় তার দোষ

প্রশ্নকর্তা : এই বর্ষা তে গ্রামে মাছি অধিক হয়ে যায়, মশা অধিক হয়ে যায়, তো ম্যুনিসিপিলিটীওয়ালা বা নিজের ঘরে সবাই 'ফ্লিট' ছিটায়, তো ও পাপ ই বলা হবে কি না ? কিন্তু এমন না করে তো মহামারী ভয়ঙ্কর ছড়িয়ে যাবে।

দাদাশ্রী : এমন কি না, এই তোমাতে, আর সেই সরমুখত্যার বোমা ফেলে তাতে কি ফারাক হল ? তুই তার থেকেই ছোট সরমুখত্যার হয়েছিস !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এ তো গ্রামের বিষয় কি না ! এই বর্ষা হয়, তো বর্ষাতে চার দিকে নোংরা তো হয় ই কি না । তখন মশা-মাছি সব হয়ে যায় । তো ম্যুনিসিপিলিটী কি করে যে সব জায়গায় ওষুধ স্প্রে করে ।

দাদাশ্রী : ম্যুনিসিপিলিটী করে, তাতে আমাদের কি সম্বন্ধ ? আমাদের মনে এমন ভাব না হওয়া উচিত । আমাদের মনে এমন হওয়া উচিত যে এমন না হয় তো ভাল ।

প্রশ্নকর্তা : তো ম্যুনিসিপিলিটী তে যে কাজ করার লোক আছে, যে আমলা পদে আছে, ওদের দোষ হয় ?

দাদাশ্রী : না । ওদের ও কিছু লাগে না ।

প্রশ্নকর্তা : তো কার লাগে ?

দাদাশ্রী : ও তো শুধু করা লোক । তাদের দিয়ে কে করায় ? ওদের অফিসার আছে তাঁরা সব ।

প্রশ্নকর্তা : তো অফিসার কাদের জন্য করে ?

দাদাশ্রী : ওদের কর্তব্য ! কিন্তু নিজের জন্য নয় ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমরা তো কমপ্লেন করেছি, চিঠি লিখে আবেদন দিয়েছি।

দাদাশ্রী : কিন্তু যে না বলতে চায় সে বলবে না । যে না করতে চায় সে বলবে, 'ভাই, আমি এ চাই না । আমার এ পছন্দ না ।' তো ফের ? তো নিজের দায়িত্ব নেই। আর যার পছন্দ তার দায়িত্ব ।

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য প্রত্যেকের নিজের ভাবের উপরে থাকে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, নিজের ভাব কোথায় আছে, ততটা তার ঝুঁকি !

প্রশ্নকর্তা : এই জলের টেঙ্কি হয়, ওতে ইঁদুর মরে যায় বা কবুতর মরে যায়, তো ও সব পরিস্কার করতে হয় । পরিস্কার করার পরে ওতে ওষুধ ছিটাতে হয় নয়তো ম্যিউনিসিপিলিটীদের ডেকে ওষুধ ছিটানো হয়, এতে সব জীবজন্তুর তো নাশ হয়ে

যায় তো ? তো এ পাপ তো হয় কি না ? সেই বন্ধন কার হবে ? করা জনের কি করানো জনের ?

দাদাশ্রী : করাজন আর করানোজন দুজনের ই হয়। কিন্তু আমাদের ভাবে না থাকা উচিত। আমাদের এমন অভিপ্রায় না থাকা উচিত।

প্রশ্নকর্তা : নোংরা পরিস্কারের ভাব হয়। কারণ কি নোংরা পরিস্কার না হয় তো সব লোকেরা জল খাবে তো ওদের লোকসান হবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু ও তো দোষ হবেই তো ! এমন যে, এমন দোষ গুণতে যাও তো, তো এই জগতে নিরন্তর দোষ ই হতে থাকে।

সেইজন্য আপনি কারো চিন্তা করতে হবে না। আপনি নিজের সামলান। সবাই সবার সামলাবে। প্রত্যেক জীবমাত্র নিজের-নিজের মরণ আর বাকি সব নিয়ে এসেছে। সেইজন্য তো ভগবান বলেছেন যে কেউ কাউকে মারতেই পারে না। কিন্তু এ ওপেন করবেন না, নয় তো লোকে দুরুপযোগ করবে।

আর ঘরে দশ জন লোক হয় আর টেঙ্কি খারাপ হয়, তাকে কে পরিস্কার করাতে বের হবে ? যার অহংকার আছে সে বের হবে, যে 'আমি করে দেব। ও তোমার কাজ না।' সেইজন্য অহংকারীর সব দোষ লাগে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সে তার করুণার ভাব থেকে করায়।

দাদাশ্রী : করুণা হোক বা যা ই হোক। আর এই পাপ ও বাঁধবে।

প্রশ্নকর্তা : তো কি করব ? ও তেমন ই নোংরা জল খেয়ে নেব ?

দাদাশ্রী : এতে চলে এমন ও না। সে অহংকার না করে থাকবে না। আর এমন কিছু না, আপনার তো শুদ্ধ জল ই প্রাপ্ত হবে। কোন অহংকারী আপনার জন্য শুদ্ধ করেই দেবে। হ্যাঁ, এই জগতে প্রত্যেক জিনিস আছে। কোন জিনিস এমন নেই যা না মেলে। কিন্তু আপনার পুণ্য আটকে আছে শুধু। আপনার যত অহংকার তত অন্তরায়। অহংকার নির্মূল হয় তো সব জিনিস আপনার ঘরে ! এই জগতের কোন জিনিস আপনার ঘরে হবে না এমন থাকবে না। অহংকার ই অন্তরায় হয়।

পড়াশোনাতে হিংসা ?

প্রশ্নকর্তা : এই এগ্রীকাল্‌চার কলেজে পড়ে। স্টুডেন্ট এখানে, তো বলে, আমাদের এখানে কীট-পতঙ্গ পড়ার জন্য ধরতে হয় আর ওদের মারতে হয়, তো ওতে পাপ বাঁধে কি ? না ধরি তো আমরা মার্ক্স পাবো না পরীক্ষায়, তো আমাদের কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : তো ভগবান কে রোজ প্রার্থনা করবে এক ঘন্টা যে ভগবান এ আমার ভাগ্যে এমন কোথা থেকে এসেছে, লোকের সবার কোথাও এমন হয় কি ?! তোর ভাগে এসেছে তো ভগবান কে প্রার্থনা করবি যে, 'হে ভগবান, ক্ষমা চাইছি। এখন এমন না আসে এমন করবেন।'

প্রশ্নকর্তা : মানে, এতে যে প্রেরণা দেওয়া টীচার থাকে না, সে আমাদের এমন প্রেরিত করে যে তোমরা এই কীট-পতঙ্গ ধরবে আর এইভাবে এলবাম বানাবে, তো ওনার কোন পাপ না ?

দাদাশ্রী : তার ভাগ হয়, প্রেরণা দেয় তার ষাঠ প্রতিশত আর করা জনের চল্লিশ প্রতিশত !

প্রশ্নকর্তা : এই যে কোন জিনিস যা হয়ে যাচ্ছে ও ব্যবস্থিতের নিয়ম অনুসারে ও ঠিক মানা হয় তো ? সে নিমিত্ত হয় আর ওদের করার এসেছে। তো ফের তার ভাগে পাপ কেন থাকবে ?

দাদাশ্রী : পাপ তো এইজন্য ই হয় যে এমন কাজ আমাদের ভাগে না হওয়া উচিত তবুও আমাদের ভাগে এমন এসেছে ? ছাগল কাটা ভাগ্যে আসে তো ভাল লাগবে ?

প্রশ্নকর্তা : ভাল তো লাগবে না। কিন্তু দাদা, করতেই হয় এমন হয় তো ? অনিবার্য্য রূপে করতে হয়, রেহাই ই না হয় তখন কি ?

দাদাশ্রী : করতে হয় তো.... পশ্চাত্তাপের সহিত করতে হবে তবেই কাজের। এক ঘন্টা পশ্চাত্তাপ করতে হবে রোজ, একটা কীট বানিয়ে দাও, দেখি ? ফরেনের সাইন্টিস্ট বানিয়ে দেবে একটা কীট ?

প্রশ্নকর্তা : না, ও তো সম্ভব ই না তো, দাদা !

দাদাশ্রী : তাহলে ফের বানাতে না পার তো ফের মারতে কি করে পারবে ?

ওদের সবার প্রার্থনা করা উচিত ভগবানের কাছে, যে আমাদের ভাগে এ কোথা থেকে এসেছে, কৃষিকর্মের ব্যবসা কোথা থেকে এসেছে.... কৃষিকর্মে তো শুধু হিংসা ই আছে কিন্তু এমন না, এ তো খোলা হিংসা ।

প্রশ্নকর্তা : খুব ভাল নমুনা নিয়ে আসে মেরে, তখন আবার আনন্দ হয় যে আমি কেমন মেরে এনেছি, কত ভাল নমুনা পেয়েছি । তার বেশী মার্ক্স মেলে । কত ভাল আমি ধরেছি !

দাদাশ্রী : আনন্দ হয় তো ! সেখানে পরে ততটা ই কর্ম লাগবে, তার ফল আসবে পরে, যত আনন্দ হয় ততটাই তিক্ততা ভুগতে হবে ।

আলাদা হিসাব পাপের

প্রশ্নকর্তা : এক ব্যক্তি ঘাস ছেঁড়ে, দ্বিতীয় ব্যক্তি গাছ কাটে, তৃতীয় ব্যক্তি মশা মারে, চতুর্থ ব্যক্তি হাতী মারে, পঞ্চম ব্যক্তি মানুষ মারে । এখন এই সবে জীবহত্যা তো হয়েছে কিন্তু তাদের পাপের ফল আলাদা-আলাদা হয় তো ?

দাদাশ্রী : আলাদা-আলাদা । এমন হয়, তৃণের কোন মূল্য হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ওতে আত্মা তো আছে না ?

দাদাশ্রী : ও তো আছে । কিন্তু ও নিজে যা ভোগ করে, ও বেভান অবস্থায় ভোগে তো !

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ সামনের জনের ভোগার উপরে পাপ হয় ?

দাদাশ্রী : সামনের জনের দুঃখ কত হয়, তার অনুসারে আমাদের পাপ লাগে।

প্রশ্নকর্তা : বাংলোর আশেপাশে লোকে নিজের গার্ডেন বানায় ।

দাদাশ্রী : তাতে আপত্তি নেই । ততটা সময় আমাদের বেকার যায়, সেইজন্য মানা করেছি । সেই জীবদের জন্য মানা করি নি।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমরা নিমিত্ত হয়েছি বলা হয় তো ।

দাদাশ্রী : নিমিত্তে আপত্তি নেই। জগত নিমিত্তরূপ ই হয়। সেই একেন্দ্রীয় জীবদের কোন দুঃখ দিই না আমরা। ও সব চলতেই থাকে। একেন্দ্রীয় জীবের যাদের চিন্তা করতে হয় না, তাদের সমস্যা ছেঁড়ে দিয়েছি। কিন্তু জেনে-শুনে পথ চলতে গাছের পাতা বিনা কাজে ছিঁড়বে না, অনর্থকারী ক্রিয়া করবে না। আর দাঁতনের আবশ্যকতা হয় তো আপনি গাছ কে বলবেন, 'আমার একটা টুকড়া চাই।' এভাবে চেয়ে নেবেন।

প্রশ্নকর্তা : একজন ফুটপাথ দিয়ে চলছে, অন্য ব্যক্তি ঘাসে চলছে। ফারাক তো হবে কি না ?

দাদাশ্রী : অবশ্য কিন্তু ওতে খুব বেশী অন্তর নেই। এ তো লোকে উলটা করে দিয়েছে। বড় কথা থেকে গেছে আর ছোট কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। লোকের সাথে বিরক্ত হওয়া তাকে বড় হিংসা বলেছে। সামনের জনের দুঃখ হয় তো !

নিয়ম, কৃষিতে পুণ্য-পাপের...

প্রশ্নকর্তা : এই কিষান কৃষিকার্য করে তাতে পাপ হয় ?

দাদাশ্রী : সব দিকেই পাপ। কিষান কৃষিকার্য করে তাতে ও পাপ হয় আর এই আনাজের দানার ব্যবসায় করে, ও সব ই পাপ। দানায় জীব পড়ে কি পড়ে না? আর লোকে জীবজন্তুর সাথে বাজরা বিক্রি করে। আরে, জীবের ও পয়সা নাও আর ওরা খায় !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু কৃষিকার্য করা দের এক চারা কে বড় করতে হয় আর অন্য চারাকে তুলে ফেলতে হয়। তখন ও তাতে পাপের ভার হয় কোন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ হয় তো !

প্রশ্নকর্তা : তো কিষান কৃষিকার্য্য কিভাবে করবে ?

দাদাশ্রী : ও তো এমন হয় যে, এক কার্য করে, তাতে পাপ আর পুণ্য দুটোই সমাহিত হয়ে থাকে। এই কিষান কৃষিকার্য করে, সে অন্য চারা তুলে ফেলে আর এই কাজের চারা কে রাখে, অর্থাৎ তাকে পালন-পোষণ করে, তাতে অনেক পুণ্য বাঁধে আর যাকে তুলে ফেলে, তার সে পাপ বাঁধে। এই পাপ পঁচিশ প্রতিশত বাঁধে আর পুণ্য ওর পচাত্তর প্রতিশত বাঁধে। তখন পঞ্চাশ প্রতিশত ফায়দা হয় তো !

প্রশ্নকর্তা : তো ও পাপ আর পুণ্য 'প্লাস-মাইনাস' হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : না। ও 'প্লাস-মাইনাস' করা হয় না। খাতায় তো দুটোই লেখা হয়। 'প্লাস-মাইনাস' হয়ে যেত তো, তাহলে তো কারো একটু ও দুঃখ হত না। তাহলে তো কেউ মোক্ষে ও যেত না। সে তো বলতো, 'এখানে ভাল, কোন দুঃখ নেই।' লোক তো অনেক চালাক হয়। কিন্তু এমন কিছু হয় না।

আর জগত সমস্ত তো পাপেই আছে আর পুণ্য তে ও আছে। পাপের সাথে-সাথে পুণ্য ও আছে। কিন্তু ভগবান কি বলেছেন যে লাভদায়ক ব্যবসা কর।

স্পেশাল প্রতিক্রমণ, কিষানের জন্য

প্রশ্নকর্তা : আপনার বই এ পড়েছি যে 'মন-বচন-কায়া দ্বারা কোন জীবের কিঞ্চিতমাত্র দুঃখ না হয়' এমন পড়েছি, কিন্তু এক দিকে আমরা কিষান, ফের তামাকের ফসল লাগাই তখন আমরা উপর থেকে প্রত্যেক চারার ডগা, মানে তার কচি ডগা ছিঁড়ে দিতে হয়। তো এতে ওদের দুঃখ তো হয় তো ? তার পাপ তো লাগে কি না ? এমন লক্ষ-লক্ষ চারার ডগা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। তো এই পাপের নিবারণ কিভাবে করব ?

দাদাশ্রী : ও তো ভিতরে মনে এমন থাকতে হবে যে আরে এই কাজ কোথা থেকে ভাগ্যে এসেছে ? ব্যাস এতটূকুই। চারার ডগা ছিঁড়ে দেবে। পরন্তু মনে 'এই কাজ কোথা থেকে ভাগ্যে এসেছে', এমন পশ্চাত্তাপ হতে হবে। 'এমন করা উচিত না' তেমন মনে হতে হবে, ব্যাস।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এ পাপ তো হয়েই যাবে কি না ?

দাদাশ্রী : ও তো থাকবেই। ও দেখতে হবে না, ও আপনার দেখতে হবে না। হয়ে যাবেই সেই পাপ দেখবেন না। এমন হওয়া উচিত না এমন আপনি নিশ্চিত করতে হবে, নিশ্চয় করতে হবে। এমন কাজ কোথায় পেয়েছি ? অন্য ভাল কাজ পেতাম তো আমি এমন করতাম না। তেমন পশ্চাতাপ হয় না। এমন জানেন নি তো, তখন পর্যন্ত পশ্চাত্তাপ হয় না। খুশী হয়ে গাছ তুলে ফেলে দেয়। আমি বলা মত করুন না, আপনার সব দায়িত্ব আমার। চারা তুলে ফেলেন তাতে অসুবিধা নেই, পশ্চাত্তাপ হতে হবে যে এ কোথা থেকে এসেছে আমার ভাগ্যে ?

প্রশ্নকর্তা : বুঝেছি।

দাদাশ্রী : এই কিষান থেকে অধিক তো ব্যবসায়ী পাপ করে আর ব্যবসায়ীর থেকে অধিক এই ঘরে বসে থাকে, ওরা অধিক পাপ করে। পাপ তো মন থেকে হয়, শরীর থেকে পাপ হয় না। আপনাকে কথাটা বুঝতে হবে। এ অন্য লোক দের বোঝার দরকার নেই। আপনি আপনার মত বুঝে নিতে হবে। অন্য লোকে যা বোঝে সেটাও ঠিক।

প্রশ্নকর্তা : কপাসে ওষুধ ছিটাতে হয় তখন কি করব ? তাতে হিংসা তো হয় কি না ?

দাদাশ্রী : অবশেষে যা-যা কার্য করতে হয়, ও প্রতিক্রমণের করার শর্তে করতে হবে।

আপনার এই সংসার ব্যবহারে কি ভাবে চালাতে হয় সেটা জানা নেই। ও আমি আপনাকে শেখাব। তাতে নতুন পাপ বাঁধবে না।

জমিতে তো কৃষিকার্য করে, সেইজন্য পাপ বাঁধেই। কিন্তু ও বাঁধে তার সাথে আমি আপনাকে ওষুধ দিই যে এমন বলবেন। তাতে পাপ কম হয়ে যাবে। আমি পাপ ধোয়ার ওষুধ দিই। ওষুধ চাই না ? খেতে গিয়েছ সেইজন্য চাষ কর, তাতে পাপ তো হবেই। ভিতরে কত সব জীব মরে যায়। এই আখ কাট তো পাপ বলে না ? ও জীব ই কি না বেচারা ? কিন্তু তারজন্য কি করবেন ও আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি, যাতে আপনার দোষ কম লাগে আর ভৌতিক সুখ ভাল ভাবে ভোগ ।

কৃষিকার্যে জীবজন্তু মরে, তার দোষ তো লাগে কি না ? সেইজন্য কৃষক দের প্রত্যেক দিন পাঁচ-দশ মিনিট ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যে এই দোষ হয়েছে তার ক্ষমা চাইছি। কৃষক হয় তাদের বলবে যে তুই এই কাজ করিস, ওতে জীব মরে। তার এইভাবে প্রতিক্রমণ করবে । তুই যে ভুল করিস, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার তুই এই ভাবে প্রতিক্রমণ কর।

স্বরূপজ্ঞানীকে পুণ্য-পাপ স্পর্শ করে না

প্রশ্নকর্তা : জন্তুনাশক ওষুধ আমরা বানাই আর ওরা খেতে ছিটায়, তাতে কত সব জীব মরে যায়। তো তাতে পাপ লাগে কি লাগে না ? ফের সেই ওষুধ বানানো, ও পাপ বলে কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কারণ কি সেই ওষুধ জীবকে মারার জন্য ই বানানো হয়। ওষুধ আনে, সে ও জীবকে মারার উদ্দেশ্যতেই আনে আর ওষুধ দেয় ও জীবক এ মারার উদ্দেশ্যতেই দেয়। সেইজন্য সব পাপ ই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ওতে হেতু এই যে ফসল অধিক ভাল হয়, অধিক ফসল হয়।

দাদাশ্রী : এমন, এই ফসল কি আধারে হয়, কিষান কি আধারে কর্ষণ করে, কি আধারে রোপণ করে, ও সব কার আধারে চলে, ও আমি জানি। আর না জানাতে লোকের মনে এমন হয় যে, 'এ তো আমার আধারে চলছে। ও তো আমি ওষুধ ছিটিয়েছিলাম সেই জন্য বেঁচেছে।' এখন এই আধার দেওয়া এ ভয়ঙ্কর পাপ। আর নিরাধার হয় তো সব ঝরে যায়।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ফের পুরুষার্থ কোথায় গেল ?

দাদাশ্রী : পুরুষার্থ তো, কি হয়ে যাচ্ছে তাকে দেখা জানা সেটাই পুরুষার্থ, অন্য কিছু না। দ্বিতীয়, মনে বিচার আসে, ও সব 'ফাইল'। ও সব তো আপনাকে দেখতে হবে। অন্য ঝামেলায় জড়াবেন না।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের এই খেতি করা উচিত কি না করা উচিত ?

দাদাশ্রী : খেতি তে আপত্তি নেই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সেই পাপের ভার বাড়ে তার কি ?

দাদাশ্রী : এমন, এই জ্ঞানের পরে আপনার পাপ এখন স্পর্শ করে না তো! আপনি 'নিজে' এখন চন্দুভাই থাকেন নি। আপনি চন্দুভাই ছিলেন তখন পর্যন্ত পাপ লাগত। 'আমি চন্দুভাই' এমন পাক্কা আছেন আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তাহলে ফের পাপ কোথা থেকে জড়াবে ? এ চার্জ ই হবে না তো! যত খেতি এসেছে ততটুকুর সমাধান করতে হবে। ও 'ফাইল'। এসে পড়েছে, সেই 'ফাইল'এর সমভাবে সমাধান করতে হবে।

কিন্তু যদি আমার কথা মত 'আমি শুদ্ধাত্মা' কখনো না ভুল হয়, তো যতই ওষুধ ঢালে তখনো তাকে স্পর্শ করবে না। কারণ 'নিজে' 'শুদ্ধাত্মা'। আর ওষুধ

দেওয়া জন কে ? 'চন্দুভাই' । আর আপনার যে দয়া আসে তো 'আপনি' 'চন্দুভাই' হয়ে যান ।

প্রশ্নকর্তা : এমন ওষুধ বানালে, বেচলে, কিনলে, ছিটালে তাদের কর্মের বন্ধন হয় কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু ও তো ওষুধের কারখানা যারা বানিয়েছে ওরা সব আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে 'দাদা', এখন আমাদের কি হবে ? আমি বলি, 'আমার কথা মত থাকবে তো আপনার কিছু ই হবে না ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ফের তার অর্থ এমন হল যে শুদ্ধাত্মা ভাব থেকে হিংসা করতে পারা যায় তো ?

দাদাশ্রী : হিংসা করার কথাই না । শুদ্ধাত্মা ভাবে হিংসা হই ই না । করার কিছুই হয় না তো !

প্রশ্নকর্তা : তো ফের আচার সংহিতার দৃষ্টিতে দোষ বলে কি না ?

দাদাশ্রী : আচার সংহিতার দৃষ্টিতে দোষ বলা হয় না । আচার সংহিতা কখন হয় ? যে আপনি চন্দুভাই তখন পর্যন্ত আচার সংহিতা । তো সেই দৃষ্টিতে দোষ ই বলা হবে । পরন্তু এই 'জ্ঞান'এর পরে এখন আপনি তো চন্দুভাই না, শুদ্ধাত্মা হয়ে গেছেন আর ও আপনার নিরন্তর ধ্যানে থাকে । 'আমি শুদ্ধাত্মা' এমন নিরন্তর ধ্যানে থাকা ও শুক্লধ্যান । 'আমি চন্দুভাই' ও অহংকারী ধ্যান ।

আমাদের মহাত্মা এত আছে, কিন্তু কেউ দুরুপযোগ করেন নি । এমনি আমাকে জিজ্ঞাসা করে অবশ্য, আর ফের বলে যে, 'আমরা কাজ বন্ধ করে দেব ?' আমি বলি, 'না । কাজ বন্ধ হয়ে যায় তো বন্ধ হতে দেবে আর বন্ধ না হয় তো চলতে দেবে ।'

হিংসক ব্যবসায়

প্রশ্নকর্তা : এই যে কাজ আগে করতাম, জন্তুনাশক ওষুধের ব্যবসায়, সেই সময় সেই কথাটা মাথায় ঢুকত না যে এই কর্মের হিসাবে যে ব্যবসায় পেয়েছি, তাতে কি বাধা ? কাউকে মাংস বেচতে হয় তো তাতে ওর কি দোষ ? তার তো কর্মের হিসাবে যা ছিল সেটাই এসেছে তো ?

দাদাশ্রী : এমন হয়, ফের ভিতরে শঙ্কা না পড়ে তো চলতে থাকে। পরন্তু এই শঙ্কা পড়ে, ও তার পুণ্যের কারণ। চরম পুণ্য বলা হয়। নয় তো এই জড়তা এসে যায়। ওখানে কোন জীব মরে ও কম হয় নি, আপনার ই জীব ভিতরে মরে যায় আর জড়তা আসে। জাগৃতি বন্ধ হয়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : এখনো পুরানো মিত্র আমাকে মেলে সব, তো সবাইকে এমন বলি যে এর থেকে বের হয়ে যাও আর ওদের পঞ্চাশ উদাহরণ বলি যে দ্যাখ এত উঁচুতে ওঠা ও নীচে পরে গেছে। কিন্তু তবুও কারো মাথায় ঢোকে না! ফের ঠোকর খেয়ে সবাই ফের বেরিয়ে গেছে।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ কত পাপ হলে, তবে হিংসক ব্যবসায় হাতে আসে। এমন যে, এই হিংসক ব্যবসায় থেকে বেরিয়ে আসে তো উত্তম বলা হয়। অন্য অনেক ব্যবসা আছে। এখন একজন আমাকে বলে, আমার সব ব্যবসায়ের মধ্যে এই মুদিখানার ব্যবসায় অনেক ফায়দার। আমি ওকে বোঝাই যে পোকা লেগে যায় তখন কি কর, জোয়ার আর বাজরা, সব কিছুতে ? তখন বলে যে ও তো আমি কি করব ? আমি চেলে দিই। এই সব করি। ওসব সামলে রাখি। তবুও থেকে যায় তো তাতে আমি কি করব ? আমি বলি, 'থেকে যায় তাতে আমার অসুবিধা নেই, কিন্তু সেই সব পোকার পয়সা আপনি নেন ? ওজনে ? হ্যাঁ, হয়তো দুই তোলা!' আরে এ তো কোন লাইফ ? সেই জীবের ওজন হয় এক-দুই তোলা! সেই ওজনের পয়সা নিয়েছ।

উত্তম ব্যবসায়, স্বর্ণকারের

মানে পুণ্যশালীদের কি ব্যবসায় মেলে ? যেখানে কম সে কম হিংসা হয় সেই ব্যবসায় পুণ্যশালীরা পেয়ে যায়। এখন সেই ব্যবসায় কোনটা ? হীরা-মানিকের, যে যেখানে কোন ভেজাল হয় না। কিন্তু তাতেও যে আজকাল চুরি হয়েই গেছে। পরন্তু যে ভেজাল ছাড়া করতে চায় তো করতে পারে। ওতে জীব মরে না কোন *উপাধি* (কষ্ট) নেই। আর ফের দুই নম্বরে সোনা-রূপোর। আর সব থেকে অধিক হিংসার ব্যবসা কোনটা ? এই কসাই এর। ফের কুমারের। সে ভাট্টি জ্বালায় না! সেইজন্য সব হিংসার ই।

প্রশ্নকর্তা : যা ই হোক হিংসার ফল তো পেয়েই যায় ? হিংসার ফল তো ভুগতেই হয় কি না ? তাতে ভাব হিংসা হোক বা দ্রব্যহিংসা ?

দাদাশ্রী : সেই লোকেরা ভোগেই তো ! সারা দিন ছটফটানি আর ছটফটানি.....

যত হিংসক ব্যবসায় হয়, সেই ব্যবসায়ী সুখী দেখায় না। তাদের মুখে দীপ্তি আসে না কখনো। খেতের মালিক হাল চালায় না কখনো, তাকে বেশী স্পর্শ করে না। হাল চালানোদের করে, সেইজন্য সে সুখী হয় না। প্রথম থেকেই নিয়ম আছে এই সব। সেইজন্য দিস ইজ বাট নেচারেল। এই কাজ পাওয়া এই সব নেচারেল। যদি আপনি বন্ধ করে দেন তো, তখন ও ওসব বন্ধ হবে এমন না। কারণ ওতে কিছু চলবে এমন না। নয় তো এই সব লোকের মনে বিচার আসে যে 'ছেলে সেনাতে আছে আর মরে যায় তো আমার মেয়ে বিধবা হয়ে যাবে।' তাহলে তো আমাদের দেশে এমন মাল জন্ম ই হবে না। পরন্তু না, ও মাল প্রত্যেক দেশে হয়। প্রকৃতির নিয়ম এমন ই। সেইজন্য এই সব প্রকৃতিই জন্ম দেয়। এতে কিছু নতুন হয় না। প্রকৃতির এর পিছনে হাত আছে। সেইজন্য বেশী তেমন রাখবে না।

সংগ্রহ, সেটাও হিংসা

প্রশ্নকর্তা : ব্যবসায়ী লাভখোরী করে, কোন উদ্যোগপতি বা ব্যবসায়ী পরিশ্রমের বিনিময়ে কম পয়সা দেয় অথবা কোন বিনা পরিশ্রমের কামাই হয়, তো ও হিংসা বলা হয় ?

দাদাশ্রী : ও সব হিংসা ই।

প্রশ্নকর্তা : এখন ও বিনামূল্যের কামাই করে ধর্মকার্যে খরচ করে, তো ও কি ধরনের হিংসা বলা হবে ?

দাদাশ্রী : যত ধর্মকার্যে খরচ করে, যত ত্যাগ করে গেছে, ততটা কম দোষ লাগে। যত কামিয়েছিল, লাখ টাকা কামিয়েছিল, এখন সে আশি হাজারের হাস্পাতাল বানায় তো তত টাকার তার দায়িত্ব থাকল না। কুড়ি হাজারের ই দায়িত্ব থাকবে। অর্থাৎ ভালই, খারাপ না।

প্রশ্নকর্তা : লোকে লক্ষ্মীর (টাকা-পয়সা) সংগ্রহ করে রাখে ও হিংসা বলা হয় কি না ?

দাদাশ্রী : হিংসা ই বলা হবে। সংগ্রহ করা ও হিংসা ই। অন্য লোকের কাজে লাগে না তো !

প্রশ্নকর্তা : লাগজারীয়াস লাইফ কাটানোর জন্য সংহার করে অধিক লক্ষ্মী প্রাপ্ত করে তো ও কি বলা হবে ?

দাদাশ্রী : ও পাপ ই বলা হবে তো ! যত পাপ হয় তত আমরা দন্ড পাবো। যত কম পরিগ্রহে কাটানো যায়, ও উত্তম জীবন।

মোকবিলা, কিন্তু শান্তিতে

প্রশ্নকর্তা : চুরি করবে না, হিংসা করবে না, এমন আপনি বলেন। তো কোন ব্যক্তি আমাদের জিনিস চুরি করে নেয়, সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাত করে। তখন আমরা তার মোকাবিলা করা উচিত কি না ?

দাদাশ্রী : মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু ও আমাদের এমন মোকাবিলা করা ঠিক না যে আমাদের মন বিগড়ে যায়। খুব ধীরে আমরা বলব যে, 'ভাই, আমি আপনার কি বিগড়িয়েছি যে এই সব করছেন ?' আর আমাদের একশ টাকা চুরি হয়ে গেছে আর আমরা তার উপরে ক্রোধ করি তো আমরা সেই একশ টাকার জন্য নিজের পাঁচশ টাকার লোকসান করি। সেইজন্য এমন একশ টাকার জন্য পাঁচশ টাকার লোকসান আমরা করব না। সেইজন্য শান্তিতে কথা বলা উচিত। ক্রোধ করা উচিত না।

হিংসার বিরোধিতা, বাঁচাবে অনুমোদন থেকে...

প্রশ্নকর্তা : মানসিক দুঃখ দেওয়া, কাউকে প্রতারণা করা, বিশ্বাসঘাত করা, চুরি করা ইত্যাদি সুক্ষ্ম হিংসা বলা হয় কি ?

দাদাশ্রী : ও সব হিংসা ই। স্থুল হিংসা থেকে ও অধিক এই হিংসা বড়। তার ফল অনেক বড় আসে। কাউকে মানসিক দুঃখ দেওয়া, কাউকে প্রতারিত করা, বিশ্বাসঘাত করা, চুরি করা ও সব রৌদ্রধ্যানে যায়। আর রৌদ্রধ্যানের ফল নরকগতি।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু সেই সুক্ষ্ম হিংসাকে মহত্ব দিয়ে বড় দ্রব্যহিংসা, মূক প্রাণীদের প্রতি ক্রূরতা, হত্যা আর তাদের শোষণ থেকে অথবা হিংসা থেকে প্রাপ্ত করা সামগ্রীর উপযোগ করা বা তাদের প্রোৎসাহিত করে বড় হিংসার প্রতি উদাসীনতা রাখা হয় তো ও উচিত মানা হয় কি ?

দাদাশ্রী : ও উচিত মানা হবে না। তার বিরোধ তো হতে হবে। বিরোধ না তো আপনি তাকে অনুমোদন করে যাচ্ছেন, দুইয়ের মধ্যে এক জায়গায় হবেন। যদি বিরোধ না হয় তো অনুমোদন করেন। সেইজন্য যে ই হোক বা জ্ঞানী হয়, পরন্তু তাদের বিরোধ প্রদর্শিত করা আবশ্যক। নয় তো অনুমোদনে চলে যাবেন।

প্রশ্নকর্তা : হিংসা করা যে কোন পশু-পক্ষী অথবা যা ই হোক, তো তাদের উদয়ে হিংসা এসে গেছে, তো তাকে থামানোর জন্য আমরা কি নিমিত্ত হতে পারি ?

দাদাশ্রী : যদিও কারো উদয়ে এসেছে আর আপনি যদি থামানোর নিমিত্ত না হন তো হিংসার অনুমোদন করেন। সেইজন্য আপনার থামানোর প্রযন্ত করা উচিত। আর উদয় যা ই হোক, পরন্তু আপনি তো থামানোর প্রযত্ন করা উচিত।

যেমন পথে কেউ যাচ্ছে আর ওর কর্মের উদয়ে ধাক্কা লেগে যায় আর পায়ে চোট লেগে যায়, আর আপনি সেখান দিয়ে যাচ্ছেন, তো আপনি নেমে নিজের কাপড় দিয়ে ওকে পট্টী বাঁধা উচিত। গাড়ি তে নিয়ে গিয়ে রেখে আসা উচিত। যদিও ওর কর্মের উদয়ে এমন হয়েছে, কিন্তু আপনি ভাব দেখানো উচিত। নয় তো আপনি তার বিরোধী ভাবে বেঁধে যাবেন আর মুক্ত হতে পারবেন না। এই জগত এমন না যে মুক্ত করতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : অধ্যাত্ম তে রুচি রাখাদের জন্য হিংসা থামানোর প্রযত্ন করা আবশ্যক মানা হয় কি ? যদি আবশ্যক হয় তো সেই বিষয়ে আপনি মার্গদর্শন-উপদেশ-পরামর্শ দেবেন ?

দাদাশ্রী : অধ্যাত্মতে রুচি রাখেন আর হিংসা কে থামানোর প্রযত্ন না করেন তো হিংসার প্রেরণা দেওয়া বলা হবে। সেইজন্য যে ই অধ্যাত্ম হোক, পরন্তু হিংসা থামানোর প্রযত্ন তো থাকতেই হবে।

প্রশ্নকর্তা : এমন সংযোগে বড় দ্রব্য হিংসার নিবারণ কেন মনে আসে না ?

দাদাশ্রী : সেই দ্রব্যহিংসার নিবারণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। তার জন্য আমরা অন্য প্রযত্ন করব, ভাল মত সবাই একত্র হয়ে আর মন্ডলের রচনা করব আর গভর্নমেন্ট-এ ও আমাদের নির্বাচিত ব্যক্তিকে পাঠাই তো অনেক ফল পাবো। সবাই ভাব করা প্রয়োজন, আর মজবুত ভাব করা প্রয়োজন, প্রোৎসাহন দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু দাদা অন্তিমে তো এই সব হিসাব ই কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হিসাব ই। কিন্তু তাকে হিসাব বলতে হয় তো ও হয়ে যাওয়ার পরে বলা হবে। হিসাব বল তো সব বিগড়ে যাবে। আমাদের গ্রামে সাধু-বাবা আসে আর বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে যায় তখন আমরা বলি কি না যে ধর এদের আর আটকাও ! সেইজন্য যেমন নিজের বাচ্চাকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে, উঠিয়ে নেয় তো কত দুঃখ হবে ? সেই ভাবে এই গাই-মোষ ও সব কাটে, তার জন্য মনে অনেক দুঃখ থাকা উচিত আর তার সামনে বিরোধ হওয়া উচিত। নয় তো সেই কাজ সফল হবেই না তো ! বসে থাকার প্রয়োজন ই নেই। তাকে কর্মের উদয় মান, কিন্তু ভগবান ও এমন মানতেন না। ভগবান ও বিরোধ প্রদর্শিত করতেন। সেইজন্য আমাদের বিরোধ প্রদর্শিত করা উচিত, একতা সর্জিত করা উচিত আর তার মুখোমুখি হওয়া উচিত। এতে তো কেউ হিংসার বিরোধী নয়, পরন্তু অহিংসক ভাব এ তো !

কৃষ্ণের গোবর্ধন- গাই এর বর্ধন

কৃষ্ণ ভগবানের কালে হিংসা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তখন কৃষ্ণ ভগবান ফের কি করেন ? গোবর্ধন পর্বত তোলেন, এক আঙ্গুলে। এই গোবর্ধন পর্বত আঙ্গুলে তোলেন, ও কথা স্থূলে থেকে গেছে। পরন্তু লোকে তার সুক্ষ্ম ভাষা বোঝে না। গোবর্ধন মানে গাই এর বর্ধন কিভাবে হবে, এমন সব জায়গায়-জায়গায় আয়োজন করেন আর গো-রক্ষার আয়োজন করেন। বর্ধন আর রক্ষা দুটোর ই আয়োজন করেন। কারণ যে হিন্দুস্থানের লোকের মুখ্য জীবন ই এর উপরে আধারিত। সেইজন্য বেশী হিংসা বেড়ে যায় তখন অন্য সব ছেড়ে প্রথমে এ সামলাবে। আর যে হিংসক জানোয়ার আছে না, তার জন্য তো আমরা কিছু করার প্রয়োজন নেই। সেই জানোয়ার নিজেই হিংসক। তার জন্য আপনার কিছু করার প্রয়োজন নেই। ওদের কেউ মারে না আর ওদের খাওয়া ও যায় না তো। এই বিড়ালকে কে খায় ? কুকুরকে কে খায় ? কেউ খায় না আর কেউ খেতে ও পারে না। সেইজন্য এ একেলা ই, গোবর্ধন আর গো-রক্ষা, দুটো জিনিস ই প্রথমে ধরার মত।

গোবর্ধনের বেশী উপায় করা উচিত। কৃষ্ণ ভগবান এক আঙ্গুলের উপরে গোবর্ধন করেছেন না, ও অনেক বড় ঝিনিস ছিল। উনি জায়গায়-জায়গায় গোবর্ধন-এর স্থাপনা করেছিলেন আর গোশালা শুরু করে দেন। হাজারো গাই এর পোষণ হয় এমন করেন। গোবর্ধন আর গোরক্ষা, এই দুটোই স্থাপনা করেন। রক্ষা করেন সেইজন্য থেমে যায়। আর ফের ঘরে-ঘরে দুধ-ঘি সব পাওয়া যাবে তো ! সেইজন্য

গাই কে বাঁচানোর বদলে গাইয়ের বসতি কিভাবে বাড়বে, তার জন্য অনেক কিছু করা আবশ্যক।

গাই রাখার এত ফায়দা, গাইয়ের দুধে এত ফায়দা, গাই এর ঘি এ এত ফায়দা, ও সব প্রকাশ করা হয় আর অনিবার্য তো না পরন্তু ইচ্ছাতে লোকদের আমরা বুঝিয়ে আর প্রত্যেক গ্রামে গাই রাখার প্রথা করা হয় তো গাই অনেক বেড়ে যাবে। আগে প্রত্যেক জায়গাতে গোশালা ছিল, সেখানে হাজার-হাজার গাই রাখা হত। সেইজন্য গাই বাড়ানো আবশ্যক। এ তো গাই বাড়ে না আর এক দিকে এ চলতে থাকে। কিন্তু এ তো কাউকে ই আমাদের থেকে না বলা যায় না! না বল তো পাপ বলা হবে। আর কেউ থোড়াই ভুল করে? বাঁচায় তো!

প্রশ্নকর্তা : আমরা গাই ছাড়াই না, পরন্তু আসা আটকাতে থাকি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আসা আটকাবে। তার মূল মালিক কে বোঝাও যে এইভাবে করবেন না। এখন তো গোবর্ধন আর গো-রক্ষা, প্রথমে এই দুই নিয়ম ধর। অন্য সব সেকেন্ডেরী! এ কমপ্লীট হয়ে যায়, ফের অন্য।

সেইজন্য এই গোবর্ধন আর গোরক্ষা, এই দুটো কৃষ্ণ ভগবান বেশী ধরে রেখেছিলেন। আর গোবর্ধন করনেওয়ালা গোপ আর গোপী। গোপ মানে গো পালন করনেওয়ালা!

প্রশ্নকর্তা : গোবর্ধন, এই কথা তো অনেক নতুন ই পেলাম।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কথা ই সব। কিন্তু যদি তার ব্যাখ্যা হয় তাহলে কাজের। বাকী তো কথা সব হয় ই আর সত্য ই হয়। পরন্তু এই লোকেরা তাকে স্থূলে নিয়ে যায়। বলবে, 'গোবর্ধন পর্বত উঠিয়েছে।' সেইজন্য ও ফরেনের সাইন্টিস্টরা বলে,'পাগলের মত এই কথা, পর্বত ওঠাতে পারে কেউ?' উঠিয়েছে, তো হিমালয় কেন ওঠায় নি? আর ফের তীর লেগে কেন মরে যায়? কিন্তু এমন হয় না।

গোবর্ধন উনি খুব সুন্দর ভাবে করেছিলেন। কারণ সেই সময় হিংসা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, সাংঘাতিক হিংসা বেড়ে গিয়েছিল। কারণ যে মুস্লিম শুধু হিংসা করে এমন না। হিন্দুদের কিছু উপরের কোয়ালিটী ই হিংসা করে না, অন্য সব প্রজা হিংসা করার।

হিংসক ভাব তো থাকা ই উচিত না! মনুষ্যের অহিংসক ভাব তো থাকতে হবে কি না! অহিংসার জন্য জীবন খরচ করে ফেলে, ও অহিংসক ভাব বলা হয়।

পূজার পুষ্পে কি পাপ হয় ?

প্রশ্নকর্তা : মন্দিরে পূজা করার জন্য ফুল নিবেদন করলে পাপ হয় অথবা না ?

দাদাশ্রী : মন্দিরে ভগবানের পুজা করতে ফুল নিবেদন করা হয় ও অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ফুল ছিঁড়া, ও পাপ। ফুল বেচা সেটাও কিন্তু পাপ। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে দেখলে তাতে লাভ হয়। কোন দৃষ্টি, ও আমি আপনাকে বোঝাব।

আজ কিছু লোক মানে যে ফুলে মহাদোষ আছে আর কিছু লোক ভগবান কে অর্পণ করে। এখন তাতে সঠিক বাস্তবিকতা কি ? এই বীতরাগীদের মার্গ যে হয় ও লাভজনক মার্গ। দুটো গোলাপ ছিঁড়ে আনে, ও সে হিংসা তো করে। ওর জায়গা থেকে ছিঁড়েছে সেইজন্য হিংসা তো হয়েছে ই। আর সেই ফুল নিজের জন্য কাজে লাগায় না। কিন্তু সেই ফুল ভগবান কে অর্পণ করে অথবা জ্ঞানী পুরুষ কে অর্পণ করে, ও দ্রব্যপূজা হয়েছে বলা হবে। এখন এই হিংসা করার জন্য ফাইভ পারসেন্ট দন্ড কর আর ভগবান কে ফুল অর্পণ করে তো ফর্টি পারসেন্ট প্রফিট দাও অথবা জ্ঞানী পুরুষের নামে অর্পণ করে তো থার্টী পারসেন্ট প্রফিট দাও। তবুও পঁচিশ প্রতিশত থাকে তো সেইজন্য লাভজনক ব্যবসার জন্য সমস্ত এই জগত। লাভজনক ব্যবসা করা উচিত। আর যদি লাভ কম হয় আর লোকসান হয় তো ও বন্ধ করে দাও। পরন্তু এ তো লোকসান থেকে লাভ অধিক হয়। কিন্তু তুমি ফুল চড়াও না, তো তোমার ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে।

পুষ্প পাপড়ি যেখানে দুঃখ পায়...

প্রশ্নকর্তা : এখন পর্যন্ত যে ফুল ছিঁড়েছি হয়তো, তো তার কোন পাপ দোষ লেগেছে কি ?

দাদাশ্রী : আরে, পুষ্প এক হাজার বছর ছেঁড়ে আর এক জীবন লোকের সাথে অথবা ঘরে কষায় করে, ঘরে কলহ করে, তো তার থেকে অধিক এই কষায়ে দোষ লেগে যায়। সেইজন্য কলহ প্রথমে বন্ধ করতে বলেছেন ভগবান। পুষ্পে তো কোন বাধা নেই। তবুও পুষ্প প্রয়োজন না হলে ছিঁড়া উচিত না। প্রয়োজন মানে দেবতাকে অপর্ণ কর তো বাধা নেই। শখের জন্য ছিঁড়তে হয় না।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু এমন বলে কি না, *'পুষ্প পাঁখড়ী জ্যাঁ দুভায়, জিনবরনী নহী ত্যাঁ আজ্ঞা'* (পুষ্প পাপড়ি যেখানে দুঃখ পায়, তীর্থঙ্করের নেই সেখানে আজ্ঞা) ।

দাদাশ্রী : ও তো কৃপালূদেব বলেছেন । তীর্থঙ্কর লিখেছিলেন, ফের কৃপালূদেব তীর্থঙ্করের কথা লিখেছেন । কিন্তু ও তো কোথায় আছে ? যে যার এই সংসারের কোন জিনিস চাই না, এমন শ্রেনী উৎপন্ন হয় তখন ! আর আপনার তো এখন এই বুশশার্ট পড়তে হয় তো ?

প্রশ্নকর্তা : সে ও ইস্ত্রিওয়ালা !

দাদাশ্রী : আর সে ও আবার ইস্ত্রিওয়ালা ! মানে এই সংসারের লোকের তো প্রত্যেক জিনিস চাই । সেই জন্য বলে যে, 'ভগবানের মাথায় ফুল চড়াও ।' তো আমাদের তীর্থঙ্কর ভগবানের মূর্তি তে ফুল রাখে কি রাখে না ? আপনি দেখেন নি এখনো ? মূর্তিপূজা করতে যান নি তো ?! সেখানে মূর্তিতে ফুল রাখে ।

ভগবান সাধুদের বলেছেন যে তোমরা ভাবপূজা করবে । আর জৈন দ্রব্যপূজা সাথে করবে । দ্রব্যপূজা করলে ওদের বাধা সব সমাপ্ত হয়ে যায় । সেইজন্য আমি কি বলি যে যাদের বাধা আছে, সে জ্ঞানী পুরুষকে ফুল অর্পণ করবে আর বাধা না হয় তাদের কোন প্রয়োজন নেই । সবার কি এক রকম হয় ? কিছু লোকের কেমন-কেমন বাধা হয় । ও সব চলে যায় । আর 'জ্ঞানী পুরুষ'এর তো এতে কিছু স্পর্শ করে না আর বাধক ও হয় না ।

তবু ও কিছু লোক আমাকে বলে যে, *'পুষ্প পাঁখড়ী জ্যাঁ দুভায় জিনবরনী নহী আজ্ঞা ।* ভগবানের আজ্ঞা নেই না ?' আমি বলি যে, 'এ তো কলেজের তৃতীয় বর্ষের কথা এখানে সেকেন্ড স্টেন্ডার্ডে কিসের জন্য নিয়ে আসেন ? কলেজের তৃতীয় বর্ষে তার উপরে এ্যাটেনশন দিতে হবে । আপনি এখন সেকেন্ডে কিসের জন্য আনছেন এই সব ?' তখন সে বলে, 'ও তো চিন্তা করার মত কথা ।' আমি বলি যে, 'তখন চিন্তা করবে । এ সেকেন্ড, থার্ড স্টেন্ডার্ডে আনার প্রয়োজন নেই । আপনি অন্তিম বর্ষে যাবেন তখন করবেন !' তখন বলে যে, 'তার লিমিট কত হওয়া উচিত ?' আমি বলি যে, 'অন্তিম জন্মে ভগবান মহাবীর বিবাহিত ছিলেন, এটা আপনি জানেন না ?' তখন বলে যে, 'হ্যাঁ, বিবাহিত ছিলেন ।' আমি বলি যে, 'কত বছর পর্যন্ত সংসারে ছিলেন ?' তখন বলে, 'ত্রিশ বছর পর্যন্ত ।' আমি বলি যে, 'সংসারে ছিলেন তার কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে ?' তখন বলে যে, ওনার মেয়ে ছিল তো !' আমি বলি যে, সংসারে ছিলেন, সেইজন্য সে তো স্ত্রীর অপরিগ্রহী তো ছিলেন না তো ?

পরিগ্রহী ছিলেন। পরিগ্রহী হয় তো মেয়ে হবে তো ? নয় তো প্রমাণ কি করে হবে? মানে ত্রিশ বছর পর্যন্ত সে অপরীগ্রহী ছিলেন। তো ভগবান এমন কি দেখেন যে স্ত্রীর পরিগ্রহ সেই জন্মেই হয় আর সেই অবতারে মোক্ষে ও যেতে পারেন ? তো উনি এমন কি অনুসন্ধান করেন ?! সেইজন্য এ ফাইনাল কথা সব।

সেইজন্য মূর্তিতে ও ফুল অর্পণ করা যায় আর আমাদের তীর্থঙ্করের মূর্তিতে ও ফুল অর্পণ করা যায়। এ তো এমন ফুলের পাপড়ি কে দুঃখ দেয় না আর এমন সাথের লোকের সাথে কষায় করে-করে দম বের করে দেয়। পুষ্পের পাপড়ি দুঃখ না পায়, এমন মানুষের তো একটা কুকুর শুইয়ে আছে আর সে ওদিক দিয়ে যায় তো কুকুর না জাগে এমন হয়।

এই পুষ্প পাপড়ি যেমন দুঃখ না পায় এমন অন্তিম অবতারে অন্তিম পনেরো বছর মোক্ষে যেতে বাকি থাকে তখন ই বন্ধ করতে হয়। সেইজন্য অন্তিম পনেরো বছরের জন্য সামলিয়ে নিতে হবে। আর যখন থেকে স্ত্রীর যোগ ছাড়ে তার পরে নিজে নিজেই এই পুষ্প আর এই সব রেখে দিতে হয়। আর ও তো নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য তখন পর্যন্ত ব্যবহারে কোন দখল করবে না।

একেন্দ্রিয় জীবের সৃষ্টি

প্রশ্নকর্তা : এই অপকায়, তেউকায়, পৃথ্বীকায়, বায়ুকায়, বনস্পতিকায়, এসব কি ?

দাদাশ্রী : ও সব একেন্দ্রীয় জীব।

প্রশ্নকর্তা : জলে ও জীব আছে ও আমাদের বিশ্বাসে বসে গেছে সেইজন্য আমরা ফুটিয়ে জল খাই।

দাদাশ্রী : আমার বলার যে জলে জীবের কথা আপনি যা বোঝেন আর বলেন, ও তো এই লোকের বলা আপনি মেনে নিয়েছেন। বাকী, ব্যাপারটা এতে বোঝা যায় এমন না। আজকের বড়-বড় সাইন্টিস্ট দের বোধে আসে এমন না তো! আর কথাটা খুব সুক্ষ্ম। ও জ্ঞানী নিজে বুঝতে পারেন। পরন্তু একে বিস্তারপূর্বক ভাবে বোঝানো হয় তবুও আপনার বোধে আসবে না এমন কথা। এই পাঁচ যে আছে না, তাতে বনস্পতিকায় শুধু ই বোঝা যায় এমন। বাকী বায়ুকায়, তেউকায়, জলকায় আর পৃথ্বীকায়, এই চার জীব কে বোঝার জন্য অনেক উঁচু লেবেল চাই।

প্রশ্নকর্তা : সাইন্টিস্ট সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছে তো !

দাদাশ্রী : কিন্তু সাইন্টিস্ট বুঝতে পারবে না। শুধু এই গাছেই বুঝতে পারবে। সে ও বেশী প্রকারে না, কিছু প্রকারেই বুঝতে পারবে।

এমন হয়, এ আপনাকে ভগবানের ভাষার কথা বলছি। এই গাছ-পালা যে সব খোলা চোখে দেখা যায়, ও বনস্পতিকায়। এই গাছে ও জীব হয়। এই বায়ুকায় মানে বায়ুতে ও জীব হয়, ওদের বায়ুকায় জীব বলে। ফের এই মাটি হয়, তার ভিতরেও জীব হয় আর মাটি ও আছে। এই হিমালয়ে মাটি আছে, পাথর আছে, সেই সবে জীব হয়। পাথর ও জীবিত হয়, ওদের পৃথ্বীকায় জীব বলে। এই অগ্নির শিখা ওঠে তো, সেই সময় সেই কয়লায় অগ্নি হয় না। ও তো তেউকায় জীব সেখানে একত্র হয়ে যায়। ও তেউকায় জীব। এই জল পান করি, ও শুধু জীব দ্বারা ই গঠিত হয়। হ্যাঁ, জীব আর তার দেহ - দুটো মিলে এই জল। তাদের ভগবান অপকায় নামের জীব বলেছেন। যার জলরূপী শরীর হয়। এমন কত সব জীব একত্র হলে এক পেয়ালা জল তৈয়ার হয়। এখন এই জল ও জীব, এই খাবার ও জীব, এই বাতাস সে ও কেবল জীব, সব জীব ই হয়।

সিদ্ধি, অহিংসার

প্রশ্নকর্তা : তো এখন অহিংসা কি ভাবে সিদ্ধ হবে ?

দাদাশ্রী : অহিংসা ? ওহোহো, অহিংসা সিদ্ধ হয়ে যায় তো মনুষ্য ভগবান হয়ে যাবে ! এখন একটু-কিছু অহিংসা পালন কর ?

প্রশ্নকর্তা : সাধারণ। বেশী না।

দাদাশ্রী : তো ফের একটু-কিছু পালন করার নিশ্চিত কর তো ! তাহলে ফের সিদ্ধি হবার কথা কেন কর ? অহিংসা সিদ্ধ হয়ে যায় তো ভগবান হয়ে যাবে !

প্রশ্নকর্তা : অহিংসা পালন করার উপায় বলুন।

দাদাশ্রী : এক তো, যে জীব আমাদের থেকে ত্রাস পায় তাদের দুঃখ দিতে হয় না, তাদের ত্রাস দিতে হয় না। আর গম হয়, বাজরা হয়, চাল হয়, ওসব খাও। তার কোন বাধা নেই। ওরা আমাদের থেকে ত্রাস পায় না, ওরা অভান অবস্থাতে আছে আর পোকা-মাকড় ও তো দৌড়ে চলে যায়, ওদের মারতে হয় না। এই ঝিনুক-শঙ্খের যে জীব হয়, যে নড়া-চড়া করে এমন দুই ইন্দ্রিয় থেকে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের জীবকে

কিছু করতে হয় না। ছাড়পোকা কে ও আপনি ধর তো ত্রস্ত হয়ে যায়। সেইজন্য তোমরা ওদের মারবে না। বুঝতে পারছ তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, দ্বিতীয়, সূর্যনারায়ণ (সূর্যদেব) অস্ত হয়ে যাওয়ার পরে ভোজন করবে না।

এখন তৃতীয়, অহিংসা তে জীভের অনেক কন্ট্রোল করতে হয়। তোমাকে কেউ বলে যে তুমি অকর্মণ্য, তো তোমার সুখ হয় কি দুঃখ হয় ?

প্রশ্নকর্তা : দুঃখ হয়।

দাদাশ্রী : তো তোমরা এটা বুঝে নিতে হবে যে আমরা ওকে 'অকর্মণ্য' বলি তো ওর দুঃখ হবে। ও হিংসা, সেইজন্য আমাদের বলা উচিত না। যদি অহিংসা পালন করতে হয় তো হিংসার জন্য অনেক সাবধানী রাখতে হয়। আমাদের যাহাতে দুঃখ হয়, তেমন অন্যের সাথে করতে পারি না।

ফের মনে খারাপ বিচার ও আসা উচিত না। কারো এমনি নিয়ে নেব, আত্মসাৎ করে নেব এমন কোন বিচার আসা ই উচিত না। অনেক টাকা একত্র করার বিচার আসা উচিত না। কারণ যে শাস্ত্রকার কি বলেছেন যে পয়সা তোর হিসাবে যা আছে, ও তো তোর জন্য এসেই যাবে। তো অনেক পয়সা একত্র করার বিচার করার তোমার প্রয়োজন ই নেই। তুমি এমন বিচার কর তো তার অর্থ হিংসা হয়। কারণ যে অন্যের কাছ থেকে আত্মসাৎ করে নেওয়া, অন্যের কোটা আমরা নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা হয়, সেইজন্য সেখানে হিংসা সমাহিত হয়ে আছে। সেইজন্য এমন কোন ভাব করবে না।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাস, এই তিনটে ই উপায় আছে অহিংসার ?

দাদাশ্রী : আরো আছে অন্য। ফের মাংসাহার, ডিম, কখনো খাওয়া উচিত না। ফের আলু আছে, পেঁয়াজ আছে, রসুন আছে, এই সব খাবে না। কোন রাস্তা না থাকে তখনো খাবে না। কারণ এই পেঁয়াজ-রসুন হিংসক হয়, মনুষ্য কে ক্রোধী বানায় আর ক্রোধ হয়, তখন সামনের জনের দুঃখ হয়। অন্য তোমার যে সব্জী খেতে হয় খাবে।

প্রথমে বড় জীব বাঁচাবে

এই ভগবান কি বলতে চান যে প্রথমে মনুষ্য কে সামলাও। হ্যাঁ, সেই বাউন্ডরী শেখ যে মনুষ্য কে মন-বচন-কায়া দ্বারা কিঞ্চিত মাত্র দুঃখ দেব না। ফের পঞ্চেন্দ্রীয় জীব-গরু, মোষ, মুর্গী, ছাগল, এই সব যে আছে, তাদের মনুষ্য থেকে একটু-কিছু কম, পরন্তু তাদের খেয়াল রাখতে হবে। ওদের দুঃখ না হয় এমন ধ্যান রাখা উচিত। মানে এই পর্যন্ত ধ্যান রাখতে হবে। মনুষ্য ছাড়া বাকি পঞ্চেন্দ্রীয় জীবদের, কিন্তু ও সেকেন্ডেরী স্টেজে। ফের তৃতীয় স্টেজে কি আসে ? দুই ইন্দ্রিয়ের উপরের জীবের ধ্যান রাখবে।

আহারে সব থেকে উঁচু আহার কোনটা ? একেন্দ্রিয় জীবের ! দুই ইন্দ্রিয়ের উপরের জীবের আহারে, যার মোক্ষে যেতে হয় তার অধিকার নেই। সেইজন্য দুই ইন্দ্রিয় থেকে উপরের ইন্দ্রিয়ের জীবের ঝুঁকি আমরা ওঠানো উচিত না। কারণ কি যত তাদের ইন্দিয় তত পরিমানের পুণ্যের অবশ্যকতা হয়, তত মানুষের পুণ্য খরচ হয়ে যায় !

মনুষ্যের খাবার না খেয়ে ছাড় ই নেই আর সেই জীবের লোকসান তো মনুষ্যের অবশ্য আসে। আমাদের যে ভোজন ও একেন্দ্রিয় জীব ই হয়। ওদের আমরা ভোজন করি তো ওরা ভোজ্য আর আমরা ভোক্তা হই আর সেই পর্যন্ত দায়িত্ব আসে। কিন্তু ভগবান এই ছাড় দিয়েছেন। কারণ আপনি মহান *সিলক* (পুঞ্জী রাহখরচ) ওয়ালা আর আপনি ও সব জীবের নাশ করেন। পরন্তু সেই জীবদের খান, তাতে সেই জীবদের কি ফায়দা ? আর সেই জীবদের খেলে নাশ তো হয় ই। পরন্তু এমন হয়, এই ভোজন খেয়েছেন সেইজন্য আপনার দন্ড লাগু হয়। কিন্তু ওদের খেয়ে ও আপনি লাভ বেশী কামান। সারা দিন কাটান আর ধর্ম করেন তো আপনি একশো কামাই করেন। তার থেকে দশের জরিমানা আপনি শোধ করতে হয়। সেইজন্য নব্বই আপনার কাছে থাকে আর আপনার কামাই থেকে দশ ওরা পেলে ওদের উর্ধগতি হয়। অর্থাৎ এ তো প্রকৃতির নিয়মের আধারে ই উর্ধগতি হয়ে যাচ্ছে। ওরা একেন্দ্রিয় থেকে দুই ইন্দ্রিয় তে আসছে। অর্থাৎ এই ভাবে ক্রমে-ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। এই মনুষ্যের লাভ থেকে সেই জীব লাভ ওঠায়। এইভাবে হিসাব সব শোধ হতে থাকে। এই সব সাইন্স লোকের বোধে আসে না তো !

সেইজন্য একেন্দ্রিয় তে হাত দেবে না। একেন্দ্রিয় জীবে আপনি হাত দেন তো আপনি ইগোইজমওয়ালা, অহংকারী। একেন্দ্রিয় ত্রস জীব নয়। সেইজন্য

একেন্দ্রিয়ের জন্য আপনি কোন বিকল্প করবেন না । কারণ এ তো ব্যবহার ই । খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, সব করতে হবে ।

বাকী, জগত সমস্ত জীবজন্তু ই । একেন্দ্রিয় জীবের তো সব এই জীবন ই হয় । জীব ছাড়া তো এই জগতে কোন জিনিস নেই আর নির্জীব বস্তু খাওয়া যায় এমন না । সেইজন্য জীবনওয়ালা জিনিস ই খেতে হয়, তার থেকেই শরীরে পোষণ মেলে । আর একেন্দ্রিয় জীব সেইজন্য রক্ত, পুঁজ, মাংস নেই সেইজন্য একেন্দ্রিয় জীব আপনাকে খাবার ছাড় দিয়েছে । এতে তো এত সব চিন্তা করতে যাও, তো কবে পার আসবে ? সেই জীবের চিন্তা করতেই হয় না । চিন্তা করতে হয় সেটা থেকে গেছে আর না করার চিন্তা ধরে রেখেছ । এমন তুচ্ছ হিংসার তো চিন্তা করার প্রয়োজন ই নেই ।

কোন আহার উত্তম ?

প্রশ্নকর্তা : ক্রমিক মার্গে কিছু বিশেষ খাবার খাওয়া কেন নিষেধ হয় ?

দাদাশ্রী : এমন হয়, খাবারের প্রকার হয় । তাতে মনুষ্যের অত্যন্ত অহিতকারী খাবার, যে যার থেকে অধিক অন্য কিছু অহিতকারী হয় না এমন অন্তিম প্রকারের অহিতকারী, ও মনুষ্যের মাংস খাওয়া, ও হয় । এর তার থেকে ভাল কি ? যে জানোয়ারের বাচ্চা বাড়ে সেই জানোয়ারের মাংস খাওয়া ও ভাল । সেইজন্য এই মুর্গী-হাস, ওদের বাচ্চা খুব বাড়ে । এই গাই-মোষের বাচ্চা কম বাড়ে । এই মাছের বাচ্চা অনেক বাড়ে । তো সেই মাংস খাওয়া ভাল । তার ও আগে কেউ বলে, 'আমরা প্রগতি করতে চাই ।' তো এই মাংস খাওয়া ও লোকসানদায়ক । তার বদলে তুই ডিম খা । মাংস খাবি না তুই । তার থেকে ও এগিয়ে যেতে চায়, তো তাকে বলি যে, 'তুই কন্দমূল খাবি ।' তার থেকে ও এগিয়ে যেতে চায় তাকে আমি বলি, 'এই কন্দমূল ছাড়া দাল-ভাত, রুটি, লাড্ডূ, ঘি, গোল সব খাবি ।' আর তার থেকেও এগিয়ে যেতে হয় তো আমি বলি যে, 'এই ছয় *বীগই* (বিকার উৎপন্ন করা জিনিস)-গোল, ঘি, মধু, দই, মাখন আর ও সব বন্ধ কর আর এই দাল-ভাত-রুটি, সব্জী খা ।' ফের আগে এর কিছুই থাকে না ।

এই প্রকারের ভোজনের ভাগ আছে । তাতে যার যে ভাগ পছন্দ হয় ও খাবে । এই সব রাস্তা বলা হয়েছে । এই ভাবে আহারের বর্ণন আছে । আর এই বর্ণন বোঝার জন্য, করার জন্য না । এই ভাগ কিসের জন্য ভগবান করেছেন ? যে আবরণ ভাঙ্গে সেই জন্য । এই রাস্তায় চল, তো ভিতরে আবরণ ভাঙ্গতে থাকে ।

বিজ্ঞান, রাত্রি ভোজনের

প্রশ্নকর্তা : রাত্রিভোজনের বিষয়ে কিছু মার্গদর্শন দিন। জৈন দের ও নিষেধ হয়।

দাদাশ্রী : রাত্রিভোজন যদি না করা হয় ও সব থেকে উত্তম জিনিস। ও ভাল দৃষ্টি। ধর্ম আর তার সম্পর্ক নেই। তবুও এ তো ধর্মে করে দেওয়া হয়েছে, তার কারণ কি ? যে যত শরীরের শুদ্ধি হয়, তত ধর্মে এগিয়ে যায়। সেই হিসাবে ধর্মে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাকী, ধর্মে এর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু শরীরের শুদ্ধির জন্য সব থেকে ভাল জিনিস এ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই বীতরাগীরা লোকদের যা বলেছেন যে রাত্রিভোজন করবে না। ও পাপ-পুণ্যের জন্য ছিল অথবা শারীরিক সুস্থতার জন্য ছিল ?

দাদাশ্রী : শারীরিক সুস্থতা আর হিংসার জন্য বলেছিলেন।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু রাত্রি ভোজন কিসের জন্ করতে হয় না ?

দাদাশ্রী : সূর্যের উপস্থিতিতে সন্ধ্যার ভোজন করে নিতে হয়। এমন জৈন মতে বলেছেন আর বেদান্তে ও এমন বলেছ্নে। সূর্য যখন পর্যন্ত থাকে তখন পর্যন্ত ভিতরে পুষ্পদল খোলা থাকে, সেইজন্য সেই সময় খেয়ে নিতে হয়, এমন বেদান্তে বলেছে, সেইজন্য রাত্রে তুই খাবার খেলে তো কি লোকসান হবে ? যে ও কমল তো বন্ধ হয়ে গেছে, সেইজন্য পাচন তো তাড়াতাড়ি হবে না। কিন্তু অন্য কি লোকসান হবে ? ও ওনারা, তীর্থঙ্করেরা বলেছেন যে রাত্রে সূর্যদেব অস্ত হয়ে যায়, তখন জীবজন্তু যে ঘুড়ে-বেরায়, ও সব জীব নিজের বাসার দিকে ফিরে আসে। কাক, কুকুর, পায়রা সব আকাশের জীব সবাই বাসার দিকে ফেরে, নিজের বাসার দিকে যায়। অন্ধকার হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকে যায়। অনেক বার ভীষণ মেঘ আসে আকাশে আর সূর্যদেব অস্ত হয়েছে কি হয়নি ও বোঝা যায় না। পরন্তু জীবেরা ফিরে আসে সেই সময় বুঝে নেবে যে এই সূর্যদেব অস্ত হয়ে গেছে। ও জীব নিজের আন্তরিক শক্তি থেকে দেখতে পারে। এখন সেই সময় ছোট থেকে ছোট জীব ও ঘরে থাকে আর অনেক সুক্ষ্ম জীব, যা চোখে দেখা যায় না, দূরবীনে ও দেখা যায় না, এমন জীব ও ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। আর ভিতরে গিয়ে যেখানে খাবার থাকে, সেখানে বসে যায়। আমরা জানতেও পারি না যে ভিতরে বসে আছে। কারণ ওদের রং এমন হয় যে ভাতের উপরে বসে তো ভাতের মত রং হয় আর ভাখরীর (এক প্রকারের

গুজারাটি খাবার) উপরে বসে তো ভাখরীর রঙের দেখায়, রুটির উপরে বসে তো তার রঙের দেখায়। সেইজন্য রাত্রে এই ভোজন করতে হয় না।

রাত্রিভোজন না করা উচিত, তবুও লোকে করে। এ অনেক লোকের জানা নেই যে রাত্রিভোজন থেকে কি লোকসান হয় আর যারা জানে তারা অন্য সংযোগে ফেঁসে থাকে। বাকী রাত্রিভোজন না করলে, অনেক উত্তম। কারণ যে ও মহাব্রত। ও পাঁচের সাথে ষষ্ঠ মহাব্রত যেমন হয়।

প্রশ্নকর্তা : সংযোগবশতঃ রাত্রিভোজন করতে হয় তো তাতে কর্মের বন্ধন হয় ?

দাদাশ্রী : না, কর্মের বন্ধন কিছুই হয় না। ও কিসের আধারে ভাঙ্গতে হয় ? আর যে রাত্রিভোজনের ত্যাগ করেছে, ও কেউ শিখিয়েছে হয়তো কি না ?

প্রশ্নকর্তা : জৈনের মত সংস্কার হয় তো !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ। তো ভগবান মহাবীরের নাম নিয়ে প্রতিক্রমণ করবে। ও ভগবানের আজ্ঞা সেইজন্য আজ্ঞা পালন করা উচিত। আর যে দিন পালন করা যায় না তো সম্ভব হয় তো ওনার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে। সেইজন্য যদি অহিংসা পালন করতে হয়, তো যতটুকু সম্ভব দিনে ভোজন করবে তো উত্তম। তোমার শরীর ও অনেক সুন্দর থাকবে। এমন তাড়াতাড়ি সর্বদার জন্য খাও কি ?

প্রশ্নকর্তা : এই তো শুরু করেছি।

দাদাশ্রী : কে করিয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : নিজের ইচ্ছাতেই।

দাদাশ্রী : কিন্তু এখন এ অহিন্সার হেতুপূর্বক করছি এমন মানবে। 'দাদা' আমাকে বুঝিয়েছে আর আমার ও পছন্দ হয়েছে সেইজন্য অহিংসার জন্য ই আমি এ করছি, এমন করবে। কারণ যে এমনি ই হেতু না হয় তো সব বেকার যায়। তুমি বল যে আমি ফরেন যাবার জন্য ই এই পয়সা জমা করছি। তো ফরেন যাবার টিকেট তুমি পাবে। কিন্তু তুমি কিছু না বল তো কিসের টিকেট দেবে ?

কন্দমূল, সুক্ষ্ম জীবের ভান্ডার

প্রশ্নকর্তা : কন্দমূল খায় তাতে কোন নিষেধ আছে ?

দাদাশ্রী : অনেক বড় নিষেধ আছে। রাত্রিভোজন যতটা নিষেধ না। রাত্রিভোজন সেকেন্ড নম্বরে আসে।

প্রশ্নকর্তা : পেঁয়াজ-আলু তে অনন্ত জীব আছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, অনন্তকায় জীব আছে, তো ?

প্রশ্নকর্তা : তো ওসব খেতে আপনি শিক্ষা দেন ?

দাদাশ্রী : ভগবান মানা করেছেন। ভগবান মানা করেছেন ও তোমার বিলিফে থাকতে হবে। আর তার পরেও খেয়ে ফেল, ও তোমার কর্মের উদয়। তবুও তোমার শ্রদ্ধা বিগড়ায় না যেন। ভগবান যা বলেছেন, সেই সব শ্রদ্ধা বিগড়ায় না যেন।

প্রশ্নকর্তা : কন্দমূল না খেতে কেন বলেছেন ?

দাদাশ্রী : কন্দমূল তো মস্তিস্ক জাগৃত হতে দেয় না এমন হয়।

প্রশ্নকর্তা : একেন্দ্রিয় জীবের হানি হয় তার জন্য নয় ?

দাদাশ্রী : ও তো লোকে এমন জানে যে আলুর জীবের রক্ষণ করার জন্য খেতে হয় না। এখন আলু পছন্দ হয় তো বেশী এদিক-ওদিক করবে না। কারণ অন্য কিছু এই কালে লোকের পছন্দ হয় না। আর ও ছেড়ে দাও তো কি করবে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন বলে যে আলু খাবে তো পাপ লাগবে।

দাদাশ্রী : এমন হয়, কোন জীব কে দুঃখ দেবে তো পাপ লাগবে। স্বামী কে, স্ত্রী কে, বাচ্চাদের, প্রতিবেশী কে দুঃখ দেবে তো পাপ লাগবে। বাকী, আলু খেলে আপনার লোকসান কি হবে ? যে মস্তিস্কের স্থুলতা আসবে, মোটা বুদ্ধি হয়ে যাবে। কন্দমূলে সুক্ষ্ম জীব বেশী থাকে, কেবল জীবের ই ভান্ডার। সেইজন্য কন্দমূল থেকে জড়তা আসে আর কষায় উৎপন্ন হয়। আমাদের জাগৃতি দরকার। সেইজন্য যদি কন্দমূল কম খাও তো ভাল, পরন্তু সেটাও ভগবানের আজ্ঞাতে এসে যায়, তার পরে ফের জাগৃতির প্রয়োজন। আর কন্দমূল খাও তো এই জাগৃতি মন্দ হয়ে যাবে আর জাগৃতি মন্দ হয় তো মোক্ষে কিভাবে যাবে ?

সেইজন্য ভগবান এই সব সত্যি কথা বলেছেন। এই সব তুমি পালন করতে পার তো পালন করবে আর না পালন করতে পার তো কোন বাধা নেই। যতটুকু পালন করতে পার ততটুকু করবে। যদি পালন করতে পার তো ভাল কথা।

বড় থেকে বড় হিংসা, কষায়ে

প্রশ্নকর্তা : এ তো সব উলটা ই করে দিয়েছে। এক দিকে এমন করে আর এক দিকে দ্যাখ কষায় করে! সেইজন্য তিন টাকার ফায়দা করে আর কোটি টাকার লোকসান করে! এখন একে ব্যবসাদার কি করে বলা যায়? আর এ তো দ্যাখ, এভাবে শেষ পর্যন্ত ধরে বসে আছে আর ওদিকে অপার হিংসা করে। বড় থেকে বড় হিংসা হয় এই জগতে, তো কষায়ের (অর্থাৎ ক্রোধ-মান-মায়া-লোভের)! কেউ বলবে যে ভাই, এ জীব মেরে যাচ্ছে আর এ কষায় করে যাচ্ছে তো কার অধিক পাপ লাগবে? তো কষায় এত অধিক মূল্যবান যে জীব মারে তার তুলনায় কষায়ে অধিক পাপ হয়।

কথাটা বোঝ

ও সব কথা ভগবান বলেছেন, ও তোমার বোঝার জন্য বলেছেন। আগ্রহ ধরার জন্য নয়। তুমি যতটা পারবে ততটা করবে। ভগবান এমন বলেন নি যে শক্তির বাইরে করবে।

জ্ঞানী আগ্রহ ধরাবে এমন হয় না। এই অন্যেরা তো আগ্রহ ধরায়। জ্ঞানী তো কি বলেন যে লাভা-লাভের ব্যবসা দ্যাখ! শরীরের পেঁয়াজ থেকে পঁচিশ প্রতিশত ফায়দা হয় আর পাঁচ প্রতিশত পেঁয়াজের জন্য লোকসান হয়, মানে আমার ঘরে কুড়ি থাকবে। এই ভাবে করত। যখন কি এই লোকেরা লাভ-লোকসান উড়িয়ে দিয়েছে আর মার-ধর করে 'পেঁয়াজ বন্ধ কর, আর আলু বন্ধ কর' বলবে। আরে, কিসের জন্য? আলুর সাথে তোমার শত্রুতা আছে? অথবা তোমার পেঁয়াজের সাথে শত্রুতা আছে? আর ওর তো যা ছেঁড়ে দিয়েছে, সেটাই মনে পরতে থাকে। ভগবানের মত সেটাই মনে পরতে থাকে!

'আমি' ও নিয়ম পালন করতাম

যখন কি আমি তো জৈন ছিলাম না। আমি জৈনেতর ছিলাম। তবুও আমার এই জ্ঞান হওয়ার পূর্বে নিরন্তর কন্দমূলের ত্যাগ ছিল, সবসময় চোবিয়ার ছিল, সব

সময় গরম জল (ফুটিয়ে) খেতাম। অন্য শহরে যাই অথবা যেখানে যাই তবুও ফোটানো জল। আমি আর আমার অংশীদার দুজনেই ফোটানো জলের বোতল সাথে রাখতাম। অর্থাৎ আমি তো ভগবানের নিয়মে থাকতাম।

এখন কারো এই নিয়ম মুস্কিল লাগে, তো এমন নয় যে আপনি সব পালন করতেই হবে। আমি আপনাকে এমন বলি না আপনি এমন করবেন। আপনি পারেন, তো করবেন। এ ভাল জিনিস, হিতকারী। ভগবান হিতকারী ভেবে বলেছেন, তাকে ধরে রাখতে বলেন নি। তার আগ্রহী হয়ে যেতে বলেন নি।

আমাদের, জ্ঞানী পুরুষের তো ত্যাগাত্যাগ হয় না। কিন্তু এই কত লোক এত অধিক দুঃখী হয় যে, 'আপনি চোবিয়ার করেন না ? আমাদের খুব দুঃখ হয়।' আমি বলি, 'চোবিয়ার করব।' কি করি তখন ? ও তো জ্ঞানী হওয়ার পরে তো ত্যাগাত্যাগ সম্ভব নয়। ফের লোকে যেমন বোঝে তেমন করে। বাকী, আমার কোন জিনিসের ইচ্ছা ই নেই না ! আমি তো, হিংসার সাগরে ভগবান আমাকে অহিংসক বলেছেন। বাকী, আমি তো প্রথম থেকেই চোবিয়ার করতাম। এখন তো আমার, এই সৎসঙ্গ রাখা হয়েছে তো, সেইজন্য কোন দিন চোবিয়ার হয় আর দুই-চার দিন আমার চোবিয়ার হয় ও না। পরন্তু আমার হেতু চোবিয়ারের। ও মুখ্য জিনিস।

ফোটানো জল, খাওয়ার জন্য

প্রশ্নকর্তা : এই জল ফুটিয়ে খেতে বলা হয়। ও কিসের জন্য ?

দাদাশ্রী : ও কি বলতে চায় ? জলের এক ফোটায় অনন্ত জীব হয়। সেইজন্য জল কে খুব ফোটাবে যেন সেই জীব মরে যায়। আর ফের সেই জল খান তো আপনার শরীর ভাল থাকবে আর তখন আত্মধ্যান থাকবে। তখন লোকে এ উলটা বুঝে নেয়।

ভগবান তো শরীর ভাল থাকার জন্য সব প্রয়োগ বলেছিলেন। সেইজন্য উলটা জল ফুটিয়ে খেতে বলে। জল না ফোটায়, তাকে জীবহিংসার বলে। নিজের শরীর যদিও খারাপ হবে কিন্তু আমরা জল ফোটাবো না। তার বদলে এ তো ভগবান জল ফুটিয়ে খেতে বলেন, তো আপনার শরীর ভাল থাকবে। আর আট ঘন্টা পরে আবার ভিতরে জীব পড়ে যাবে, সেইজন্য ফের ও খাবে না। আবার অন্য ফুটিয়ে খাবে, এমন বলে।

সেইজন্য এই জল গরম করা ও হিংসার জন্য বলেন নি, ও শারীরিক সুস্থতার জন্য বলেছেন। জল গরম করলে জলকায় জীব সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর পাপের জন্য বলেন নি। আপনার শরীর খুব ভাল থাকে, পেটে জীবাণু উৎপন্ন না হয় আর জ্ঞান কে আবরণ না করে সেইজন্য বলেছেন। জল গরম করে, তখন বড় জন্তু হয়, ও সব মরে যায়।

প্রশ্নকর্তা : তো ও হিংসা হয় তো ?

দাদাশ্রী : সেই হিংসার বাধা নেই। কারণ শরীর সুস্থ হয় তো আপনি ধর্ম করতে পারবেন। আর এমনি তো সব হিংসা ই হয়, এই জগতের ভিতরে কেবল হিংসা ই আছে। হিংসার বাইরে একটা অক্ষর ও নেই। খান, পান করেন, ও সব জীব ই হয়।

আর ভগবান তো একেন্দ্রিয় জীবের জন্য এমন ঝঞ্ঝাট করতে বলেন ই নি। এ তো উল্টো বুঝে নিয়েছে। একেন্দ্রিয় জীবের জন্য এমন বলতেন তো, তো 'ঠান্ডা জল ই খাবে, নয় তো জল ফোটালে সব জীব মরে যাবে' এমন বলতেন। জল গরম করাতে কত জীব মেরেছ ?

প্রশ্নকর্তা : অনেক।

দাদাশ্রী : ওতে জীব দেখা যায় না। কিন্তু ও জল হয় না, ও অপকায় জীব। তাদের কায়া ই জল, ওদের শরীর ই জল। বল এখন, তখন ভিতরে জীব কোথায় বসে থাকবে ? লোকরা ও কিভাবে পাবে ? এ তো শরীর দেখা যায়। সেই জীবদের শরীর একত্র কর, সেটাই জল, জলরূপী যার শরীর হয় তেমন জীব। এখন এর পার কোথায় আসবে ?

সবুজ সব্জীতে বোঝে উলটা

প্রশ্নকর্তা : বর্ষাতে সবুজ সব্জী খেতে হয় না এমন বলে, ও কিসের জন্য ?

দাদাশ্রী : সবুজ সব্জী তে লোকে উলটা বুঝেছে। সবুজ সব্জী অর্থাৎ ও জীবের হিংসা নয়। সবুজ সব্জীতে সুক্ষ্ম জীব থাকে আর সেই জীব পেটে যায় তো রোগ হয়, শরীরের লোকসান করে, সেইজন্য ফের ধর্ম হয় না। এর জন্য ভগবান মানা করেছেন। আমি কি বলতে চাই যে এমন উল্টো কি বুঝেছে ? যা (ঔষধ)

মাথার ছিল ও সব খেয়ে ফেলে আর খেতে বলা হয় ও মাখতে থাকে, সেইজন্য রোগ কম হতে দেখা যায় না।

এন্টিবায়োটিক্স থেকে হওয়া হিংসা

প্রশ্নকর্তা : জ্বর হয়, ফোড়া হয়-পেকে যায়, ফের এ ভিতরে জীবানুদের মেরে ফেলার ঔষধ দেয়....

দাদাশ্রী : এত জীবাণুর চিন্তা করতে হয় না।

প্রশ্নকর্তা : পেটে কৃমি হয় আর তাকে ওষুধ না দেয়, তো সেই বাচ্চা মরে যাবে।

দাদাশ্রী : ওকে ওষুধ এমন খাওয়াও যে ভিতরে কৃমি কোন থাকবেই না, ওটা করতেই হবে।

প্রশ্নকর্তা : এখন আত্মসাধনার জন্য শরীর ভাল রাখতে হবে। এখন তাকে ভাল রাখার জন্য যদি জীবের হানি হয়, তো ও করা উচিত কি না করা উচিত ?

দাদাশ্রী : এমন হয় তো, আত্মসাধনা কাকে বলা হয় ? যে আপনার শরীরের ধ্যান রাখতে হবে, এমন যদি আপনি ভাব করতে যান তো সাধনা কম হয়ে যাবে। যদি পুরা সাধনা করতে হয় তো শরীরের আপনি ধ্যান রাখতে হবে না। শরীর তো তার সব নিয়ে এসেছে। সব ধরণের সুরক্ষা নিয়ে এসেছে। আর আপনি তাতে কোন দখল-আন্দাজি করার প্রয়োজন নেই। আপনি আত্মসাধনায় সম্পূর্ণ ভাবে লেগে যান, হান্ড্রেড পারসেন্ট। আর এ অন্য সব কমপ্লীট আছে। সেইজন্য আমি বলি তো, যে ভূতকাল চলে গেছে, ভবিষ্যত কাল 'ব্যবস্থিতের হাতে, সেইজন্য বর্তমান থাক।

তবুও আমি বলি যে, যে দেহ দ্বারা জ্ঞানীপুরুষকে চিনেছ, তাকে মিত্র সমান মানবে। এই ওষুধ হিংসক হয় তবুও নেবে, কিন্তু শরীর কে সামলাবে। কারণ লাভা-লাভের ব্যবসা এ। এই শরীর যদি দুই বছর বেশী টেকে, তো এই দেহ এ জ্ঞানী পুরুষ কে চিনেছ, তো দুই বছরে অনেক কাজ করে ফেলবে আর এক দিকে হিংসার জন্য লোকসান হবে, তো তার বদলে তো কুড়ি গুণ উপার্জন আছে। তো কুড়ি থেকে উন্নিশ তো ঘরে থাকবে। অর্থাৎ লাভালাভের ব্যবসা।

বাকী কেবল জীবজন্তুই আছে। এই জগত কেবল জীব ই আছে। এই শ্বাসে কত জীব মরে যায়, তো আমাদের কি করতে হবে ? শ্বাস না নিয়ে বসে থাকবো ? বসে থাকতে তো ভাল হত। ওর সমাধান (!) এসে যেত। বিনা কাজের পাগলামী করেছে এ তো।

এখন এই সবের কোন অন্ত আসে না এমন। সেইজন্য যা কিছু করেন না, ও করতে থাকবেন। এতে কোন চুল চেরা বিচার করার প্রয়োজন নেই। মাত্র যে জীব আমাদের থেকে ত্রস্ত হয় সেই জীবদের যতটুকু সম্ভব বিরক্ত করবেন না।

আহার, ডেভেলপমেন্টের আধারে

ফরেনওয়ালারা কি বলে ? 'ভগবান এই জগত বানিয়াছেন সেইজন্য মনুষ্য কে বানিয়েছেন। আর অন্য সব এই ছাগল-মাছ আমাদের খাবার জন্য বানিয়েছেন।' আরে, তোমাদের খাবার জন্য বানিয়েছেন, তো এই বিড়াল-কুকুর-বাঘ কে কেন খাও না ! খাবার জন্য বানিয়েছেন তো সব এক রকম বানাতো কি না ? ভগবান এমন করেন না। ভগবান বানাতো তো সব আপনার জন্য খাবার লায়েক জিনিস ই বানাতো। কিন্তু এ তো সাথে-সাথে আফিম বানায় কি বানায় না ? আর কূচ (এক ধরণের জংলী গাছ) ও হয় কি না ? তাকে ও বানায় কি না ? যদি ভগবান বানিয়ে যাচ্ছেন তো সব কেন বানিয়েছেন ? কূচ আর সেই সবের কি প্রয়োজন ? মনুষ্যের সুখের জন্য ই সব জিনিস বানাতো শান্তিতে ! সেইজন্য উলটা জ্ঞান বসেছে যে ভগবান বানিয়েছেন। আর ও ফরেনের লোকেরা তো এখনো পূনর্জন্ম বোঝে না। সেইজন্য মনে এমন হয় যে এই সব আমাদের খাবার জন্য ই আছে। এখন পুনর্জন্ম বোঝে তবে তো মনে বিচার আসবে যে আমাদের এমন জন্ম হয়ে যায় তখন কি হবে? কিন্তু ওদের এমন বিচার আসে না।

আমাদের হিন্দুস্থানের লোকের বিচার আসে, তবেই এই ব্রাহ্মণ বলে, আমার দ্বারা মাংসাহার স্পর্শ করা যায় না। বৈশ্য বলে যে, আমার দ্বারা মাংসাহার স্পর্শ করা যায় না। শূদ্র বলে, স্পর্শ করতে পারি। কিন্তু ওরা তো মরে যাওয়া জানোয়ার হয় তাকে ও খায়। আর এই ক্ষত্রিয়, ওরা ও মাংসাহার করে।

বিরক্তি, মাংসাহারীর

দাদাশ্রী : আপনি ভেজিটেরিয়ান পছন্দ করেন কি ননভেজিটেরিয়ান ?

প্রশ্নকর্তা : আমি এখনো পর্যন্ত ননভেজিটেরিয়ান টেস্ট করি নি।

দাদাশ্রী : কিন্তু ও ভাল জিনিস, এমন বলে নি ?

প্রশ্নকর্তা : না। আমি ভেজিটেরিয়ান খাই। কিন্তু এর মানে এই না যে ননভেজিটেয়ান খারাপ।

দাদাশ্রী : ঠিক আছে। খারাপ আমি তাকে বলি না।

আমি প্লেনে যাচ্ছিলাম। আমার সীটে আমি একেলা ই ছিলাম, আমার সাথে অন্য কেউ ছিল ই না। একজন বড় মুসলমান শেঠ ছিল, সে নিজের সীট থেকে উঠে আমার পাশে এসে বসে, আমি কিছু বলি না। ফের আমাকে আস্তে করে বলে, 'আমি মুসলমান আর আমরা ননভেজিটেরিয়ান ফুড খাই। তো আপনার ওতে কোন দুঃখ হয় না ?' আমি বলি, 'না, না। আমি আপনার সাথে ভোজন করতে বসতে পারি। শুধু এইটুকুই যে আমি খাই না। আপনি যা করেন ও ঠিক ই করছেন। আমার ওতে কোন অসুবিধা নেই।' তখন শেঠ বলে, 'তবু ও আমাদের উপরে আপনার অভাব তো থাকেই কি না ? আমি বলি, 'না না। ও আপনার ধারণা ছেড়ে দিন। কারণ যে আপনি ও বংশগত পেয়েছেন। আপনার মাদার ও ননভেজিটেরিয়ান খেয়েছেন আর ব্লাড ই আপনার এই ননভেজিটেরিয়ানের। এখন কেবল বাধা কার ? যে যার ব্লাডে ননভেজিটেরিয়ান না থাকে, যার মাতার দুধে ননভেজিটেরিয়ান না থাকে, তাদের খাবার ছাড় নেই। আর আপনি খান ও ফায়দার-লোকসানের না মেনে খান। ফায়দা বা লোকসানদায়ক জেনে খান না।'

সেইজন্য মাংসাহার যে করে, তাদের উপরে বিরক্তি রাখার মত কিছু নেই। এ তো আমাদের শুধু কল্পনা ই। বাকী, যাদের নিজের খাবার, তাতে আমার কোন অসুবিধা নেই।

নিজে কেটে খাবে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আজ তো সোসাইটী তে ঢুকে গেছে সেইজন্য মাংসাহার করে।

দাদাশ্রী : ও সব শখ বলা হয়। আপনার মায়ের দুধে এসেছে, তো আপনার সর্বদা জন্য খেতে বাধা নেই।

প্রশ্নকর্তা : মা মাংসাহার না করেন তো কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : তাহলে তো ফের আপনি কি করে খাবেন ? আপনার ব্লাডে আসে নি, ও আপনার হজম হবে কি ভাবে ? ও আপনার আজ হজম হয়ে গেছে মনে হবে, কিন্তু ও তো অন্তে লোকসান নিয়ে আসে । আজ আপনি ও জানতে পারেন না । সেই জন্য না খান তো উত্তম । ছাড়ে না তো 'খারাপ, ছেড়ে যায় তো উত্তম' এমন ভাবনা রাখবেন ।

বাকী, আমাদের এই গাই কখনো মাংসাহার করে না, এই ঘোড়া আর মোষ ওরা ও করে না আর ওরা শখ ও করে না । অনেক ক্ষুধার্ত হয়, তবু মাংসাহার রাখে তবু ও করে না । এতটুকু তো জানোয়ারের মধ্যে আছে । যখন কি এখন তো হিন্দুস্থানের ছেলেরা আর জৈন দের ছেলেরা, যাদের মা-বাবা মাংসাহার করেন না, ওরা ও মাংসাহার করা শিখে গেছে । তখন আমি বলি যে 'আপনাদের মাংসাহার করতে হয় তো আমার বাধা নেই, কিন্তু নিজে কেটে খাবেন । মুরগি হয় ও আপনি নিজে কেটে খাবেন ।' আরে, রক্ত দেখার তো শক্তি নেই আর মাংসাহার করে ? রক্ত দেখে তো সেই মূহুর্তে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায় ! সেইজন্য ভান নেই যে এ কি খাচ্ছি আর রক্ত দেখবে তো সেই মুহুর্তে কাঁপুনি শুরু হয়ে যাবে । এ তো রক্ত দেখে যে, তার কাজ । যে রক্তে খেলেছে সেই ক্ষত্রিয়ের কাজ । রক্ত দেখে তো ব্যাকুল হয়ে যায় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : ব্যাকুলতা হয়ে যায় ।

দাদাশ্রী : তো ফের তার দ্বারা মাংসাহার কিভাবে করা যাবে ? কেউ কাটে আর আপনি খান ও মিনিংলেস । আপনি, ও মুরগি কাটছে, সেই সময় তার যদি আর্ততা শোনেন, তো সারা জীবন পর্যন্ত বৈরাগ্য না যায়, এত আর্ততা হয় । আমি নিজে শুনেছি । তখন আমার মনে হয় ওহোহো, কত দুঃখ হয়েছে হয়তো ?!

মহিমা, সাত্বিক আহারের

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের ভক্তিতে শাকাহারী লোকের আর মাংসাহারী লোকের কোন বাধা আসতে পারে কি ? তাতে আপনার কি মন্তব্য ?

দাদাশ্রী : এমন হয় যে, মাংসাহারী কেমন হওয়া উচিত ? তার মায়ের দুধে মাংসাহারের দুধ হতে হবে । এমন মাংসাহারীর ভগবানের ভক্তিতে বাধা আসে না । তার মায়ের দুধ মাংসাহারী না হয় আর ফের মাংসাহারী হয়ে গেছে তার বাধা হয় । বাকী, ভক্তির জন্য শাকাহারী আর মাংসাহারী তে বাধা একদম নেই ।

প্রশ্নকর্তা : তো শুদ্ধ আর সাত্বিক আহার বিনা ভক্তি হতে পারে কি হয় না ?

দাদাশ্রী : হতে পারে না। কিন্তু এই কালে তো এখন কি হয় ? শুদ্ধ সাত্বিক আহার, ও আমাদের প্রাপ্ত হওয়া, অথবা ও হওয়া অনেক মুস্কিল জিনিস আর মনুষ্য এই কালে পিছলে না যায়, কলিযুগ স্পর্শ না করে, এমন মনুষ্য অনেক কম হয়। আর না হয় তো বন্ধুত্ব হয়ে যায় বা কেউ এমন মিলে যায় তো, সে ওকে উলটা পথে নিয়ে যায়। কুসঙ্গ বসে যায়।

প্রশ্নকর্তা : অজান্তে অঘটিত ভোজন করে ফেলে তো ফের তার কোন প্রভাব পড়ে কি ?

দাদাশ্রী : সবার অজান্তেই হয়ে যাচ্ছে। তবু ও তার প্রভাব হয়। যেমন অজান্তে নিজের হাত জ্বলন্ত কয়লায় পড়ে তো ? ছোট বাচ্চা কে ও জ্বালায় কি না? ছোট বাচ্চা ও জ্বলে যায়। তেমন ই এই সমস্ত জগত অজান্তে অথবা জেনে-বুঝে সবার একই রকম ফল দেয়। শুধু ভোগার পদ্ধতি আলাদা হয়। অজানা দের অজান্তেই ভুগতে হয় আর জানাদের বুঝে-বুঝে ভুগতে হয়, এতটুকুই ফারাক।

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য অন্নের প্রভার মনের উপরে পড়ে, সেটাও নিশ্চিত ?

দাদাশ্রী : সবকিছু এই আহারের ই প্রভাব। এই আহার খায়, তখন পেটের ভিতরে তার ব্রান্ডী তৈয়ার হয়ে যায় আর ব্রান্ডী থেকে সারা দিন অভানাবস্থা তে তন্ময়াকার থাকে। তো এই সাত্বিক ভোজন হয় যে, তার কিন্তু ব্রান্ডী শুধু বলার জন্য ই। সে আগের বোতলের ব্রান্ডী খায় তখন ভান ই আসে না, এমন হয়। তেমন ই এই ভোজন ভিতরে যায়, তার সব ব্রান্ডী ই হয়ে যায়। এই লাড্ডু হয়, শীতের বসাণা (শীতে বানানো বিশেষ মিষ্টি) বলে, ও সব সাত্বিক হয় না ! সাত্বিক মানে খুব হাল্কা ফুড আর লাড্ডু তো পিত্ত বাড়ানোর। পরন্তু লোকে ও ভাল লাগে সেটা স্বীকার করে নেয়, সহজ টা করে দেয়।

প্রশ্নকর্তা : এই মাংসাহারের আধ্যাত্মিক বিচারে কোন প্রভাব হয় কি ?

দাদাশ্রী : অবশ্য। মাংসাহার, ও স্থূল ভোজন, সেইজন্য আধ্যাত্মিক বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। অধ্যাত্ম তে যেতে হয় তো লাইট ফুড চাই যে যাহাতে মদ চড়ে না আর জাগৃতি থাকে। বাকী, এই লোকদের জাগৃতি আছে ই কোথায় ?

ও ফরেনের সাইন্টিস্ট আমাদের কথা বুঝবে না। ও সাইন্টিস্ট বলে, "ওহো! এ তো অনেক বিচার করার মত কথা। কিন্তু আমরা মানতে পারি না।' তখন আমি বলি, 'এখন অনেক সময় লাগবে। অনেক মুরগি খেয়ে ফেলেছ সেইজন্য সময় লাগবে। ও তো দাল-ভাত চাই। পিয়্যোর ভেজিটেরিয়ান প্রয়োজন হয়।' ভেজিটেরিয়ান ফুড হয় তার আবরণ পাতলা হয়, সেইজন্য এই জ্ঞান কে বুঝতে পারে, সব আর-পার দেখতে পারে আর ও মাংসাহারীর মোটা আবরণ হয়।

কি মাংসাহারে নরকগতি ?

প্রশ্নকর্তা : বলা হয় যে মাংসাহার করলে নরকগতি হয়।

দাদাশ্রী : ও কথা একদম সত্য আর খাবার জন্য অনেক জিনিস আছে। কিসের জন্য ছাগল কে কাট ? মুরগি কে কেটে খাও তো ওর ত্রাস হয় কি না ? ওর মা-বাবার ত্রাস হয় কি না ? আপনার বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে তো কি হবে ? এই মাংসাহার, চিন্তা না করার সব। নিখাদ পাশবতা সব। অবিচার দশা আর আমরা তো বিচারশীল। এক ই দিন মাংসাহার করলে তো মনুষ্যের মস্তিষ্ক সমাপ্ত হয়ে যায়, পশুর মত হয়ে যায়। সেইজন্য মস্তিষ্ক যদি ভাল রাখতে হয়, তো ডিম খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ডিমের নীচে সব পাশবতা ই হয়।

এই মাংসাহার করলে সেই জীব কে মারার দোষ হয় তো, তার থেকে তো ভিতরে আবরণের দোষ অধিক লাগে। মারার দোষের পাপ তো ঠিক আছে, ও তো। সেই দোষ কেমন হয় ? মূল ব্যবসা করে তাতে ভাগ হয়ে যায়। খাওয়া জনের ভাগে তো একটু ই দোষ যায়। কিন্তু এ তো নিজের ভিতরে আবরণ করে, সেইজন্য আমার কথা ওদের বুঝতে অনেক বড় আবরণ আসে। এই ব্যবহারের কথা কিছু লোক তাড়াতাড়ি বুঝে যায়, ও গ্রাস্পিং পাওয়ার বলা হয়।

হিসাব অনুসারে গতি

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন হয় কি হিংসক ব্যক্তি অহিংসক যোনি তে যায় অথবা অহিংসক ব্যক্তি হিংসক যোনি তে যায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, খুশীতে যায়। এখানে অহিংসক হয় আর পরের ভবে হিংসক হয়ে যায়। কারণ যে ওকে ওখানে ওর মা-বাবা হিংসক মেলে। সেইজন্য ফের আশেপাশের সংযোগ মেলে তাতে এমন হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : তার কারণ কি ?

দাদাশ্রী : এমন হয়, অহিংসক হয় তো, সে জানোয়ারে যায় তো গরু তে যায়, মোষে যায়। হিংসাওয়ালা এখান থেকে বাঘে যায়, কুকুরে যায়, বিড়ালে যায়, যেখানে হিংসক জানোয়ার হয় সেখানে যায়। পরন্তু মনুষ্যতে অহিংসক হয় তখন ও হিংসকের ওখানে জন্ম নেয়। ফের ওর আবার হিংসকের সংস্কার পড়ে। সেটাও ঋণানুবন্ধ আছে না ! হিসাব আছে না ! রাগ-দ্বেষ হয় সেই ঋণানুবন্ধ। যার সাথে রাগ হয় সেখানেই ফের আটকায়। তার উপরে দ্বেষ করে তো আটকায়। দ্বেষ করে যে এ অকর্মণ্য, বদমাশ, এমন, তেমন, তো সেখানেই জন্ম হয়।

স্পর্শ করে না কোন অহিংসক কে

প্রশ্নকর্তা : এই কুকুর কামড়ায় তাতে কোন ঋণানুবন্ধ হয় ?

দাদাশ্রী : ঋণানুবন্ধ বিনা তো এক সরিষার দানা আপনার মুখে যায় না, বাইরেই পড়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : যদি কুকুর আমাদের কামড়ায় তো আমরা কি ওর সাথে কর্ম বেঁধে রেখেছি ?

দাদাশ্রী : না, তেমন ওর সাথে কর্ম বাঁধা থাকে না। কিন্তু এ তো আমাদের ওখানে মনুষ্য হয়ে ও কামড়ায় কি না ? এমন ও লোকে বলে তো, যে বোকা এ আমাকে কামড়াতে দৌড়ায় ! এক জন তো আমাকে বলে যে, 'আমার বউ তো নাগিন ই, দেখে নিন। রাত্রে দংশন করে। এখন সে আসলে দংশন করে না। পরন্তু এমন কিছু বলে, যে সে আমাদের দংশন করে যেমন মনে হয়। এই এমন বলে তো, তার ফল স্বরূপ এই কুকুর কামড়িয়ে দেয়, অন্য কেউ কামড়ায়। প্রকৃতির ঘরে জিনিস তৈয়ার থাকে, সব জায়গায় বোম্বারডিং করার জন্য। আপনি যে কর্ম বেঁধেছেন, সেই কর্ম শোধ করার জন্য তার কাছে সব সাধন তৈয়ার আছে।

সেইজন্য যদি আপনার এই জগতে, এইসব দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হয় তো কেউ আপনাকে দুঃখ দেয়, কিন্তু আপনি সামনের জনকে দুঃখ দেওয়া উচিত না। নয় তো একটু ও দুঃখ দেন তো পরের জন্মে সে নাগিন হয়ে কামড়াবে, সমস্ত হাজার রকমের শত্রুতা উসুল না করে থাকবে না। এই জগতে একটু ও শত্রুতা বাড়ানোর মত না। ফের এই দুঃখ আসে, তো ও সব *উপাধি* (বাহ্য দুঃখ, বাইরে থেকে এসে

পড়া দুঃখ), কাউকে দুঃখ দিয়েছেন, তার ই দুঃখ আসে তো ! নয় তো দুঃখ হয় ই না জগতে।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ, এই জীবন তো এক শাশ্বত সংঘর্ষ ই। ,

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু যদি আপনি অহিংসক পরিবেশ রাখেন তো সাপ ও আপনাকে কামড়াবে না। সামনের জন আপনার উপরে সাপ ও ছেড়ে দেয় তো ও সে আপনাকে কামড়াবে না, পালিয়ে যাবে বেচারা। বাঘ ও আপনার দিকে দেখবে না। এই অহিংসার এত অধিক বল হয় যে বলার না ! অহিংসা যেমন কোন বল নেই আর হিংসা যেমন নির্বলতা নেই। এ তো সব হিংসার জন্য দুঃখ হয়, নিখাদ হিংসা থেকেই দুঃখ।

বাকী, এই জগতে কোন ও জিনিস আপনাকে কামড়াতে পারে এমন হয় ই না। আর যে কামড়াতে পারে সেটাই আপনার হিসাব। সেইজন্য হিসাব শোধ করে দেবে। আর কামড়িয়ে দেয় ফের আপনি মনে যে ভাব করেন যে 'এই কুকুর কে মেরেই ফেলতে হয়, এমন করা উচিত, তেমন করা উচিত।' তখন ও ফের নতুন হিসাব শুরু করেন। যেমন ই পরিস্থিতি হয় সমতা রেখে সমাধান করবেন, ভিতরে একটু ও বিষম না হয় !

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু সেই অবস্থায় তো জাগৃতি-সমতা থাকে না।

দাদাশ্রী : এই সংসার পার করা অনেক মুস্কিল, সেইজন্য এই অক্রম বিজ্ঞান দিই।

দোষী, কসাই কি খানেওয়ালা ?

প্রশ্নকর্তা : এক জন কসাই হয়, সে 'দাদা'র কাছে জ্ঞান নিতে আসে। 'দাদা' জ্ঞান দেন। তার ব্যবসা চলছিল আর চলতেই থাকে, তো তার দশা কি হবে ?

দাদাশ্রী : কিন্তু কসাইয়ের দশা কি খারাপ ? কসাই কি পাপ করেছে ? কসাই কে আপনি জিজ্ঞাসা করে তো দেখুন যে, 'ভাই, তুই কেন এমন কাজ করিস ? তখন সে বলবে যে, 'ভাই, আমার বাপ-দাদা করতেন, সেইজন্য আমি করি। আমার পেটের জন্য, আমার বাচ্চাদের পালনের জন্য করি।' আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'কিন্তু তোর এই শখ আছে ? তখন সে বলে, 'না, আমার কোন শখ নেই।'

অর্থাৎ এই কসাইয়ের থেকে তো মাংসাহার খাওয়া দের অধিক পাপ হয় । কসাইয়ের জন্য তো এ কাজ ই বেচারার । তাকে আমি জ্ঞান দিই । এখানে আমার কাছে আসে তো আমি জ্ঞান দিই । সে জ্ঞান নিয়ে যায় তাতেও কোন বাধা নেই । ভগবানের ওখানে কোন বাধা নেই ।

পায়রা, শুদ্ধ শাকাহারী

আমাদের এখানে পায়রারখানা (কবুতর ঘার) এখানে হিন্দুস্থানে হয় কিন্তু কাকেরখানা রাখে না ? কেন তোতাখানা, চড়ুইপাখিখানা এমন রাখে না আর পায়রারখানা ই রাখে ? কোন কারণ হবে তো ? কারণ এই পায়রা ই একমাত্র সম্পূর্ণরূপে ভেজিটেরিয়ান, ননভেজ কে স্পর্শ করে না । সেইজন্য আমাদের লোকে ভাবে যে বর্ষার সময় এই বেচারারা কি খাবে ? সেইজন্য আমাদের এখানে পায়রারখানা বানায় আর সেখানে ফের জোয়ার ছড়িয়ে আসে । এখন ভিতরে পচা দানা হয় তো ওরা স্পর্শ করে না । তার ভিতরে জীব-জন্তু হয় সেইজন্য স্পর্শ করে না । একেবারে অহিংসক ! এই মনুষ্য বাউন্ড্রী ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এই পায়রা বাউন্ড্রী ছাড়ে না । পায়রা ও পিয়্যোর ভেজিটেরিয়ান । সেই জন্য অনুসন্ধান করেছি যে ওদের ব্লাড কেমন হয় ? অনেক গরম । সব থেকে বেশী গরম ব্লাড ওদের হয় আর ওদের বোধ ও অনেক হয় । কারণ ওরা ভেজিটেরিয়ান, পিয়্যোর ভেজিটেরিয়ান।

অর্থাৎ মনুষ্য ই একমাত্র ফলাহারী এমন নয় । পরন্তু আমাদের গরু-মোষ, গাধা সব ফলাহারী । ও কোন যেমন-তেমন কথা ? এই গাধা খুব ক্ষুধার্ত হয় আর মাংসাহার দেওয়া হয় তো স্পর্শ করে না । সেইজন্য আমাদের অহংকার করার মত কিছু নেই যে, 'ভাই, আমরা পিয়্যোর ভেজিটেরিয়ান ।' আরে না, পিয়্যোর ভেজিটেরিয়ান তো এই গরু-মোষ, তাতে তুই কি আলাদা ? এই পিয়্যোরওয়ালা তো কোন দিন ডিম ও খেয়ে ফেলে । যখন কি ওরা তো কিছু না । 'আমরা পিয়্যোর, পিয়্যোর, পিয়্যোর' করার মতই না আর যে করে তাদের সমালোচনা করার মত ও না।

ডিম খাওয়া যায় ?

প্রশ্নকর্তা : কিছু লোক তো এমন যুক্তি দেয় যে ডিম দুই ধরণের হয়, এক জীবওয়ালা আর অন্য নির্জীব । তো ও খাওয়া যায় কি না ?

দাদাশ্রী : ফরেনে ওরা যুক্তি দিয়েছিল যে অহিংসক ডিম হয় ! তখন আমি বলি, এই জগতে জীব বিনা কিছু খাওয়া যায় ই না । নির্জীব জিনিস হয়, ও খাওয়া যায় না । ডিমে যদি জীব না হয় তো খাওয়া যাবে না, ও জড় জিনিস হয়ে গেল । কারণ জীব না হয় ও জড় জিনিস হয়ে গেছে । আমরা জীব কে খেতে হয় তো তাকে এভাবে কেটে আর দুই-তিন দিন পর্যন্ত খারাপ না হয়ে যায় তখন পর্যন্ত খেতে পারা যায় । এই সবজি-তরকারি গাছ থেকে ছেঁড়ার পড়ে কিছু সময় পর্যন্ত খেতে পারা যায়, ফের ও নষ্ট হয়ে যায় । অর্থাৎ জীবিত জিনিস কে খেতে পারি । সেইজন্য ডিম যদি নির্জীব হয় তো খাওয়া যায় না, সজীব হয় তবেই খেতে পারা যায় । সেইজন্য এই লোকে যদি ডিম কে সজীব না বলে তো ও কথা সব নিরর্থক । তাহলে কিসের জন্য লোক কে ফাঁসাও এভাবে ?

সেই অন্য ধরণের ডিমওয়ালারা এই জগতে সেই ডিম কে কোন রূপে রেখেছে সেটাই আশ্চর্য । অন্য ধরণের ডিময়ালাদের জিজ্ঞাসা কর যে এই অন্য প্রকারের জীব নির্জীব কি সজীব ও আমাকে বল । নির্জীব্ হয় তো খাওয়া যাবে না । সারা জগত কে মূর্খ বানিয়েছে, আপনারা কি ধরণের ফের ? জীব না হয় ও খেতে পারি না আমরা, ও অখাদ্য মানা হয় ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই ভেজিটেরিয়ান ডিম ফলে না ।

দাদাশ্রী : ও ফলে না, ও আলাদা বিষয় । কিন্তু ও জীবিত ।

অর্থাৎ এমন সব বুঝিয়ে দিয়েছে, তো এই জৈনদের বাচ্চাদের কত মুস্কিল ! ও নিয়ে তো সব বাচ্চারা আমার সাথে ঝগড়া করেছে । ফের আমি ওদের বোঝাই যে 'ভাই, এভাবে একটু চিন্তা তো কর । নির্জীব হয় তো অসুবিধা ই নেই, কিন্তু নির্জীব তো খাওয়া ই যাবে না ।' ফের আমি বলি, 'না তো ফের যদি বুদ্ধিমান হও তো আপনার থেকে কোন ও আনাজ খাওয়া যাবে না । আপনি নির্জীব জিনিস খান ।' তখন নির্জীব জিনিস তো এই শরীরের কাজে লাগে না, ওতে ভিটামিন থাকে না । নির্জীব যে জিনিস হয় ও শরীরের ক্ষুধা মেটায় অবশ্য, কিন্তু ওতে ভিটামিন থাকে না। সেইজন্য শরীর বাঁচে না । প্রয়োজনীয় ভিটামিন মেলে না যে ! সেইজন্য নির্জীব জিনিস তো চলবেই না । তখন সেই বাচ্চারা স্বীকার করে যে আজ থেকে এই ডিম আমরা খাব না । বুঝালে তো লোকে বোঝার জন্য তৈয়ার আর নয় তো এই লোকেরা তো এমন ঢুকিয়ে দিয়েছে যে মাথা ঘুরে যায় ।

এই সব গম আর চাল আর এই সব খায়, এত বড়-বড় লাউ খেয়ে ফেলে, ও সব জীব ই হয় যে ! হয় না জীব ? পরন্তু ভগবান খাবার বাউন্ড্রী দিয়েছেন যে এই জীব হয় তো খাবে। পরন্তু যে জীব আপনার থেকে ত্রাস পায় ওদের খাবে না, ওদের কিছু করবে না।

প্রশ্নকর্তা : এই ডিম ও ত্রাস পায় না, তো ও খাওয়া ঠিক কি না ?

দাদাশ্রী : ডিম ত্রাস পায় না, পরন্তু ডিমের ভিতরে যে জীব আছে না, ও বেভান অবস্থায় আছে। কিন্তু ও ভাঙ্গে তখন আমরা জানতে পারি কি না ?

দাদাশ্রী : তক্ষুনি জানতে পারি। কিন্তু ডিম নড়া-চড়া করে না যে ! তো ?

দাদাশ্রী : ও তো হয় না। কারণ কি বেভান অবস্থাতে আছে। সেইজন্য হয় না। ও তো মনুষ্য ও গর্ভ চার-পাঁচ মাসের হয়, ও ডিমের মত ই হয়। সেইজন্য ওকে মারা উচিত না। তার থেকে ভাঙ্গে তো কি হয়, ও আমরা মনুষ্য বুঝতে পারি।

দুধ খাওয়া যায় ?

প্রশ্নকর্তা : যে ভাবে ভেজিটেরিয়ান ডিম খাওয়া যায় না, সেইভাবে গাইয়ের দুধ ও খাওয়া যাবে না।

দাদাশ্রী : ডিম খাওয়া যায় না, কিন্তু গরুর দুধ ভাল মত খাওয়া যায়। গরুর দুধের দই খাওয়া যেতে পারে, কিছু লোকেরা মাখন ও খেতে পারে। খাওয়া যায় না এমন কিছু নেই।

ভগবান কিসের জন্য মাখন না খেতে বলেছিলেন ? ও আলাদা জিনিস। সে ও কিছু লোকের জন্য না বলেছেন। গরুর দুধের পায়েস বানিয়ে খাও শান্তিতে। তার বাসুন্দী (এক ধরণের মিষ্টি) বানাও না তখন ও অসুবিধা নেই। কোন শাস্ত্রে আপত্তি উঠিয়েছে তো আমি আপনাকে বলব যে আপত্তি করে নি যাও, সেই শাস্ত্র ভুল। তবুও এমন বলে যে বেশী খাবে তো উদ্বিগ্নতা হবে। ও আপনাকে দেখতে হবে। বাকী লিমিটে খাবে।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু দুধ তো বাছুরের জন্য প্রকৃতি দিয়েছে। আমাদের জন্য না।

দাদাশ্রী : কথাটা ই ভুল। ও তো জংলী গরু আর জংলী মোষ ছিল তো, তার বাছুর খায় তো, সব দুধ খেয়ে ফেলে। আর আমাদের এখানে তো আমাদের লোকেরা গরুকে খাইয়ে পালন-পোষণ করে। সেইজন্য বাছুরকে দুধ খাওয়াতে ও হবে আর আমাদের ও দুধ নিতে হবে। আর ও আদি-অনাদি থেকে এমন ব্যবহার চলে আসছে। আর গরু কে অধিক পোষণ দেয় কি না, তো গরু তো ১৫-১৫ লিটার দুধ দেয়। কারণ ওকে এমন ভাল খাওয়া-দাওয়া করালে যত তার দুধ নর্মাল হয়, তার থেকে অনেক অধিক হয়। সেই ভাবে নিতে হবে আর বাচ্চাকে ও খিদেতে মারবে না।

চক্রবর্তী রাজারা তো হাজার-হাজার, দুই-দুই হাজার গরু রাখতেন। তাকে গোশালা বলা হত। চক্রবর্তী রাজা দুধ কিভাবে খেতেন ? যে হাজার গরু গোশালায় থাকলে সেই হাজার গরুর দুধ বের করতেন, ও একশো গরু কে খাইয়ে দিতেন। এই শ' গরুর দুধ বের করে দশ গরু কে খাইয়ে দিতেন। সেই দশ গরুর দুধ বের করে ও এক গরুকে খাইয়ে তার দুধ চক্রবর্তী রাজা খেতেন।

হিংসক প্রাণীর হিংসাতে হিংসা ?

প্রশ্নকর্তা : যে কোন প্রাণী কে মারা ও হিংসা। পরন্তু হিংসক প্রাণী যে অন্য প্রাণী বা মনূষ্যের উপরে হিংসা করতে পারে অথবা জানহানি করতে পারে, তো তার হত্যা করা যায় কি না ?

দাদাশ্রী : কারো হিংসা করবো না এমন ভাব রাখবে। আর আপনি সাপ কে না মারেন তো অন্য কেউ মারনেওয়ালা পেয়ে যাবে। সেইজন্য আপনার সাপ মারার শক্তি না হয় তো সেখানে তো মারনেওয়ালা সব অনেক আছে, অপার আছে আর মারনেওয়ালী অন্য জাতির ও অনেক আছে, । সেইজন্য আপনি নিজে নিজেই নিজের স্বভাব খারাপ করবেন না। সেইজন্য হিংসা করে ফায়দা নেই। হিংসা নিজের ই লোকসান করে।

জীবো জীবস্য জীবনম

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য বুদ্ধিজীবী প্রাণী হয় তো সে পশুহিংসা না করা উচিত। পরন্তু এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে তো সেই মনুষ্য আর প্রাণীর মাঝের বুদ্ধির ফারাকের কারণ এমন ভেদভাব হয় ? প্রাণী আর প্রাণীর মাঝের হিংসার কি ?

দাদাশ্রী : প্রাণী আর প্রাণীর মাঝের হিংসাতে ইউ আর নট রেস্পন্সিবল এট অল। কারণ কি এই সমুদ্রের ভিতরে কোন খেত হয় না বা কন্ট্রোলের আনাজের দোকান হয় না। সেইজন্য ওখানে তো হিংসা চলতেই থাকে। মুখ খুলে বড় মাছ সব বসে থাকে, তখন ছোট মাছ তার পেটের ভিতরে ই ঢুকে যায়। আছে কোন অসুবিধা? ফের মুখ বন্ধ করে দেয় তো সব খতম! কিন্তু আপনি তার জন্য দোষী নয়। অর্থাৎ ও তো জগতের নিয়ম ই। আমরা মানা করি আর ওরা সব ছাগল খেয়ে ফেলে। বড় জীব ছোট জীব কে খায়, ছোট তার থেকে ছোট কে খেতে থাকে, সেই ছোট আবার তার থেকে ছোট তাকে খেতে থাকে। এমন করতে-করতে পুরা সমুদ্রের সমস্ত জগত চলে আসছে। যখন পর্যন্ত মনুষ্য জন্মের বিবেক না আসে তখন পর্যন্ত সব ছাড় আছে। এখন ওখানে কেউ বাঁচাতে যায় না আর আমরা এখানে লোকেরা বাঁচাতে যাই।

সম্পূর্ণ অহিংসকের নেই কোন আঁচ

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু এই গুলি চালায় অহিংসক লোকের উপরে।

দাদাশ্রী : অহিংসক লোকের উপরে গুলি চলে ও না। এমন কেউ করতে চায় তবুও হয় না। অহিংসক যে হয়, তাদের সব দিক থেকে গুলি নিয়ে ঘিরে নেয়, তখন ও তাদের গুলি স্পর্শ করবে না। এ তো হিংসক কে ই গুলি স্পর্শ করে। তার স্বভাব হয়, প্রত্যেক জিনিসের।

এখন কেবল অহিংসা করতে যায় তো এই সংসারে লুটে নেবে। এক ক্ষণ ও যদি ছাড় দেওয়া হয় তো, এখানে বসতে ও দেবে না। কারণ যে এক তো কলিযুগ, লোকের মন বিগড়ে গেছে। না-না ধরনের ব্যসনী হয়ে গেছে। সেইজন্য কি করবে না ওখানে? অর্থাৎ এই গুলি এক দিকে হয় তো এক দিকে অহিংসা থাকতে পারে, নয় তো অহিংসার বলপূর্বক পালন করাতে হয়।

যদ্যপি এখন এই কাল বদলাচ্ছে একে! এখন কাল বদলাচ্ছে এই সব, আর খুব ভাল কাল দেখবেন আপনারা। আপনি নিজেই স্বয়ং দেখবেন সব।

প্রশ্নকর্তা : এক সন্ত অহিংসা পালন করতেন তখন ও তাঁর খুন কেন হয়? কারণ এখন আপনি বলেছেন যে অহিংসার উপরে গুলি লাগে না।

দাদাশ্রী : অহিংসক কাকে বলে? যে কারো কোন জিনিসে হাত দেয় না, সে অহিংসক। একজন কে বলবে যে একে বেশী দাও। কারণ দীন-হীন। যদি দীন-

হীন, তো তাকে বেশী দাও। সেইজন্য এই দিকের পক্ষের লোকের খারাপ লাগবে। সেইজন্য তাদের ঈর্ষা হয়। ও হিংসা বলা হয়। ওতে পড়বে না। এমন ন্যায় করতে হয় না। অহিংসক যে হয় সে ন্যায় ই করেনা। ন্যায় করে সেখানে হিংসা হয়।

বাকী, ও তো যে যদি আপনি সম্পূর্ণ অহিংসা পালন করেন তো আপনার উপরে কেউ গুলি চালাতে পারবে এমন হবে না। এখন সম্পূর্ণ অহিংসা মানে কি ? পক্ষপাতের একটা কথা ও মুখে বলতে হয় না আর বল তো কিছু শব্দ ই বলা উচিত। অন্য শব্দ বলতে হয় না। কোন দুই পার্টীর মাঝে পড়া ই উচিত না। দুই পার্টীর মাঝে পড়ে তো একজনের হিংসা হয় অল্প-বিস্তর !

জীবের বলি

প্রশ্নকর্তা : কিছু মন্দিরে জীবের বলি দেওয়া হয়, ও পাপ কি পুণ্য ?

দাদাশ্রী : সেই বলি চড়ানো জনকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তুই কি মানিস এতে ? তখন সে বলে, 'আমি পুণ্য করি।' ছাগল কে জিজ্ঞাসা কর যে তুই কি মনে করিস ? তো সে বলে, 'এ হত্যাকারী।' সেই দেবতাদের জিজ্ঞাসা কর তো সে বলে, 'ওরা ধরে তো আমার থেকে না বলা যায় না। আমি তো কিছু নিই না। ওরা পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে যায়।' সেইজন্য পাপ-পুণ্যের কথা তো যেতে দাও। বাকী, এ যা কিছু কর, ও সব নিজের দায়িত্বে। সেইজন্য বুঝে করবে। ফের চাও তো যা ই চড়াও, কে মানা করবে আপনাকে ? পরন্তু চড়ানোর সময় খেয়ালে রাখবে যে হোল এন্ড সোঁল রেস্পন্সিবিলিটি নিজের ই। অন্য কারো না।

অহিংসার অনুমোদনা, ভাবনা-প্রার্থনায়

এখন এই বোবা প্রাণীদের হিংসা করতে হয় না, গো-হত্যা করতে হয় না, এমন ভাবনা আমরা বিকসিত করতে হবে আর আমাদের অভিপ্রায় অন্যদের বোঝাতে হবে। যতটা আমাদের থেকে সম্ভব ততটা করতে হবে। তার জন্য কোন অন্যের সাথে ঝগড়া করার দরকার নেই। কেউ বলে যে, 'আমাদের ধর্মে বলেছে যে আমরা মাংসাহার করতে পারি।' আমাদের ধর্মে মানা করেছে, সেই কারণে ঝগড়া করার দরকার নেই। নিজের ভাবনা বিকসিত করে তৈয়ার রাখব ফের যেমন ভাবনায় হবে তেমন সংস্কৃতি চলবে।

আর বিশ্ব সমষ্টির কল্যাণ করার ভাবনা, ও তো আপনার সব সময় রাত-দিন থাকে তো ?! হ্যাঁ, তো সেই অনুসারে থাকতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : সেই বিষয়ে আমরা প্রার্থনা তো করতে পারি তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রার্থনা করবে, এমন ভাবনা করবে, তার অনুমোদন করবে। কোন লোক যদি না বোঝে তো আমরা ওকে বোঝাতে হবে। বাকী এই হিংসা তো আজ থেকে না, ও তো প্রথম থেকে চলেই আসছে। এই জগত এক রঙের হয় না।

এই মহান সন্ত তুলসীদাস ছিলেন, তো উনি কবীর সাহেবের খ্যাতি অনেক শুনেছিলেন। মহান সন্ত রূপে খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল সেইজন্য তুলসীদাস স্থির করেন যে আমি ওনার দর্শন করতে যাওয়া উচিত। সেইজন্য তুলসীদাস সেখান থেকে ফের দিল্লী আসেন। ফের সেখানে কাউকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই, কবীর সাহেবের ঘর কোথায় আছে ? তখন বলে, 'কবীরসাহেব তো, ও তাঁতি ওনার কথা বলছেন ?' সে বলেন, 'হ্যাঁ।' তখন সে বলে, সে তো ওখানে কুঁড়ে ঘর বানিয়েছেন, ওখান দিয়ে কসাইবাড়ে হয়ে যান।' এদিকে আবার তুলসীদাস ব্রাহ্মণ, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, সে কসাইবাড়ে যান। এক দিকে বাঁধা আছে ছাগল। এক দিকে মুরগী বাঁধা আছে। উনি মুস্কিলে পড়ে যান। সে এই দিকে এমনি দেখে আর ফের এমনি থুথু ফেলেন। এমন করতে-করতে সেখানে পৌঁছান। তো মুস্কিলে পড়েন তো ! এ তুলসীদাস প্রেক্টিসে আনেন নি কারণ কি সর্বদা প্রত্যেক জিনিস প্রেক্টিসে নেওয়া উচিত। সেইজন্য এই ঝামেলা হয়, তখন ফের তুলসীদাস তো ওখানে গিয়ে ঘরে বসেন। তখন বলা হয় যে কবীরসাহেব তো ভিতরে রান্নাঘরে গিয়েছেন। দুই-এক জন ভক্ত বসেছিল তো ওনারা বলেন যে বসুন সাহেব। ওনাকে খাটিয়াতে বসান। ফের কবীর সাহেব আসেন। বলেন যে আমরা সৎসঙ্গ করি। কিন্তু প্রথমে ও মনের মধ্যে ছিল, সেই জন্য তুলসীদাস বলে ওঠেন যে আপনি এত বড় সন্ত। সারা হিন্দুস্থানে আপনার খ্যাতি আর আপনি এখানে কসাইবাড়ায় কোথায় থাকেন ? এখন সে তো হাজির জবাব, ওনার দোহা বানাতে হত না। সে বলেন সেই দোহা। তিনি বলে ওঠেন, '*কবীর কা ঘর বাজার মে, গলকটিয়ো কে পাস।*' ('কবীরের ঘর বাজারে, গলাকাটাদের পাশে।') গলকটিয়ে মানে গলা কাটনেওয়ালা কসাই দের পাশে আমার ঘর। ফের বলেন, '*করেগা সো পায়েগা, তু কিয়োঁ হোএ উদাস ?*' ('যেমন করবে তেমন পাবে, তুই কেন হোস উদাস ?') এ যে করবে, সে তার ফল ভুগবে ?

তুই কেন উদাস হচ্ছিস ফের ?! তখন তুলসীদাস বুঝে যান যে আমার সমস্ত ভক্তি বেকার করে দিয়েছে, আবরূ নিয়ে নিয়েছে।

এই ভাবে আবরূ না যায় তেমন থাকতে হবে। আমাদের ভাবনা ভাল রাখা উচিত। এই কালে না, অনাদিকাল থেকে এমন চলেই আসছে। রামচন্দ ভগবানের ভৃত্য ও মাংসাহার করতেন। কারণ ক্ষত্রিয় মাংসাহার বিনা থাকে কি ?

আমরা ভাবনা ভাল রাখা উচিত। এই ঝামেলায় পড়বেই না, এই মন্ডলীতে। কারণ এই লোকেরা না বুঝে ঝগড়া খাড়া করে। তাতে কিছু বদলায় না আর লোকসান হয়। তার অর্থ কি ? ও কখন ? যে ভাই, নিজের ই রাজা হয় তখন অধিকার চালায় যে 'ভাই, হেই আপনি অমুক দিনে করবেন না।' এখন নিজের হাতে সত্তা নেই আর এমন বুদ্ধিমানী দেখাতে কে বলেছে ? আপনি আপনার কাজ করুন না ! ভগবানের ঘরে কেউ মরে ই না। আপনি নিজের কাজ করে নিন আর অনুমোদনা রাখবেন। কোন খারাপ ভাব রাখবেন না।

সব থেকে বড় অহিংসক কে ?

পরন্তু এই জীবদের বাঁচানোর বদলে একটা জিনিস ই রাখতে হবে যে কোন জীবের কিঞ্চিতমাত্র দুঃখ না হয়। ফের মন থেকেও দুঃখ না হয়, বাণী থেকে ও দুঃখ না হয় আর ব্যবহার থেকেও দুঃখ না হয় ! ব্যাস, তার মত বড় অহিংসক হয় ই না। এমন ভাব থাকে, এতটুকু জাগৃতি হওয়ার পরেও দেহ দ্বারা যদি জীবজন্তু পিষে যায়, ও 'ব্যবস্থিত' ! আর নতুন বাঁচানোর কথা কাউকে বলবেন না।

অভয়দান, কোন জীবের জন্য ?

প্রশ্নকর্তা : আমি তো কথা বলছি যে তখন দশ বছর আগের থেকে, জীবেরা যদি অভয়দান পেয়ে যেত তো কন্দমূলের তক্ষুনি বাধা নিয়ে নিতাম আমি।

দাদাশ্রী : অভয়দান তো, সেই জীব চলতে-ফিরতে পারে এমন হয়, সেই জীব ভয় পায়, ভয় কে বোঝে, তাকে অভয়দান দিতে হবে। ভয়ে ত্রস্ত হয়, তাকে অভয়দান দিতে হবে। অন্য কেউ, ভয় কে বোঝে না তাদের অভয়দান কেমন হয়?

অভয়দান অর্থাৎ যে জীব ভয় পেয়ে যায় এমন, ছোট পিঁপড়ে ও আমরা হাত লাগাই তো ভয় পায়। তাদের অভদান দাও। কিন্তু এই গমের দানা, বাজরার দানা,

ওরা ভয় পায় না। তাদের কি নির্ভয় বানাবে ? ভয় বোঝেই না, অভয়দান কিভাবে দেবে ফের ?

প্রশ্নকর্তা : একেবারে সঠিক কথা।

দাদাশ্রী : সেইজন্য এ না বুঝে সব চলেছে। ও এই লাগানোর টা খেয়ে ফেলে। ফের বলবে, 'ভগবান মহাবীরের ওষুধ খেয়ে ফেলেছে আর মরে গেছে।' 'আরে, মহাবীর ভগবানের বদনাম কেন করছিস ?' এখন এই ব্যবসা ই চলছে। তো লাগানোর টা খেয়ে ফেলবে আর ফের বলবে ধর্ম ভুল। বোকা, ধর্ম কি ভুল হয় কখনো ? প্রথমে লাগানোর ওষুধ হয় সেটা খেয়ে ফেলত ?

প্রশ্নকর্তা : প্রথমে তো কিছু জানা ই ছিল না।

দাদাশ্রী : এ লাগানোর কি খাবার জানতো ই না ! যে জীব ভয় পায়, তাদের ত্রসকায় জীব বলেছেন। সেইজন্য এই ভয় সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, তার জন্য ভগবান এইসব বলেছেন। অন্যের জন্য তো এমন ই বলেছেন যে জল কে অহেতুক নষ্ট করবে না। স্নান, খাওয়া, ধোয়া, কাপড় ধোয়া। পরন্তু অনর্থ অর্থাৎ আপনার হেতু না হয় তো নষ্ট করবে না।

অভয়দান ও মহাদান

প্রশ্নকর্তা : তো জৈন ধর্মে অভয়দান কে এত মহত্ব কেন দিয়েছে ?

দাদাশ্রী : অভয়দান কে তো সব লোকেরা মহত্ব দিয়েছে। অভয়দান তো মুখ্য জিনিস। অভয়দান মানে কি যে এখানে পাখি বসে আছে তো ওরা উড়ে যাবে এমন মনে করে আমরা ধীরে অন্য দিক দিয়ে চলে যাবো। রাত্রে বারোটার সময় আসেন আর দুটো কুকুর শুইয়ে আছে তো আপনার জুতোর শব্দে জেগে উঠবে, এমন মনে করে জুতো পায়ের থেকে খুলে আর ধীরে-ধীরে ঘরে আসা উচিত। আমাদের থেকে কেউ ভয় পায়, তাকে মনুষ্যতা ই কি করে বলা যায় ? বাইরে কুকুর ও আমাদের থেকে ভয় না পায় যেন। আমরা এমনি পায়ের শব্দ করে আসি আর কুকুর এভাবে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে যায় তো আমরা বুঝে ফেলতে হবে যে ওহোহো, অভয়দান বিচ্যুত হয়ে গেছে ! অভয়দান মানে কোন ও জীব আমাদের থেকে ভয় না পায়। কোথাও দেখেছেন অভয়দানী পুরুষ কে ? অভয়দান তো সব থেকে বড় দান।

আমি বাইশ বছরের ছিলাম, তখন কুকুর কে ও ভয় পেতে দিতাম না। আমি নিরন্তর অভয়দান ই দিতাম, অন্য কিছু দিতাম না। আমার মত অভয়দান দেওয়া যদি কেউ শিখে যায় তো তার কল্যাণ হয়ে যায়! ভয়ের দান দেওয়ার তো লোকের প্রেক্টিস প্রথম থেকেই আছে, না? 'আমি তোকে দেখে নেব' বলে। তো ও অভয়দান বলা হবে কি ভয়ের দান বলা হবে?

প্রশ্নকর্তা : তো এই জীব কে বাঁচায় ও অভয়দান নয়?

দাদাশ্রী : ও তো বাঁচানেওয়ালা দের ভয়ঙ্কর পাপ হয়। সে তো শুধু অহংকার করে। ভগবান তো এতটুকুই বলেছেন যে তুমি নিজের আত্মার দয়া পালন করবে। ব্যাস, এতটুকুই বলছেন সমস্ত শাস্ত্রে যে ভাবদয়া পালন করবে। অন্য দয়ার জন্য আপনাকে বলেন নি। আর বিনা কাজের হাতে নেবেন তো পাপ হবে।

ও বাচানোর অহংকার

এ তো সবাই এমন ই ভাবে যে আমি বাঁচাই সেইজন্য এই জীব বাঁচে। ফের আমাদের লোক তো কেমন হয়? ঘরে মা কে গালাগাল দিতে থাকে আর বাইরে হয় তো বাঁচাতে বের হয়!

এই লোকদের সমুদ্রে পাঠানো উচিত। ভিতরে সমুদ্রে তো সব শাক-সবজি আর আনাজ সব উৎপন্ন হয় তো, না? এই মাছেরা খায় হয়তো, ওসব?! তাহলে এখান থেকে আমরা আনাজ পাঠাই কি, না? কেন ছোলা আর সেই সব দিয়ে খাওয়াও না? তো কি ওদের ভোজন? এত-এত ছোট মাছ আছে, ওদের এত বড় মাছেরা গিলতে থাকে। এত বড় কে ফের আরো বড় হয়, ও গিলতে থাকে। এভাবে গিলতেই থাকে শান্তিতে। আর মাল জন্ম হতেই থাকে এক দিকে! এখন ওখানে বুদ্ধিমানদের বসালে কি দশা হবে?

জগতে কেমন মান্যতা চলে আসছে? 'আমরা বাঁচিয়ে যাচ্ছি,' বলবে আর কসাইয়ের উপরে দ্বেষ করবে। সেই কসাই কে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে 'তুই এমন খারাপ ব্যবসা কেন করিস?' তখন সে বলে, 'কেন সাহেব, আমার ব্যবসা কে খারাপ বলছেন? আমার তো এ বাপ-দাদা দের সময় থেকে ব্যবসা চলে আসছে। আমাদের দোকান এ তো।' সেইজন্য এমন বলে আমাদের। অর্থাৎ এ ওদের পৈত্রিক বলা হয়। আমরা কিছু বলি তো ওর এমন মনে হয় যে, 'এই বিনা আক্কেলের লোক কিছু বোঝে না।'

অর্থাৎ যে মাংসাহার করে সে এমন অহংকার করে না যে 'আমরা মারবো আর এমন করবো।' 'এ তো অহিংসাওয়ালা অনেক অহংকার করে যে 'আমি বাঁচাই।' আরে, বাঁচানেওয়ালা তো ঘরে নব্বই বছরের বাবা আছে, মরার মুখে, তাদের বাঁচাও না ! কিন্তু এমন কেউ বাঁচায় ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ বাঁচায় না।

দাদাশ্রী : তখন এমন কেন বলে যে আমি বাঁচিয়েছি আর আমি এমন করেছি?! কসাই এর হাতেও সত্তা নেই। মারার সত্তাওয়ালা কেউ জন্মাই ই নি। এ তো বৃথা ইগোইজম করে। এই কসাই বলে যে, 'ভাল-ভাল জীব কেটেছি।' ও তার ইগোইজম করে, তখন রিয়েল কি বলে ?! এই মারনেওয়ালাদের মোক্ষ হবে কি বাঁচানেওয়ালার মোক্ষ হবে ? দুজনের ই মোক্ষ নেই। দুজনেই ইগোইজমওয়ালা। এ বাঁচানোর ইগোইজম করে আর সে মারার ইগোইজম করে। রিয়েলে চলবে না, রিলেটিভে চলবে।

ও দুজন ই অহংকারী

ভগবান কোন কাঁচা মায়া নয়। ভগবানের ওখানে তো মোক্ষে যাওয়ার জন্য নিয়ম কেমন হয় ? একজন মদ খাওয়ার অহংকার করে আর একজন মদ না খাওয়ার অহংকার করে। সেই দুজনকে ভগবান মোক্ষে প্রবেশ করতে দেন না। ওখানে কলুষিত কে প্রবেশ দেন না। সেখানে নিষ্কলুষিত আসতে দেন।

সেইজন্য যে লোক মদ খায় না আর সে মনে মিথ্যা *ঘেমরাজী* (নিজের খুব সীমিত ক্ষমতা হয় পরন্তু সবকিছু করতে পারে এমন গর্ব) রাখে, ও তো ভয়ঙ্কর দোষ। ও তো মদ খাওয়া জনের থেকে ও অধম। মদ খায় সে তো বেচারা এমন ই বলে যে, 'সাহেব, আমি তো সব থেকে মূর্খ মানুষ, গাধা, অকর্মণ্য।' আর দুই কলসী জল ঢাল তো, তো তার নেশা নেমে যায়। কিন্তু এই লোকদের মোহের যে নেশা চড়ে আছে, ও অনাদি অবতার থেকে নামেই না আর 'আমি কিছু হই, আমি কিছু হই' করতে থাকে।

তার আপনাকে একটা উদাহরণে বোঝাচ্ছি। এক ছোট্ট গ্রামে একজন জৈন শেঠ থাকতেন। স্থিতি সাধারন ছিল। ওনার এক ছেলে তিন বছরের আর এক দেড় বছরের। হঠাৎ প্লেগ ছড়ায় আর মা-বাবা দুজনেই মরে যায়। দুটো বাচ্চা থাকে। ফের গ্রামের লোকেরা জানতে পারে, ওরা সব একত্র হয় যে 'এখন এই বাচ্চাদের কি

করা যায় ?’ আমরা তার রাস্তা বের করব। কোন বাচ্চাদের পালক বেড় হয় তো ভাল। এক স্বর্ণকার ছিল, সে বড় ছেলে কে নিয়ে নেয়। আর অন্য কে কেউ নেবার ছিল না, তখন এক নীচু বর্ণওয়ালা বলে,’মহাশয়, আমি পালক হব ?’ তখন লোকে বলে, ‘আরে, এই জৈন শেঠের ছেলে আর তুই নীচু বর্ণের।’ কিন্তু অন্য লোকেরা বলে, ‘ও না নেবে তো কোথায় রাখবে ? মরে যাবে তার থেকে তো কম সে কম বাঁচবে তো ঠিক। তো ও কি খারাপ ? এই ভাবে দুজন বড় হয়। প্রথম জন স্বর্ণকারের ওখানে বড় হয়। সে কুড়ি-বাইস বছরের হয় তখন বলে, ‘মদ খাওয়া পাপ, মাংসাহার করা, ও পাপ।’ যখন কি দ্বিতীয় জন আঠারো-কুড়ি বছরের হয় তখন বলে, ‘মদ খেতে হয়, মদ বানাতে হয়, মাংসাহার করতে হয়।’ এখন এই দুই ভাই এক ভেন্ডির দুই দানা, কেন এমন আলাদা-আলাদা বলে ?

প্রশ্নকর্তা : সংস্কার।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সংস্কার, আলাদা-আলাদা জলের সিঞ্চন হয়েছে ! সেইজন্য ফের কেউ বলে যে, ‘এ তো জৈন বলাই যাবে না তো !’ কোন সন্ত হয়, ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ‘মহাশয়, এই দুই ভাই ছিল আর এমন আলাদা-আলাদা বলে। এদের মধ্যে মোক্ষ কার হবে ?’ তখন সন্ত বলে, ‘এতে মোক্ষের কথা বলার থাকল ই কোথায় ? সে মদ না খাওয়ার অহংকার করে, মাংসাহার না করার অহংকার করে আর এ মদ খাওয়ার অহংকার করে, মাংসাহার করার অহংকার করে। এতে মোক্ষের কথা ই থাকল কোথায় ? মোক্ষের কথা তো আলাদা ই হয়। সেখানে তো নিরহংকারী ভাব চাই।’ এ তো দুজনেই অহংকারী। একজন এই খাদে পড়ে আছে, দ্বিতীয় অন্য খাদে পড়ে আছে। ভগবান দুজন কে ই অহংকারী বলেন।

শুধু অহিংসার পুজারীদের জন্য ই

লোকে যা মানে তেমন ভগবান বলেন নি, ভগবান, অনেক বুদ্ধিমান পুরুষ ! ভগবান এমন বলেছেন যে এই জগতে কেউ এমন নেই যে কাউকে মারতে পারে। কারণ সাইন্টিফিক সারকামস্টেনশিয়েল এভিডেন্স হয়। কিভাবে মারতে পারবে ? কত সব সংযোগ একত্র হয় তখন মরে যায় ! আর ফের সাথে-সাথে এমন ও বলেছেন যে এ একেবারে গুপ্ত রাখার মত কথা। তখন কেউ বলবে, মহাশয়, এমন ও বলেছেন আর তেমন ও বলেছেন ? তখন ভগবান বলেন, ‘দ্যাখ, এই কথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য, যে অহিংসার পুজারী হয় তাদের জন্য এই কথা বলা হয়। আর হিংসার পুজারী হয়, তাদের জন্য এ বলা হয় না। নয় তো সে ভাবনা করবে যে

আমি এই লোকদের মেরে ফেলব। সেইজন্য এই ভবে তো হবার না, পরন্তু এই ভাবনা করবে তো সামনের ভবে ফল আসবে।' সেইজন্য এই কথা কার সামনে বলতে হবে? এই অহিংসার পুজারীদের কাছেই এই কথা বলতে বলেছেন।

'এ' সবার জন্য নয়

ভগবান বলেছেন যে মারার অহংকার করবে না আর বাঁচানোর অহংকার ও করবে না। তুই মারবি তো তোর আত্মভাব মরবে, বাইরে কেউ মরার নেই। সেইজন্য তাতে নিজের ই হিংসা হয়, অন্য কিছু না। আত্মা কোন এভাবে মরে না, কিন্তু এ তো নিজে নিজের হিংসা করে যাচ্ছে। সেইজন্য ভগবান মানা করেছেন। আর তুই বাঁচাবি সেই মিথ্যা অহংকার করে যাচ্ছিস। সে ও তো আত্মভাবের হিংসা ই করে যাচ্ছে। সেইজন্য এই দুজনেই ভুল করে যাচ্ছে। এই সব ঝামেলা ছেড়ে দে না! বাকী কেউ কাউকে মারতেই পারে না। কিন্তু ভগবান যদি এমন পরিস্কার ভাবে বলে দিত যে মারতেই পারে না, তো লোকে অহংকার করত যে আমি মেরেছি! এই সব কারো শক্তি নেই। বিনা শক্তির এই জগত। ব্যর্থ ই বিনা কাজের বিকল্প করে ঘুরে-বেরায়। জ্ঞানীরা দেখেছেন। এই জগত কিভাবে চলে। সেইজন্য এই সব ভুল বিকল্প বসে গেছে, সেখানে ফের নির্বিকল্প কিভাবে হবে ফের ?

অর্থাৎ এই সমস্ত জীব আছে না, ও কেউ কাউকে মারতে পারেই না। মারতে পারার কারো মধ্যে শক্তি ই নেই। তবুও ভগবান বলেন যে হিংসা ছেড়ে দাও আর অহিংসাতে আস। তিনি কি বলেন যে মারার অহংকার ছাড়। অন্য কিছু ছাড়তে হবে না, মারার অহংকার ছাড়তে হবে। আপনি মারলে মরে যায় না, তো ফের অহংকার কিসের জন্য কর বিনা কাজের ? অহংকার করে বেশী জড়িয়ে পরবে, ভয়ঙ্কর ঝুকি নিয়ে নেবে। সেই জীব কে ওর নিমিত্তে মরতে দাও না! ও মরবেই, পরন্তু আপনি অহংকার কিসের জন্য করেন ? সেইজন্য অহংকার বন্ধ করানোর জন্য ভগবান অহিংসার প্রেরণা দিয়েছেন। মারার যে অহংকার আছে, তাকে ছাড়ানোর জন্য এই সব কথা বলেছেন।

প্রশ্নকর্তা : এত হজম করা সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যকতার অধিক নলেজ (জ্ঞান) বলা হবে কি না ?

দাদাশ্রী : না, ও হজম হবে এমন না। সেইজন্য প্রকাশ করেন নি। সবাই কে এমন বলেছেন যে আপনি বাঁচান, নয় তো ও মরে যাবে।

মারা-বাঁচানোর গুপ্ত রহস্য

এখন 'এ জীবকে মেরেছে, এ এমন করেছে, এ বাঁচিয়েছে' ও সব মাত্র ব্যবহার। করেক্ট নয় এ। আসলে কি হয় ? কোন ও জীব কোন ও জীবকে মারতে পারেই না। তাকে মারতে পারার জন্য তো সব সাইন্টিফিক এভিডেন্স একত্র হয় তবেই মরবে। একেলা কোন ব্যক্তি স্বত্রন্ত্র এমনি মারতে পারে না। এখন এভিডেন্স একত্র হয় তবেই মরে আর এভিডেন্স আমাদের হাতে হয় না। তেমন ই কোন ও জীব কোন ও জীবকে বাঁচাতে পারে না। ও তো সাইন্টিফিক সারকামস্টেনশিয়েল এভিডেন্স হয় তবেই বাঁচে, নয় তো বাঁচে না। এ তো শুধু বাঁচানোর অহংকার করে। কিন্তু সাথে-সাথে এমন বলেছেন যে তুই মন থেকে ভাব বের করে দে যে আমাকে মারতে হবে । কারণ ভাব এক এভিডেন্স। ও অন্য এভিডেন্স একত্র হয় আর এই এভিডেন্স একত্র হয় তখন কার্য হয়ে যাবে। মানে তার মধ্যে 'ওয়ান অফ দ্যা এভিডেন্স' 'নিজের' ভাব। সেটা নিয়ে সব এভিডেন্স-এর 'নিজে' ইগোইজম করে।

মরণ কালেই মরণ

এ তো আমি সুক্ষ্ম কথা বলতে চাই যে কোন জীব কে তার মরণ কালের সংযোগ হওয়া বিনা কারো দ্বারা মারা যায় না। এই সাতটা ছাগল আছে, তখন সে দুটো বিক্রি করে তো, ও যার মরণ কাল এসেছে, তাকেই বিক্রি করে। আরে, সাতটার মধ্যে এই দুটো তোর প্রিয় ছিল না ? ওরা ও ভালই ছিল বেচারারা, তো তুই ওদের কেন দিয়ে দিস ? আর ছাগল ও তার সাথে খুশী হয়ে যায়। কারণ মরণ কাল এসেছে সেইজন্য ! ফের সেখান তাকে কসাইখানায় সাজায় না, তো সে ভিতরে খুশী হয়। ও ভাবে দীপাবলি এসেছে। এমন জগত হয়। পরন্তু এই সব বোঝার মত।

সেইজন্য তার মরণ কালের বিনা বাইরে তো কেউ মরে না। পরন্তু তুই মারার ভাব করিস সেইজন্য তোর ভাবহিংসা লাগে আর ও তোর আত্মার হিংসা হয়ে যাচ্ছে। তুই তোর নিজের হিংসা করে যাচ্ছিস। বাইরের তো সে মরার হলে মরবে । তার সময় আসবে, তার সংযোগ আসবে আর ও তো সাইন্টিফিক সারকামস্টেনশিয়েল এভিডেন্স। কত সব এভিডেন্স জমা হয় আর ও তো চোখে দেখা যায় না এমন এভিডেন্স জমা হয় তখন সেই জীব মরে। সেইজন্য তার মনে এমন হয় যে 'আমি মেরে ফেলেছি।' 'আরে, তোর মারার ইচ্ছা তো নেই আর কি ভাবে মারলি ওকে ?' তখন বলবে, 'পরন্তু আমার পা ওর উপরে পড়েছে তো ?' 'আরে, পা তোর ? তোর পায়ের পক্ষঘাত হয় না ?' তখন বলে, পক্ষাঘাত তো পা-এর হয়।' তো সেই পা

তোর না। তোর জিনিসের পক্ষাঘাত হয় না। তুই পা-এর উপরে তোর মালিকানা রাখিস কিন্তু মিথ্যা মালিকানা। কোন জ্ঞানী পুরুষ কে জিজ্ঞাসা কর তো এই যে এ আমার কি পরের ? ও জিজ্ঞাসা কর না ! জিজ্ঞাসা কর তো জ্ঞানী পুরুষ বুঝিয়ে দেবে যে ভাই, এই সব তোর নয়। এ পা ও পরের, এ অন্য সব পরের আর এ তোর। এভাবে জ্ঞানী পুরুষ সব স্পষ্ট করে দেবেন। জ্ঞানী পুরুষের কাছে 'সার্ভে' করিয়ে নে। এ তো লোকের কাছে 'সার্ভে' করায়। কিন্তু এই সার্ভে করাজন তো পাগল। সে তো পরের জিনিস কে ই আমার বলে। সেইজন্য সঠিক 'সার্ভে' হয় ই না। জ্ঞানী পুরুষ 'সার্ভে' করে আলাদা করে দেন আর লাইন অফ ডিমার্কেশন দিয়ে দেন যে এ এতটা ভাগ আপনার, এতটা ভাগ পরের। যা কখনো নিজের হয় না, ও পরের বলা হয়। যদিও যতই যুক্তি খাটায় তবুও ও নিজের হয় না।

এখন মরণকাল কারো হাতের ব্যাপার না। কিন্তু ভগবান এ বলেন নি যে এর পিছনে কঁজেজ আছে। কিছু জ্ঞান প্রকাশ করা যায় না। এই ধরণের কথা ভগবান যদি বিস্তারপূর্বক করতেন তো লোকের অনেক বোধে এসে যেত। তবু ও এই কথা ভগবান বলেছেন, কিন্তু লোকের বোধে নেই। ভগবান সব ই স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু ও সব সূত্রে আছে। সেই লাখ সূত্রকে গলালে তবে এতটা গলে। ভগবান যা বলেছেন, ও সোনা রূপে বের হয়েছে আর গৌতম স্বামী সব সূত্র তে গাঁথতে থাকেন। এখন যখন কেউ গৌতম স্বামীর মত হয়, তখন আবার এই সূত্র থেকে সোনা বের করবেন। কিন্তু ও গৌতম স্বামীর মত আসবেন কবে আর সোনা বের করবেন কবে আর আমাদের দিন ঘুরবে কবে ?

'মারতে হয় না'র নিশ্চয় কর

এখন কত ই লোকে নিশ্চয় করেছে যে 'আমরা নাম মাত্র ও হিংসা করব না। কোন জীবজন্তুকে মারব না।' এমন নিশ্চয় করেছে তো ফের তার থেকে জীবজন্তু কোন মরার জন্য ফালতু এমন হয় না। তার পায়ের নীচে আসে তবুও বেঁচে চলে যায়। আর 'আমি জীব মারবো ই' এমন যে নিশ্চয় করেছে, সেখানে মরার জন্য সব তৈয়ার আছে।

বাকী, ভগবান বলেছেন যে এই জগতে কোন মনুষ্য কোন জীব কে মারতে পারেই না। তখন কেউ বলে, 'হে ভগবান, এমন কি বলছেন ? আমি মারতে সবাই কে দেখেছি তো ! তখন ভগবান বলেন, 'না, সে মারার ভাব করেছে আর এই জীবদের মরণকাল এসে যাচ্ছে। সেইজন্য এদের মরণকাল আসে তখন তার

সংযোগ মিলে যায়, মারার ভাব করাদের সাথে মিলে যায়। বাকী মারতে তো পারেই না। কিন্তু মরণ কাল আসে তো মরে আর তখন ই এই সব মিলে যায়। এই কথা অনেক সুক্ষ্ম। ওয়ার্ল্ড যদি বুঝে যেত না আজ, তো আশ্চর্যচকিত হয়ে যেত!

প্রশ্নকর্তা : ট্রেনে একসিডেন্ট হয় আর ট্রেনের নীচে লোক মরে যায়। তো ওতে ট্রেন কিসের নিশ্চয় করেছে ?

দাদাশ্রী : ট্রেনের নিশ্চয়ের আবশ্যকতা ই হয় না। এ তো যার মরণকাল মিলে যায় না, তখন সে বলবে যে, 'আমি হয়তো যেভাবেই মরি।' তো 'ও চিন্তা ই নেই' এমন ভাব হয় তো তার তেমন মরণ আসে। সে যেমন ভাব করেছে, তেমন ভাব থেকেই তার হিসাব বাঁধে। পরন্তু মরণকাল এসে বিনা কারো থেকে মরে না।

সেইজন্য এতে 'সেন্টেন্স' কি বুঝতে হবে ? যে সেই জীবের মরণকাল আসে নি তখন পর্যন্ত কেউ মারতে পারে না আর মরণকাল কারো হাতে নেই।

'মরে' না কেউ ভগবানের ভাষায়

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু এই যে হিংসা না করা ও দৈবীগুণ কি না ? এর মানে হিংসা করা ও পাপ কি না ?

দাদাশ্রী : আমি আপনাকে গুপ্ত কথা বলে দিচ্ছি ?! এই সবার সামনে, কেউ দুরুপযোগ করে এমন না সেইজন্য বলে দিচ্ছি।

এই জগতে ভগবানের দৃষ্টিতে কেউ মরেই না। ভগবানের ভাষায় কেউ মরে না, লোকভাষায় মরে। এই ভ্রান্তির ভাষায় মরে। এই খোলা কথা বলছি। কখনো বলি নি। আজ আপনার সামনে বলছি।

ভগবানের জ্ঞানে যা ব্যবহার হয়, ও আমার জ্ঞানে ব্যবহার হয়, ও এ হয় যে এই জগতে কেউ জীবিত ই নেই আর কেউ মরেই নি। এখন পর্যন্ত এই জগত চলে আসছে তখন থেকে কেউ মরেই নি। যা মরে যাওয়া দেখা যায় ও ভ্রান্তি আর জন্ম নিতে দেখা যায় সে ও ভ্রান্তি। এ ভগবানের ভাষার খোলা সত্য বলে দিয়েছি আমি। এখন আপনি পুরানো বোধ কে ধরে রাখতে চান ধরে রাখবেন আর না ধরতে চান তো ধরবেন না। এই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : কথা টা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আপনি খুব ই অস্পষ্ট রূপে বলেছেন।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, মানে ভগবানের ভাষায় কেউ মরে না। হাজারো ব্যক্তি এখানে কেটে গেছে। ও মহাবীর ভগবান জানেন, তো মহাবীর ভগবানের কোন প্রভাব হয় না। কারণ তিনি জানেন যে কেউ মরেই না। এ তো লোকের জন্য মরে, বাস্তবে মরে না। এ দেখা যায় ও সব ভ্রান্তি। আমার কেউ ই কখনো মরে যাওয়া দেখায় ই না তো! আপনি দেখেন, ততটুকু শঙ্কা আপনার হয়ে যায় যে 'কি হয়ে যাবে, কি হয়ে যাবে ?' তখন আমি বলি যে, 'ভাই, কিছু হবে না, তুই আমার আজ্ঞাতে থাক।'

সেইজন্য আজ সুক্ষ্ম কথা আমি বলে দিয়েছি যে ভগবানের ভাষায় কেউ মরে না। তবু ও ভগবান কে লোকে বলে যে, 'ভগবান, এই জ্ঞান খোলা ই করে দিন না! তখন ভগবান বলেন, 'না, খোলা রূপে বলা যায় এমন না। লোকে ফের এমন ই বুঝবে যে কেউ মরেই না। সেইজন্য সে হয়তো যা কিছু খেয়ে ফেল এমন ভাব করবে, ভাব বিগড়াবে।' লোকের ভাব বিগড়াবে সেইজন্য ভগবান এই জ্ঞান প্রকাশ করেন নি। অজ্ঞানী লোকের ভাব বিগড়াতে সময় লাগে না আর ভাব বিগড়ায় মানে 'স্বয়ং' তেমন হয়ে যায়। কারণ যা হয় ও নিজেই হয়, তার কোন *উপরী* (বস, উপরওয়ালা, মালিক) ই হয় না।

সেইজন্য যখন পর্যন্ত ভ্রান্তি আছে তখন পর্যন্ত এমন বলা ই যায় না যে ভগবানের ভাষায় কেউ মরে না। এ তো আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন ভাল মত, তখন আমাকে প্রকাশ করতে হয়েছে। তাতে আমাদের 'মহাত্মাদের' মাঝে বলতে বাধা নেই। এই 'মহাত্মা' দুরুপযোগ করবে এমন নয়। আপনি 'ভগবানের ভাষায় কেউ মরে না ' এমন ওখানে সবাইকে বলে দেবেন ?

প্রশ্নকর্তা : আমার কারো ভয় নেই। আমি তো সাহসের সঙ্গে বলি।

দাদাশ্রী : বলবেন না। এই জ্ঞান খোলা করা যায় এমন নয়। এ ভগবানের ভাষার জ্ঞান তো যে 'শুদ্ধাত্মা' হয়ে গেছে তার জানার মত। অন্যের জানার মত এই জ্ঞান নয়। অন্য লোকের জন্য এ পইজন।

ভারতে ভাব হিংসা ভারী

প্রশ্নকর্তা : অহিংসার ব্যাপক প্রচার করতে অনেক সময় লাগবে ?

দাদাশ্রী : অনেক সময় লাগবে তখন ও প্রচার পুরোপুরি হবে না। কারণ সংসার মানে কি ? হিংসাত্মক ই ঝোঁক সব। সেই জন্য এ তো মিল খাবে না। এ

তো হিন্দুস্থানে অল্প কিছু অহিংসা পালন করতে তৈয়ার হয়, বাকী সব লোকেরা অহিংসা তো বোঝেই না তো !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু জীবকে বাঁচানো এর পিছনে সুক্ষ্ম অহিংসার ভাব আছে ?

দাদাশ্রী : ও বাঁচানো মানে সুক্ষ্ম না, স্থুল অহিংসা। সুক্ষ্ম তো বুঝবে না। সুক্ষ্ম অহিংসা কি ভাবে বুঝবে ওরা ? এই লোকদের স্থুল ই এখন বোধে আসে না তো, তাতে সূক্ষ্ম কবে বুঝতে পারবে ? আর এই স্থূল অহিংসা তো ওদের রক্তে পড়ে আছে না, সেইজন্য এই ছোট ধরণের জীবের অহিংসার ধ্যান রাখে। বাকী, এই সব লোকেরা নিজের ঘরে সারা দিন হিংসা ই করতে থাকে, সবাই, অপবাদ ছাড়া !

প্রশ্নকর্তা : এই ওয়েস্টার্ন কান্টিজে ও নিরন্তর হিংসা ই করতে থাকে। খাওয়া-দাওয়াতে, প্রত্যেক কার্যে। ঘরেও হিংসা। মাছি মারা, মশা মারা, বাইরে লঁনে ও হিংসা, ওষুধ ছিটানো, জন্তু মেরে ফেলা, বাগ-বাগিচায় হিংসা, তো সেই লোকেরা কিভাবে মুক্ত হবে ?

দাদাশ্রী : আরে, ওদের হিংসা থেকে তো এই হিন্দুস্থানের লোকে বেশী হিংসা করে। অন্য হিংসার বদলে এই হিংসা বেশী খারাপ। সারা দিন আত্মার ই হিংসা করে। ভাব হিংসা বলে তাকে।

প্রশ্নকর্তা : এই লোকেরা তো নিজের আত্মার ই হিংসা করে, কিন্তু ওরা তো অন্যের আত্মার হিংসা করে।

দাদাশ্রী : না। এই লোকেরা তো সবার আত্মার হিংসা করে। যাদের-যাদের সাথে মেলে সেই সবার হিংসা করে। কাজ ই এদের উলটা হয়। সেইজন্য তো ওরা সুখী হয় তো ! অন্য, এমন যাকে-তাকে দুঃখ দেওয়ার বিচার ই নেই আর 'আই উইল হেল্প ইউ, আই উইল হেল্প ইউ' করতে থাকে আর আমাদের এখানে তো উদ্দেশ্য রাখে, 'আমার কাজে আসবে' তো হেল্প করে, নয় তো করে না। প্রথমে হিসাব করে দেখবে যে আমার কাজে আসবে ! এমন হিসাব করে কি করে না ?

সেইজন্য ভগবান ভাবহিংসা কে অনেক বড় হিংসা বলেছেন আর তেমন সব সমস্ত হিন্দুস্থান ভাবহিংসা করে যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এখানে তো অহিংসার উপরে অধিক জোর দেওয়া হয়।

দাদাশ্রী : তবুও সব থেকে অধিক হিংসা এখানকার লোকের আছে। কারণ সারা দিন কলহ, কলহ আর কলহ ই করতে থাকে। এর কি কারণ ? যে এখানের লোক বেশী জাগৃত। তবুও আজকালের ছেলেরা যে উলটা পথে চলে যায়, ওদের এমন ভাবহিংসা বেশী নেই বেচারাদের। কারণ ওরা মাংসাহার করে আর সব কিছু করে সেইজন্য জড়ের মত হয়ে গেছে। সেইজন্য জড়ে ভাবহিংসা বেশী হয় না। বাকী, অধিক জাগৃতি হয় সেখানে কেবল ভাবহিংসা হয়। সেইজন সারা দিন কলহ, কলহ..... পেয়ালা ভাঙ্গে তখন ও কলহ ! কিছু হয়ে যায় তখন ও কলহ !

ভাব স্বতন্ত্র, দ্রব্য পরতন্ত্র

প্রশ্নকর্তা : তবু ও এদের যেমন ই হোক কিন্তু হিংসা তো হয় কি না ?

দাদাশ্রী : ভাব আছে ও স্বতন্ত্র হিংসা আর দ্রব্য আছে ও পরতন্ত্র হিংসা। ও নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। সেইজন্য এরা পরতন্ত্র হিংসা পালন করে। আজ ওদের সেই পুরুষার্থ নেই।

সেইজন্য এই যে অহিংসা, ও স্থুল জীবের জন্য অহিংসা কিন্তু ও ভুল নয়। যখন কি ভগবান কি বলেছেন যে এই অহিংসা আপনি বাইরে পালন করেন, ও সম্পূর্ণ অহিংসা পালন করবেন, সুক্ষ্ম জীব বা স্থুল জীব সবার জন্য অহিংসা পালন করবেন, কিন্তু আপনার আত্মার ভাবহিংসা না হয়, ও প্রথমে দেখবেন। এ তো নিরন্তর ভাবহিংসা ই হয়ে যাচ্ছে। এখন এই ভাবহিংসা লোকে মুখে বলে ঠিক ই, কিন্তু ভাবহিংসা কাকে বলে, ওটা বুঝতে হবে তো ? আমার সঙ্গে কথা হয় তো আমি বোঝাব।

ভাবহিংসা কেউ দেখতে পায় না আর সিনেমার মত, সিনেমা চলে না, ও আমরা দেখি, এমন ই দেখা যায় ও সব দ্রব্যহিংসা। ভাব হিংসায় এত সুক্ষ্ম ব্যবহার হয় আর দ্রব্যহিংসা তো দেখা যায়, প্রত্যক্ষ, মন-বচন-কায়া দ্বারা যা জগতে দেখা যায়, ও দ্রব্যহিংসা।

বাঁচবে ভাবহিংসা থেকে প্রথমে

সেইজন্য ভগবান অহিংসা আলাদা প্রকারের বলেছেন যে ফার্স্ট অহিংসা কোনটা ? আত্মঘাত না হয়। প্রথমে ভিতরে ভাবহিংসা না হয় তাকে দেখতে বলেছেন, তার পরিবর্তে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। এ তো ভাবহিংসা সব

হতেই থাকে, নিরন্তর ভাবহিংসা হতে থাকে। সেইজন্য শুরুতে ভাবহিংসা বন্ধ করতে হবে আর দ্রব্যহিংসা তো কারো হাতেই নেই। তবু ও এমন বলা উচিত না। এমন বলবে তো ঝুঁকি আসবে। বাইরে সবার সামনে বলবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ই বলতে পারা যায়। সেইজন্য বীতিরাগীরা সব প্রকাশ করেন নি। বাকী দ্রব্য হিংসা কারো হাতে নেই, কোন জীবের হাতেই নেই। কিন্তু যদি এমন বলে দেওয়া হয় না, তো লোকে সামনের ভব বিগড়াবে। কারণ ভাব করে বিনা থাকে না তো! যে 'এমন হাতেই নেই, এখন তো মারতে দোষ নেই তো!' সেই ভাব হিংসা ই বন্ধ করতে হবে। মানে বীতিরাগী কত বুদ্ধিমান! একটা কথাও এর জন্য লিখেছেন? দ্যাখ, এতটুকু ই লিকেজ হতে দিয়েছেন! তীর্থঙ্কর কত বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন, যেখানে পা রাখেন সেখানেই তীর্থ!

তবুও দ্রব্যহিংসা বন্ধ করে তবেই ভাবহিংসা রাখতে পারা যায়। তবুও ভাবহিংসার মুখ্য মূল্য হয়। সেইজন্য জীবের 'হিংসা-অহিংসা'য় ভগবান পড়তে না বলেছেন এইভাবে। ভগবান বলেন, 'তুই ভাবহিংসা করবি না। তাহলে তোকে অহিংসক মানা যাবে।' এ কথা ভগবান বলেছেন।

এমন হয় ভাব অহিংসা

সেইজন্য সব থেকে বড় হিংসা ভগবান কাকে বলেছেন? যে 'এই ব্যক্তি কোন জীবকে মেরে ফেলেছে, তাকে আমি হিংসা বলি না। কিন্তু এই ব্যক্তি জীব কে মারার ভাব করেছে, সেইজন্য তাকে আমি হিংসা বলি।' বল, এখন লোকে কি বোঝে? যে 'এ জীবকে মেরে ফেলেছে, সেইজন্য একেই ধর।' তখন কেউ বলবে, 'এ জীবকে মারে নি তো?' না মারলে তাতে আপত্তি নেই। পরন্তু ভাব করেছে তো সে, যে জীবদের মারা উচিত, সেইজন্য সে দোষী। আর জীব কে তো 'ব্যবস্থিত' মারে। মারাজন তো শুধু অহংকারে করে যে 'আমি মেরেছি।' আর এই ভাব করে, সে তো নিজে মারে।

আপনি বলেন যে জীবদের কে বাঁচানো উচিত। ফের বাঁচে বা না বাঁচে, তার জন্য দায়ী আপনি না। আপনি বলেন যে, এই জীবদের বাঁচাতে হবে, আপনি এইটুকুই করতে হবে। ফের হিংসা হয়ে যায়, তার দোষী আপনি না! হিংসা হয় তার পশ্চাতাপ, তার প্রতিক্রমণ করা তাতে দায়িত্ব সব সমাপ্ত হয়ে যায়।

এখন এত অধিক সুক্ষ্ম কথা কিভাবে মনুষ্যের বোধে আসে? তার সামর্থ্য কি? দর্শন এত অধিক কোথা থেকে আনবে? এই আমার কথা সব ওখানে নিয়ে

যাবে তো উলটা বুঝবে আবার। পাব্লিকে এমন আমি বলি না। পাব্লিকে বলা যায় না তো ! আপনি বুঝতে পারেন ?

ভাবহিংসা অর্থাৎ আমি কোন জীবকে মারব, এমন ভাব কখনো করতে হয় না আর কোন জীবকে আমি দুঃখ দেব এমন ভাব উৎপন্ন না হওয়া উচিত। মন-বচন-কায়া দ্বারা কোন জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয় এমন ভাবনা ই শুধু করতে হবে, ক্রিয়া নয়। ভাবনা ই করতে হবে, ক্রিয়া থেকে তো তুই কিভাবে বাঁচাবি ? এই শ্বাসোশ্বাসে তো কত ই লাখ জীব মরে যায় আর এখানে জীবের দল ধাক্কা খায় আর ধাক্কাতেই মরে যায়। কারণ আমরা তো ওদের জন্য বড় বড় পাথরের মত। ওদের এমন যে এই পাথর লাগলো।

সব থেকে বড় আত্মহিংসা, কষায়

যেখানে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ হয় ও আত্মহিংসা আর সে জীবের হিংসা হয়। ভাব হিংসার অর্থ কি ? তোর নিজের যে হিংসা হয়, এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ ও তোর নিজের বন্ধন করায়, তো নিজের উপরে দয়া কর। প্রথমে নিজের ভাব হিংসা আর ফের অন্যের ভাব হিংসা বলেছেন।

এই ছোট পোকা-মাকড় কে মারা ও দ্রব্য হিংসা বলা হয় আর কাউকে মানসিক দুঃখ দেওয়া, কারো উপরে ক্রোধ করা, কোপিত হওয়া, ও সব হিংসকভাব বলা হয়, ভাবহিংসা বলা হয়। লোকে যতই অহিংসা পালন করে, কিন্তু অহিংসা কোন এত সহজ নয় যে অবিলম্বে পালন করা যায়। আর আসলে হিংসা ই এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ। এ তো পোকা-মাকড় কে মারে, বাছুর মারে, মোষ মারে, ও তো জানবে যে দ্রব্য হিংসা। ও তো প্রকৃতির লিখিত অনুসারেই চলতে থাকে। এতে কারো চলে এমন না।

সেইজন্য ভগবান তো কি বলেছিলেন যে প্রথমে, নিজের কষায় না হয় এমন করবে। কারণ এই কষায় ও সব থেকে বড় হিংসা। ও আত্মহিংসা বলা হয়, ভাব হিংসা বলা হয়। দ্রব্যহিংসা হয়ে যায় তো হয়ে যাক, পরন্তু ভাব হিংসা হতে দেবে না। তো এই লোকেরা দ্রব্য হিংসা আটকায় কিন্তু ভাবহিংসা চলতে থাকে।

সেইজন্য কেউ নিশ্চিৎ করে নেয় যে, 'আমি মারব না', তো তার ভাগ্যে কেউ মরতে আসে না। এখন এমনি তো আবার সে স্থুল হিংসা বন্ধ করে যে আমি কোন জীব কে মারব না। কিন্তু বুদ্ধিতে মারা এমন নিশ্চিত করে তখন তো ফের তার

বাজার খোলা থাকে । তখন সেখানে এসে 'কীট-পতঙ্গ' ধাক্কা খেতে থাকে আর সেটাও হিংসা হয় কি না !

সেইজন্য কোন জীবের ত্রাস হয়, কোন জীবের কিঞ্চিত মাত্র দুঃখ হয়, কোন জীবের একটু ও হিংসা হয়, তেমন না হওয়া উচিত । আর কোন মনুষ্যের জন্য এই একটু ও খারাপ অভিপ্রায় না হওয়া উচিত । শত্রুর জন্য ও অভিপ্রায় বদলায় তো ও সব থেকে বড় হিংসা । একটা ছাগল মার তার সামনে তো এ বড় হিংসা । ঘরের লোকের সাথে বিরক্ত হওয়া, ও ছাগল মার তার থেকে ও বড় হিংসা । কারণ বিরক্ত হওয়া ও আত্মঘাত । আর ছাগল মরে সে ও আলাদা জিনিস ।

আর লোকের নিন্দা করা ও মারার সমান । সেইজন্য নিন্দায় তো পড়বেই না। একটু ও লোকের নিন্দা করবে না । ও হিংসা ই হয় ।

ফের যেখানে পক্ষপাত আছে সেখানে হিংসা আছে । পক্ষপাত মানে যে আমরা আলাদা আর আপনি আলাদা, সেখানে হিংসা । এমনি অহিংসার তকমা লাগায় যে আমরা অহিংসক প্রজা । আমরা অহিংসাতেই মাননেওয়ালা, কিন্তু ভাই, প্রথম হিংসা ও পক্ষপাত । যদি এতটুকু কথা বুঝে নাও তো ও অনেক হয়ে যাবে । সেইজন্য বীতরাগীদের কথা বোঝা আবশ্যক ।

নিজ এর ভাবমরণ প্রতিক্ষণ

সমস্ত জগতের লোকের রৌদ্রধ্যান আর আর্তধ্যান তো নিজে নিজে হতেই থাকে । তার জন্য কিছু করতেই হয় না । সেইজন্য এই জগতের সব থেকে বড় হিংসা কোনটা ? আর্তধ্যান আর রৌদ্রধ্যান ! কারণ ও আত্মহিংসা বলা হয় । ও জীবের হিংসা তো পুদগলহিংসা বলা হয় আর এ আত্মহিংসা বলা হয় । তো কোন হিংসা ভাল ?

প্রশ্নকর্তা : হিংসা তো কোনটাই ভাল না । পরন্তু আত্মহিংসা ও বড় বলা হয়।

দাদাশ্রী : ফের এই লোকেরা সব পুদ্গল হিংসা অনেক পালন করে । পরন্তু আত্মহিংসা তো হতেই থাকে । আত্মহিংসা কে শাস্ত্রকারেরা ভাবহিংসা ই লিখেছেন । এখন ভাব হিংসা এই জ্ঞানের পরে আপনার বন্ধ হয়ে যায় । তো ভিতরে কেমন শান্তি থাকে তো !

প্রশ্নকর্তা : কৃপালুদেব এই ভাবহিংসাকে ভাবমরণ বলেছেন না ? কৃপালুদেবের কথা আছে না, *'ক্ষণ ক্ষণ ভয়ঙ্কর ভাবমরণে কাঁ অহো রাচী রহ্মো'* তাতে সময়-সময়ের ভাবমরণ হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ক্ষণ ক্ষণ ভয়ঙ্কর ভাবমরণ অর্থাৎ কি বলতে চাইছেন ? যখন কি ক্ষণে ক্ষণে ভাবমরণ হয় না, সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর ভাবমরণ হয় । পরন্তু এ তো স্থূল রূপে লেখা হয়েছে । বাকী সময়ে সময়ে ভাবমরণ ই হয়ে যাচ্ছে । ভাবমরণ মানে কি ? যে 'আমি চন্দুলাল' সেটাই ভাবমরণ । যে অবস্থা উৎপন্ন হয়েছে, সেই অবস্থা 'আমার' হয়েছে এমন মানা অর্থাৎ ভাবমরণ হয়েছে । এই সব লোকের রমণতা ভাবমরণে আছে যে 'এই সামায়িক আমি করেছি, এ আমি করেছি ।'

প্রশ্নকর্তা : তো ফের ভাব সজীব কিভাবে হতে পারে ?

দাদাশ্রী : এমনি ভাব সজীব নয় । ভাবের মরণ হয়ে গেছে । ভাবমরণ ও নিদ্রা বলা হয় । ভাবনিদ্রা আর ভাবমরণ এই দুটো এক ই জিনিস । এই 'অক্রম বিজ্ঞান' এ ভাব জিনিস ই রাখে না সেইজন্য ফের ভাবমরণ হয় না, আর ক্রমিকে তো ক্ষণে ক্ষণে ভাবমরণেই সবাই থাকে । কৃপালুদেব তো জ্ঞানী পুরুষ, সেইজন্য সে একেলা ই বুঝতে পারতেন । ওনার এমন মনে হত যে, 'এ তো ভাবমরণ হয়েছে, এ ভাবমরণ হয়েছে ।' সেইজন্য স্বয়ং নিরন্তর সচেতন থাকতেন । অন্য লোকের তো ভাবমরণেই চলতে থাকে ।

ভাবমরণের অর্থ কি ? যে স্ব-ভাবের মরণ হয়েছে আর বিভাবের জন্ম হয়েছে। অবস্থায় 'আমি', তাতে বিভাবের জন্ম হয়েছে আর 'আমরা' অবস্থা কে দেখে তখন স্ব-ভাবের জন্ম হয় ।

সেইজন্য এ পুদ্গলহিংসা হিংসা হবে তো, তো তার কোন সমাধান আসবে । পরন্তু আত্মহিংসাওয়ালার সমাধান আসবে না । এত সুক্ষ্মভাবে লোকে বোঝেই না তো ! ওরা মোটা সূত্র দেয় !

অহিংসায় বেড়েছে বুদ্ধি

এমন, আর্তধ্যান আর রৌদ্রধ্যান তো অন্যদের ও হয়, সবার হয়, আর আমাদের লোকের ও হয় । তাতে ফারাক কি ? ডিফারেন্স কি ? উলটা আমাদের লোকের বেশী হয় । কারণ জীবহিংসায় একটু সীমা রেখেছে । অহিংসা ধর্ম পালন করে, তার কারণে অধিক হয় । কারণ তার মস্তিস্ক অনেক তীক্ষ্ণ হয়, বুদ্ধিশালী হয়।

আর যেমন ই বুদ্ধি বাড়ে তেমন দুষমকালে ভয়ঙ্কর পাপ বাঁধে। আর অধিক বুদ্ধিশালী কম বুদ্ধিশালীদের মারে ও।

ফরেনের লোকেরা আর অন্য লোকেরা, কেউ বুদ্ধিতে মারে না। আমাদের হিন্দুস্থানের লোকেরা তো বুদ্ধিতে মারে। বুদ্ধিতে মারা তো কোন কালে হত ই না। এই কালেই নতুন ঝামেলা দাঁড়িয়ে গেছে এ। পরন্তু বুদ্ধি হবে তবেই মারবে তো ?! তাহলে বুদ্ধি কার হয় ? এক তো এই জীবদের যে আঘাত করে না, অহিংসা ধর্ম পালন করে, ছয় কায়ার হিংসা করে না, তাদের বুদ্ধি বাড়ে। ফের কোন কন্দমূল না খায়, তার বুদ্ধি বাড়ে। তীর্থঙ্করের মূর্তি দর্শন করে, তাদের বুদ্ধি বাড়ে। আর এই বুদ্ধি বেড়েছে, তার লাভ কি হয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : এই লোকদের প্রতি আপনি অন্যায় করছেন।

দাদাশ্রী : অন্যায় করি না। অনেক বুদ্ধিশালী হয় সেইজন্য ওদের লোকসান হবে, এমন আমি পুস্তকে লিখেছি। যেমন হয় তেমন না বলি তো বেশী উলটা পথে চলে যাবে। বুদ্ধিতে মারা, ও ভয়ঙ্কর অপরাধ। তো বুদ্ধি বাড়ে তার এমন দুরুপযোগ করবে কি ? আর জাগৃতি কম হয়, সেই বেচারা মন্দকষায়ী হয়।

অহিংসার ধর্ম পালন করে, জন্মজাত ই ছোট জীব কে মারে না এমন তার বিলীফে আছে, তার দর্শনে আছে, সে অধিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিওয়ালা হয়।

প্রশ্নকর্তা : জন্ম থেকেই অহিংসা পালন করে সেইজন্য তত অধিক মৃদু বলা হয় তো ?

দাদাশ্রী : মৃদু বলা হয় না। অহিংসা পালন করার ফল এসেছে। তার ফল বুদ্ধি বাড়ে আর বুদ্ধিতে লোককে মারতে থাকে, বুদ্ধিতে গুলি মেরেছে। এমনি ই খুন করে ফেলে তো এক অবতারের মরণ হয়, পরন্তু এ তো বুদ্ধিতে গুলি মারলে অনন্ত অবতারের মরণ হবে।

বড় হিংসা, লড়াইয়ের কি কষায়ের ?

আগের দিনে গ্রামে শেঠ হত, সে অধিক বুদ্ধিওয়ালা হত তো! গ্রামে দুজনের ঝগড়া হয় তো শেঠ তার লাভ নিত না আর দুজন কে নিজের ঘরে ডাকতো আর দুজনের ঝগড়ার সমাধান করে দিত আর আবার নিজের ঘরে ভোজন ও করাত। কিভাবে সমাধান করত ? যে দুজনের মধ্যে একজন বলে যে 'মহাশয়, আমার কাছে

দুই'শ টাকা নেই, তো এখন কিভাবে দেব ?' তখন শেঠ কি বলে যে, 'তোর কাছে কত আছে ?' তখন সে বলে, 'পঞ্চাশ মত আছে ।' তো শেঠ বলে যে 'তো দেড়'শ নিয়ে যাবি ।' আর ঝগড়ার সমাধান করে দিত । আর এখন তো হাতে আসা পাখি ও খেয়ে ফেলে !

এ আমি কাউকে আক্ষেপ দিচ্ছি না । আমি তো সমস্ত জগত কে নিরন্তর নির্দোষ ই দেখি । এই সব ব্যবহারিক কথা চলে আসছে । আমাকে গাল দেয়, মার মারে, কিল মারে, যা কিছু করে, কিন্তু আমি সমস্ত জগত কে নির্দোষ ই দেখি । এ তো ব্যবহারের বলছি । ব্যবহারে যদি না বোঝ তো তার সমাধান কবে আসবে ? আর জ্ঞানী পুরুষের কাছে না বুঝে কাজে লাগবে না । বাকী, আমার কারো সাথে সমস্যা নেই ।

প্রশ্নকর্তা : এাতটুকু ছোট ছেলেরা ও আমাদের এখানে অহিংসার পালন করে আসছে, ও ওদের পূর্বের সংস্কার ই তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেইজন্য ই তো ! সংস্কারের বিনা তো এমন পাবেই না তো ! পুর্বজন্মের সংস্কার আর পুণ্যের আধারে ও মেলে, পরন্তু এখন দুরুপযোগ করলে কোথায় যাবে জান কি ?! এখন কোথায় যেতে হবে, তার সার্টীফিকেট কি ধরনের হয় ?

প্রশ্নকর্তা : সে তো অহিংসার পালন করে । তার দুরুপযোগ কোথায় করে ?

দাদাশ্রী : একে অহিংসা বলবেই কিভাবে ? মনুষ্যের সাথে কষায় করা, তার মত বড় হিংসা এই জগতে কিছু নেই । এমন একজন খুঁজে আন যে করে না, ঘরে কষায় না করে, হিংসা না করে এমন । সারা দিন কষায় করে আর ফের আমি অহিংসক এমন বলানো ও ভয়ঙ্কর অপরাধ । এর থেকে তো ফরেনার দের এত কষায় হয় না । কষায় তো জাগৃতি অধিক হয় সে ই করে কি না ! আপনার এমন বোধে আসে যে অধিক জাগৃতিওয়ালা করে কি কম জাগৃতিওয়ালা করে ? আপনার মনে হয় না যে কষায় ও ভয়ঙ্কর অপরাধ ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো তার মত হিংসা কিছু নেই । কষায় সেটাই হিংসা আর এই অহিংসা ও তো জন্মজাত অহিংসা, পূর্বভবে ভাবনা করেছিল আর আজ উদয়ে এসেছে । সেইজন্য ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ সেই হিংসা থামে তো হিংসা থেমে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : ও ঠিক আছে। ও বুঝতে পেরেছি। শাস্ত্রে ও এমন বলেছেন। চক্রবর্তী রাজারা এত সব যুদ্ধ করতেন, হিংসা করতেন, তবুও তাদের অনন্তানুবন্ধী কষায় লাগে না। পরন্তু কুগুরু, কুধর্ম আর কুসাধু তে মানেন, সেই লোকের ই অনন্তানুবন্ধী কষায় বাঁধে।

দাদাশ্রী : ব্যাস, তার মত অনন্তানুবন্ধী দ্বিতীয় নেই! এ তো খোলা বলেছেন কি না!

বুদ্ধিতে মারে ও হার্ড রৌদ্রধ্যান

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু এতে সমস্ত কর্মের পার্থক্য আছে কি না ?

দাদাশ্রী : কিন্তু এ বোধে আসে না ? এ ছোট বাচ্চাদের বোধে আসে এমন। আমরা লন্ঠন নিয়ে যাচ্ছি আর কারো হাতে প্রদীপ হয়, সেই বেচারা অন্ধকারে দেখতে পায় না, তো আমরা বলবো কি না যে দাঁড়াও কাকা, আমি আসছি, লন্ঠন দেখাচ্ছি। লন্ঠন দেখাই কি দেখাই না ? তখন বুদ্ধি ও লাইট। ও যার কম বুদ্ধি তাকে আমরা বলি যে, 'ভাই, এমন না, নয় তো ঠকে যাবে, আপনি এইভাবে নেবেন।' কিন্তু এ তো তক্ষুনি শিকার করে ফেলে। হাতে আসে কি তক্ষুনি শিকার! সেইজন্য আমি ভারী শব্দ লিখেছি যে হার্ড রৌদ্রধ্যান! চার আরায় কখনো হয় নি এমন এই পঞ্চম আরায় হয়েছে। বুদ্ধির দুরুপযোগ করা শুরু করেছে।

আর এই যে ব্যবসায়ী হয় ওরা অধিক বুদ্ধিওয়ালা কম বুদ্ধিওয়ালাদের মারতেই থাকে। অধিক বুদ্ধিওয়ালা তো, কম বুদ্ধিওয়ালা গ্রাহক আসে তো তার কাছ থেকে লুটে নেয়। কম বুদ্ধিওলাদের কাছ্ থেকে কিছু ই লুটে নেওয়া, ভগবান তাকে রৌদ্রধ্যান বলেছেন আর তার ফল ভয়ঙ্কর নরক বলেছেন। এমন বুদ্ধির দুরুপযোগ করতে হয় না।

বুদ্ধি তো লাইট। ও লাইট মানে অন্ধকারে চলে যাচ্ছে, তাদের লাইট দেখানোর ও পয়সা চান আপনি ? অন্ধকারে কোন লোকের কাছে লন্ঠন ছোট্ট থাকে তো আমরা তাকে লাইট দেখানো উচিত কি না সেই বেচারা কে ? বুদ্ধিতে লোকে দুরুপযোগ করে ও হার্ড রৌদ্রধ্যান, নরকে যাওয়া থেকে ও ছাড়া পাবে না। হার্ড রৌদ্রধ্যান কোন কালে হয় নি তেমন এই পঞ্চম আরায় চলছে। বুদ্ধিতে মারে কি ? আপনি জানেন ?

এমন বুদ্ধিতে মারে তো ও ভয়ঙ্কর অপরাধ। দ্যাখ এ এখন ও ছেঁড়ে দেয় আর এখন পর্যন্তের পশ্চাতাপ করে নেয় আর এখন নতুন করে না তাহলে এখন ও ঠিক আছে। নয় তো এর কোন ঠিকানা নেই। ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ।

এতটুকু কর, আর অহিংসক হয়ে যাও

আমরা মনে হিংসক ভাব রাখব না। 'আমি কারো হিংসা করব না' এমন ভাব ই মজবুত রাখতে হবে আর সকালে প্রথমে বলতে হবে যে, 'মন-বচন কায়া দ্বারা কোন জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয়।' এমন ভাব বলে আর ফের সংসারী ক্রিয়া শুরু করবে, যার ফলে দায়িত্ব কম হয়ে যায়। ফের আপনার পায়ে কোন জীব পিষে যায় তবুও আপনি দায়ী নন। কারণ আজ আপনার ভাব নেই তেমন। আপনার ক্রিয়া ভগবান দেখেন না, আপনার ভাব দেখেন। প্রকৃতির খাতায় তো আপনার ভাব দেখা হয় আর এখানের সরকার, এখানের লোকের খাতায় আপনার ক্রিয়া দেখা হয়। লোকের খাতা তো এখানকার এখানেই পড়ে থাকবে। প্রকৃতির খাতা ওখানে কাজে লাগবে। সেইজন্য আপনার ভাব কোথায় আছে। তার সন্ধান কর।

সেইজন্য সকালে প্রথমে এমন পাঁচ বার বলে বের হয় সে অহিংসক ই। যদিও কোথাও ফের ঝগড়া-টগড়া করে আসে তখনো সে অহিংসক। কারণ ঘরের থেকে বের হয়েছিল তখন নিশ্চয় করে বের হয়েছিল আর ফের ঘরে ফিরে গিয়ে আবার তালা লাগিয়ে দেবে। ঘরে গিয়ে এমন বলবে যে আজ সারা দিন আমি নিশ্চয় করে বের হয়েছি, তবুও কোথাও কারো দুঃখ হয়েছে, তার ক্ষমা যাচনা করে নিচ্ছি। ব্যাস হয়ে গেল। ফের আপনার ঝুঁকি ই নেই না!

কোন জীবের হিংসা কর না, করাবে না অথবা কর্তার প্রতি অনুমোদন করবে না আর আমার মন-বচন-কায়া দ্বারা কোন জীবের দুঃখ না হয়, এমন ভাবনা থাকে তো আপনি অহিংসক হয়ে গেলেন! ও অহিংসা মহাব্রত পুরা হয়ে গেল বলা হয়। মনে ভাবনা নিশ্চিত করে, নিশ্চিত মানে ডিসিসন। অর্থাৎ আমরা যা নিশ্চিত করি আর তাতে কমপ্লিট সিন্সিয়ের থাকি, সেই কথায় স্থির থাকি তো মহাব্রত বলা হয় আর নিশ্চিত করি পরন্তু স্থির না থাকি তো অণুব্রত বলা হয়।

সাবধান হয়ে যাও, আছে বিষয়ে হিংসা

ভগবান যদি কখনো বিষয়ের হিংসার বর্ণনা করেন তো মানুষ মরে যাবে। লোকে ভাবে যে এতে কি হিংসা আছে ? আমি কাউকে বলি না। পরন্তু ভগবানের

দৃষ্টিতে দ্যাখ তো হিংসা আর আসক্তি দুটোই একসাথে থাকে, তার জন্য পাঁচ মহাব্রত ভাঙ্গে আর এতে অনেক দোষ লাগে। এক বারের বিষয়ে লক্ষ-লক্ষ জীব মরে যায়, তার দোষ লেগে যায়। সেইজন্য ইচ্ছা না হয় তবুও তাতে ভয়ঙ্কর হিংসা আছে । সেইজন্য রৌদ্রস্বরূপ হয়ে যায়।

এক বিষয়ের কারণে তো সমস্ত সংসার দাড়িয়ে আছে। এই স্ত্রীবিষয় না হয় না, তো অন্য সব বিষয় তো কখনো বাধা ই হয় না। একেলা এই বিষয়ের অভাব হয়ে যায় তো ও দেবগতি হয়। এই বিষয়ের অভাব হয় তো অন্য সব বিষয়, সব ই নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। আর এই বিষয়ে পড়ে তো বিষয়ের আগেই জানোয়ার গতি তে চলে যায়। বিষয়ে ব্যাস অধোগতি ই আছে। কারণ যে এক বিষয়ে তো কোটি জীব মরে যায়। বোধ না হয় তবুও ঝুঁকি নিয়ে নেয় তো !

সেইজন্য যখন পর্যন্ত সাংসারিকতা আছে, স্ত্রী বিষয় আছে, তখন পর্যন্ত অহিংসার ঘাতক ই হয়। এতেও পরস্ত্রী, ও তো সব থেকে বড় ঝুঁকি। পরস্ত্রী হয় তো নরকের অধিকারী ই হয়ে যায়। ব্যাস, অন্য কিছুই ওকে খোঁজতেই হয় না আর মনুষ্যত্বা আবার আসবে এমন আশা রাখবেই না। এটাই সব থেকে বড় ঝুঁকি। পরপুরুষ আর পরস্ত্রী ও নরকে নিয়ে যাবার ই হয়।

আর নিজের ঘরে ও নিয়ম তো থাকতে হবে কি না ? এ তো এমন হয়, নিজের হকের স্ত্রীর সাথে বিষয় অনুচিত নয়, তবুও কিন্তু সাথে সাথে এটাও বুঝতে হবে যে এতে অনেক সব জার্ম্স (জীব) মরে যায়। সেইজন্য, অকারণে তো এমন না হওয়া উচিত কি না ? কারণ থাকে তো আলাদা কথা। বীর্যে জার্ম্স ই থাকে আর ও মানববীজ ই হয়। সেইজন্য সম্ভব হয় সেই পর্যন্ত ধ্যান রাখবে। এ আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলছি। বাকী, এর পার আসবে না তো !

মন থেকে উপরে অহিংসা

অন্য মিথ্যা অহিংসা পালন করে তার অর্থ কি হয় ফের ? অহিংসা মানে কারো জন্য খারাপ বিচার ও না আসে। ও অহিংসা বলা হয়। শত্রুর জন্য ও খারাপ বিচার না আসে। শত্রুর জন্য ও কিভাবে ওর কল্যাণ হবে এমন বিচার আসে। খারাপ বিচার আসা ও প্রকৃতি গুণ, কিন্তু তাকে বদলানো আমাদের পুরুষার্থ। আপনি বুঝে গেছেন কি বোঝেন নি এই পুরুষার্থের কথা ?

অহিংসক ভাবেররা তীর মারে তো একটু ও রক্ত বের হয় না আর হিংসক ভাবেররা ফুল ছোড়ে তাতেই অন্যের রক্ত বের হয়ে যায় । তীর আর ফুল এত ইফেক্টিভ নয়, যত ইফেক্টিভ ভাবনা । সেইজন্য আমাদের এক এক কথায় 'কারো দুঃখ না হয়, কোন জীবমাত্রের দুঃখ না হয়' এমন আমাদের নিরন্তর ভাব রাখা আছে। জগতের জীবমাত্রের এই মন-বচন-কায়া দ্বারা কিঞ্চিত মাত্র ও দুঃখ না হয়, সেই ভাবনা থেকেই 'আমাদের' বাণী বের হতে থাকে । জিনিস কাজ করে না, তীর কাজ করে না, ফুল কাজ করে না কিন্তু ভাব কাজ করে ।

এই 'অক্রম বিজ্ঞান' তো কি বলে ? মন থেকেও হাতিয়ার ওঠাবে না, তো ফের লাঠি কি করে ওঠাতে পার ? এই জগতে কোন জীব, ছোট থেকে ছোট জীবের জন্য আমি মন থেকে ও হাতিয়ার ওঠাই নি কখনো, তো ফের অন্য কিছু ওঠাব কিভাবে ? বাণী কখনো একটু কঠোর বেড়িয়ে যায় কখনো, সারা বছরে দুই এক দিন একটু কঠোর বাণী বেরিয়ে যায় । এ যেমন খাদি আর রেশম এ ফারাক হয় তো, খাদি কেমন হয় ? তেমন একটু কঠোর বাণী বেড়িয়ে যায় কখনো । সে ও সারা বছরে দুই এক দিন ই । বাকী বাণী দ্বারা ও আঘাত করি নি । মন থেকে তুলি নি কখনো ।

ছোট থেকে ছোট জীব হয়, কিন্তু মন থেকে হাতিয়ার তুলি নি । এই ওর্ল্ডে যে কোন জীব, এই বিচ্ছু আমাকে কামড়িয়ে যায় তখনো তার উপরে হাতিয়ার আমি তুলি নি ! সে তো তার দায়িত্ব পালন করে যায় । সে দায়িত্ব পালন না করে তো আমার মুক্তি হবে না । সেইজন্য কোন জীবের প্রতি মন খারাপ করি নি কখনো, তার বিশ্বাস আছে ! অতঃ মানসিক হিংসা কখনো করি নি । নয় তো মনের স্বভাব হয়, কিছু না দিয়ে থাকে না ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি তো বুঝে গেছেন হয়তো যে এই হাতিয়ারের কাজ ই নেই।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হাতিয়ার কাজের ই না । এই হাতিয়ারের দরকার আছে, এমন বিচার ই আসে নি । আমি তলোয়ার যখন থেকে মাটিতে রেখেছি তখন থেকে ওঠাই নি । সামনের জন শস্ত্রধারী হয় তখনো আমি শস্ত্র ধারণ করি না । আর অন্তে সেই পথ ই নিতে হবে । যার এই জগত থেকে পালিয়ে যেতে হয়, অনুকূল হয় না, তাকে অন্তে এই পথ ই নিতে হবে, অন্য পথ নেই ।

সেইজন্য এক অহিংসা সিদ্ধ করে নাও তো অনেক হয়ে যাবে । সম্পূর্ণ অহিংসা সিদ্ধ করে তো সেখানে বাঘ আর ছাগল এক সাথে জল খায় !

প্রশ্নকর্তা : ও তো তীর্থঙ্করদের তেমন হত তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ। আর সেই তীর্থঙ্করদের কথা কোথায় হয় ? কোথায় সেই পুরুষ ! আজ ওর্ল্ডে তীর্থঙ্করদের একটা কথা ও বোধ হত, একটা ই বাক্য, তো সমস্ত ওর্ল্ড পূজা করত। পরন্তু সেই বাক্য তাদের বোধে আসেই না তো ! আর কেউ পৌঁছে দেবার ও নেই।

প্রশ্নকর্তা : আপনি আছেন না ?

দাদাশ্রী : আমার একেলার বাঁশি কোথায় বাজবে ?

জ্ঞানী পুরুষের অহিংসার প্রতাপ

জ্ঞানী পুরুষের ব্যবহার তো কেমন হয় ? এত অধিক অহিংসক হয় যে বড়-বড় বাঘ ও লজ্জা পেয়ে যায়। বড়-বড় বাঘ বসে আছে, সে ও ঠান্ডা পড়ে যায়, তার সর্দি লেগে যায়, বাস্তবে সর্দি লেগে যায় তো ! কারণ ও অহিংসার প্রতাপ। হিংসার প্রতাপ তো জগত দেখেছে না ! এই হিটলার, চার্চিল সবার প্রতাপ দেখেছে তো ? অন্তে কি হয়েছে ? বিনাশ কে আমন্ত্রণ দিয়েছে। হিংসা, ও বিনাশী তত্ব আর অহিংসা, ও অবিনাশী তত্ব।

অহিংসা, সেখানে হিংসা নেই

প্রশ্নকর্তা : অহিংসা আছে সেখানে হিংসা হয় ?

দাদাশ্রী : অহিংসা সম্পূর্ণ হয় সেখানে হিংসা হয় না। ও ফের আংশিক অহিংসা বলা হয়। পরন্তু যে সম্পূর্ণ অহিংসা হয়, তাতে হিংসা হয় না। পেঁপের যত-যত স্লাইসেস কর, ও সব পেঁপের মত ই হবে, তাতে একটাও তেতো বের হবে না। সেইজন্য স্লাইস এক ধরণের ই হয় মানে অহিংসায় হিংসা হয় না আর সম্পূর্ণ হিংসা হয় সেখানে অহিংসা ও হয় না। পরন্তু আংশিক হিংসা, আংশিক অহিংসা, ও আলাদা জিনিস।

প্রশ্নকর্তা : আংশিক অহিংসা, ও দয়া বলা হয় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও দয়া বলা হয়। ও দয়া বলা হয়। দয়া ধর্মের মূল ই হয় আর দয়ার পূর্ণাহুতি, সেখানে ধর্মের পূর্ণাহুতি হয়।

হিংসা-অহিংসার উপর

প্রশ্নকর্তা : দয়া হয় সেখানে নির্দয়তা হয় ই। এমন হিংসা আর অহিংসার বিষয়ে ও হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ হয় তো ! অহিংসা আছে তো হিংসা আছে। হিংসা আছে তো অহিংসা দাঁড়িয়ে থাকে। অন্তে ও কি করতে হবে ? হিংসা থেকে বাইরে বেরিয়ে অহিংসাতে আসতে হবে আর অহিংসা থেকে ও বাইরে আসতে হবে। এই দ্বন্দ্ব থেকে দূরে যেতে হবে। অহিংসা, সে ও ছেড়ে দিতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : অহিংসা থেকে দূর, ও কোন স্থিতি ?

দাদাশ্রী : সেটাই, এখন আমি হিংসা-অহিংসা থেকে উপরে ই। অহিংসা অহঙ্কারের অধীন আর অহংকারের উপরে এ আমার স্থিতি ! হিংসা-অহিংসা আমি পালন করি, তার পালন করাজন অহংকার। সেইজন্য হিংসা আর অহিংসার উপরে অর্থাৎ দ্বন্দ্ব থেকে উপরে হয় তবেই তাহাকে জ্ঞানী বলা হয়। সমস্ত প্রকারের দ্বন্দ্ব থেকে উপরে। সেইজন্য আমাদের সাধু-মহারাজ, ওনারা অনেক দয়ালু হয়। পরন্তু নির্দয়তা ও ভিতরে ভরে থাকে। দয়া আছে সেইজন্য নির্দয়তা আছে। এক কোনায় যদিও খুব দয়া আছে। আশি প্রতিশত দয়া আছে, তো কুড়ি প্রতিশত নির্দয়তা। আটাশি প্রতিশত দয়া তো বারো প্রতিশত নির্দয়তা। ছিয়ানব্বুই প্রতিশত দয়া তো চার প্রতিশত নির্দয়তা।

প্রশ্নকর্তা : এমন হিংসা তে ও হয়। ছিয়ানব্বুই প্রতিশত অহিংসা হয় তো চার প্রতিশত হিংসা এমন।

দাদাশ্রী : মোট যোগ ই দেখা যায় তো ! ইটসেলফ ই বলে তো ! যে অহিংসা ছিয়ানব্বুই আছে সেইজন্য থাকলো কি ফের ? চার হিংসা থাকল।

প্রশ্নকর্তা : তো সেই হিংসা কি ধরনের হয় ?

দাদাশ্রী : ও অন্তিম প্রকারের। স্বয়ং জানে আর সমাধান করে দেয়। ঝটপট সে সমাধান করে মুক্ত হয়ে যায়।

জ্ঞানী, হিংসার সাগরে সম্পূর্ণ অহিংসক

আরে, আমাকে ই লোকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি জ্ঞানী হয়েছেন আর মোটর গাড়িতে ঘোরেন, তো মোটরের নীচে কত জীব হিংসা হয় হয়তো, তার দায়িত্ব কার ? এই জ্ঞানী পুরুষ যদি সম্পূর্ণ অহিংসক না হন তো জ্ঞানী বলা যাবে কিভাবে? সম্পূর্ণ অহিংসক অর্থাৎ হিংসার সাগরে ও সম্পূর্ণ অহিংসক ! তাঁর নাম জ্ঞানী !! তাঁর কিঞ্চিতমাত্র ও হিংসা থাকে না।

ফের আমাকে ওরা বলে যে, 'আপনার বই আমরা পড়েছি, অনেক আনন্দ দেবার আর অবিরোধাভাসী মনে হয়, কিন্তু আপনার ব্যবহার বিরোধাভাসী মনে হয়।' আমি বলি, 'কোন ব্যবহার বিরোধাভাসী মনে হয়।' তখন বলে, 'আপনি গাড়িতে ঘোরেন যে।' আমি বলি, 'আপনাকে বোঝাচ্ছি, ভগবান শাস্ত্রে বলেছেন ও প্রথমে বোঝাচ্ছি। ফের আপনি ন্যায় করবেন।' তখন বলে, 'কি বলে শাস্ত্রে ?' আমি বলি, 'আত্মস্বরূপ এমন জ্ঞানী পুরুষের দায়িত্ব কতটুকু ?! জ্ঞানী পুরুষের দেহের মালিকানা হয় না। দেহের মালিকানা সে ছিঁড়ে ফেলেছে। অর্থাৎ যে এই পুদগলের মালিকানা সে ছিঁড়ে ফেলেছে। সেইজন্য নিজে এর মালিক নয়। আর মালিকানা না হওয়াতে তার দোষ লাগে না। দ্বিতীয়, জ্ঞানী পুরুষের ত্যাগ সম্ভব নয়।' তখন বলে, 'সেই মালিকানা আমি বুঝতে পারছি না।' তখন আমি বলি, 'আপনার এমন কেন মনে হয় যে আমার দ্বারা হিংসা হয়ে যাবে ?' তখন বলে, 'আমার পায়ের নীচে জীব এসে যায় তো আমার থেকে হিংসা হয়েছে বলা হবে কি না ? সেইজন্য আমি বলি, 'ও পা আপনার সেইজন্য হিংসা হয়। যখন কি এই পা আমার না। এই দেহ কে আজ আপনি যা করতে চান করতে পারেন। এই দেহের আমি মালিক না।' ফের বলে, 'এই মালিকানা, আর না-মালকানা কাকে বলা হয়, ও আমাদের বলুন।' তখন আমি বলি, 'আমি আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি।'

"এক গ্রামের এক এরিয়া খুব ভাল, আশে-পাশের দোকানের মাঝে পাঁচ হাজার ফুটের মত এমন দামী এরিয়া। তার জন্য কেউ অভিযোগ করে সরকার কে যে এই জায়গায় এক্সাইজের মাল পোঁতা আছে। সেইজন্য পুলিস সেখানে যায়, বর্ষা চলে গিয়েছিল, সেইজন্য সেই জায়গায় ভাল সবুজ ঘাস আর চাঁড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই জায়গা প্রথমে খুঁড়ে ফেলে। ফের দুই-তিন ফুট গভীর খোঁড়ে, তখন ফের ভিতর থেকে সেই এক্সসাইজের মাল সব বের হয়। তখন ফৌজদার আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করে যে, 'এর ঔনার কে ?' তখন লোকেরা বলে 'এ তো লক্ষ্মীচন্দ্র শেঠের।' ফের ফৌজদার জিজ্ঞাসা করে যে 'সে কোথায় থাকে ?' তখন জানতে পারে যে

অমুক জায়গায় থাকে, তখন পুলিস পাঠায় যে লক্ষ্মীচন্দ্রকে ধরে নিয়ে আস। পুলিস লক্ষ্মীচন্দ্র শেঠের কাছে যায়। তখন লক্ষ্মীচন্দ্র শেঠ বলে যে, ভাই, এই জায়গা আমার এমন আপনি বলছেন ও ঠিক। কিন্তু আমি তো পনেরো দিন পূর্বে ই বেঁচে দিয়েছি। আজ আমি এই জমির মালিক না। তখন ওরা বলে যে, কাকে বেঁচেছেন ও বল। আপনি তার প্রমাণ দেখান। ফের শেঠ প্রমাণের নকল দেখায়। সেই নকল দেখে ওনারা যে এই জায়গা কিনেছিল তার কাছে যায়। ওকে বলে যে ভাই এই জায়গা আপনি কিনেছেন ? তখন সে বলে যে, হ্যাঁ, আমি নিয়েছি। পুলিসওয়ালা বলে যে, আপনার জমিতে এমন বেরিয়েছে। তখন সে বলে, কিন্তু আমি তো এই জমি পনেরো দিন পূর্বে ই নিয়েছি আর এই মাল তো বর্ষার আগেই পোঁতা হয়েছে মনে হচ্ছে, এতে আমার কি অপরাধ ? তখন পুলিসওয়ালা বলে যে ও আমাদের দেখার না। 'হু ইজ দ্যা ঔনার নাও ? আজ কে মালিক ?' আজ মালিকানা নেই তো দায়িত্ব নেই। মালিক হও তো দায়িত্ব।"

তখন ওরা বুঝে যায়। যদি পনেরো দিন আগেই নিয়েছ তখন ও ঝুকিপূর্ণ হল তো? বাকী, সাধারন বুদ্ধিতে দেখতে যাও তো ও বর্ষার পূর্বেই পোঁতা হয়েছে।

এখন এত অধিক সুক্ষমতায় বোঝে তো সমাধান আসে। নয় তো সমাধান আসবে কিভাবে ? এ তো পাঁজল। দ্যা ওর্ল্ড ইজ দ্যা পাঁজল ইটসেলফ। এই পাঁজল সল্‌ভ কিভাবে করতে পারবে ? দেয়ার আর টু ভ্যিউ পইন্ট টু সল্‌ভ দিস পাঁজল। ওয়ান রিলেটিভ ভ্যিউ পইন্ট, ওয়ান রিয়েল ভিয়ু পইন্ট। এই জগতে যদি পাঁজল সল্‌ভ না করে তো সে পাঁজল-এই ডিজোল্‌ভ হয়ে গেছে। পুরা জগত, সব এই পাঁজলে ডিসোল্‌ভ হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : এমন অর্থ করে ফের সব লোকেরা মজা ই করবে তো, যে আমি মালিক না, এমন ? আর ফের সবাই এই ভাবে বলে দুরুপযোগ করবে তো ?

দাদাশ্রী : মালিক না এমন কেউ বলে-করে না। নয় তো কেউ *ধৌল* (চড়, থাপ্পড়) মারে, তো মালিক হয় যায় ! গাল দেয় তখন ও মালিক হয়ে যায়, তক্ষুনি প্রতিবাদ করে। সেইজন্য আমাদের বুঝতে হবে যে মালিক হয় এরা। মালিক হয় কি মালিক হয় না তার প্রমাণ তক্ষুনি পাওয়া যায় তো ! তার অধিকার দেখতেই পাওয়া যায় যে এ মালিক কি না ? গাল দেয় তো তক্ষুনি অধিকার দেখায় কি দেখায় না ? অর্থাৎ দেরি ই লাগে না। বাকী এমনি মুখে বলে তো কি দিন ফেরে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই গাড়িতে ঘোরে তাতে পাপ নেই ?

দাদাশ্রী : এই পাপ তো, নিছক এই জগত ই পাপময়। যখন এই দেহের মালিক ই হবে না, তখন ই নিষ্পাপী হবে। নয় তো এই দেহের মালিক তখন পর্যন্ত সব পাপ ই।

আমরা শ্বাস নিই তখন কত ই জীব মরে যায় আর শ্বাস ছাড়ার সাথে কত ই জীব মরে যায়। এমনি ই আমরা চলি তো, তখন ও কত জীব আমাদের সাথে ধাক্কা লাগে আর জীব মরতে থাকে। আমরা এমনি হাত করি তখন ও জীব মরে যায়। এমনি, এই জীব দেখা যায় না, তখন ও জীব মরতে থাকে।

সেইজন্য ও সব পাপ ই। কিন্তু এই দেহ, ও আমি না, এমন যখন ভান হবে, দেহের মালিকানা হবে না, তখন নিজে নিষ্পাপ হবে। আমি এই দেহের ছাব্বিশ বছর থেকে মালিক না। এই মনের মালিক না, বাণীর মালিক না, মালিকিভাবের নথিপত্র ই ছিঁড়ে ফেলেছি, সেইজন্য তার দায়িত্ব আমার না তো! সেইজন্য যেখানে মালিকিভাব আছে, সেখানে অপরাধ প্রযোজ্য হয়। মালিকিভাব নেই সেখানে অপরাধ নেই। সেইজন্য আমাকে তো সম্পূর্ণ অহিংসক বলা হয়। কারণ আত্মাতেই থাকি। হোম ডিপার্টমেন্টেই থাকি আর ফরেনে হাত দিই ই না। সেইজন্য সমস্ত হিংসার সাগরে সম্পূর্ণ অহিংসক।

প্রশ্নকর্তা : এই 'জ্ঞান' নেওয়ার পরে অহিংসক হয়ে যায়?

দাদাশ্রী : এই জ্ঞান তো আমি আপনাকে দিয়েছি যে এ আপনাকে পুরুষ বানিয়েছে। এখন আমার আজ্ঞা পালন করলে হিংসা আপনাকে স্পর্শ করবে না। আপনি পুরুষার্থ করেন তো আপনার। পুরুষার্থ করেন তো পুরুষোত্তম হয়ে যাবেন, নয় তো পুরুষ তো হন ই। সেইজন্য আমার আজ্ঞা পালন করা, ও পুরুষার্থ। অহিংসক কে হিংসা কিভাবে স্পর্শ করবে?

প্রশ্নকর্তা : নয় কলম যে অনুভবে আনে, তার হিংসা বাধক ই হয় না তো?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তার ও হিংসা বাধক হয়। পরন্তু নয় কলম বলে তাতে তো এখন পর্যন্ত হয়ে যাওয়া হিংসা থাকে ও ধুয়ে যায়। কিন্তু এই যে পাঁচ আজ্ঞা পালন করে, তাকে তো হিংসা স্পর্শ ই করে না। হিংসার সাগরে ঘোরে, সম্পূর্ণ সাগর পুরা হিংসার। এই হাত উঁচু করে তো কত জীব মরে যায়। কেবল জীবেই ভরে থাকা জগত। কিন্তু আমার পাঁচ আজ্ঞা পালন করে সেই মূহুর্তে এই দেহে নিজে থাকে না। আর দেহ তো স্থূল হওয়াতে অন্য জীবের দুঃখদায়ী হয়ে যায়। আত্মা সুক্ষ্ম হওয়াতে কোন জীবের লোকসান করে না। সেইজন্য আমি আমার পুস্তকে পরিষ্কার লিখেছি

যে আমি হিংসার সাগরে সম্পূর্ণ অহিংসক। সাগর হিংসার, তাতে আমি সম্পূর্ণ অহিংসক। আমার মন তো হিংসক ই না। পরন্তু বাণী একটু হিংসক কিছু জায়গায়, ও টেপরেকর্ডার। আমি তার মালিক না। তবুও টেপরেকর্ডার আমার, সেইজন্য কিছুটা অপরাধ আমার আছে। তার প্রতিক্রমণ আমার হয়। ভুল তো প্রথমে আমার ও ছিল তো! হু ইজ দ্যা ঔনার? তখন আমরা বলি যে 'উই আর নট দ্যা ঔনার।' তখন বলে যে আগের ঔনার আছে। আপনি মাঝে বিক্রি করেন নি, মাঝে বিক্রি হয়ে যেত তো আলাদা কথা ছিল।

প্রশ্নকর্তা : দাদা, আপনার অহিংসক বাণীতে আমরা সব মহাত্মা অহিংসক হয়ে যাচ্ছি।

দাদাশ্রী : আমার আজ্ঞা পালন কর তো তুমি অহিংসক, এমন এত অধিক সুন্দর বলি, ফের! আর ও মুস্কিল হয় তো আমাকে বলে দাও, বদলে দেব।

সম্পূর্ণ অহিংসা, সেখানে প্রকট হয় কেবলজ্ঞান

সেইজন্য, ধর্ম কোনটা উঁচু যে যেখানে সুক্ষ্ম ভেদে অহিংসা বোধে এসে গেছে। সম্পূর্ণ অহিংসা ও কেবলজ্ঞান! সেইজন্য হিংসা বন্ধ হয় তো বুঝবে যে এখানে আসল ধর্ম আছে।

হিংসা বিনার জগত ই নেই। জগত ই সম্পূর্ণ হিংসাময়। যখন আপনি নিজেই অহিংসার হয়ে যাবেন তো জগত অহিংসার হবে আর অহিংসার সাম্রাজ্যের বিনা কখনো কেবলজ্ঞান হয় না, যে জাগৃতি আছে ও পুরা আসবে না। হিংসা নাম মাত্রের ও থাকতে হবে না। হিংসা কার করে? এই সব পরমাত্মা ই, সব জীব মাত্রে পরমাত্মা ই আছেন। কার হিংসা করবে? কাকে দুঃখ দেবে?

চরম অহিংসার বিজ্ঞান

যখন পর্যন্ত আপনার এমন মনে হয় যে 'আমি ফুল ছিঁড়ি, আমার হিংসা লাগে', তখন পর্যন্ত হিংসা আপনার লাগবে আর এমন না ভাবে, তার ও হিংসা লাগে। কিন্তু জানোয়ার যে ছিঁড়ে তবুও নিজে স্বভাবে এসে গেছে, তাদের হিংসা লাগে না।

কারণ এমন কি না, ভরত রাজার তেরো শ রাণীর সাথে থেকেও, যুদ্ধ করতে থেকেও জ্ঞান ছিল। তখন সেই অধ্যাত্ম কেমন? আর এই লোকদের এক রাণী হয় তখন ও থাকে না। ভরত রাজা ঋষভদেব ভগবান কে বলেন যে, 'ভগবান, এই যুদ্ধ

করি আর কত জীবের হিংসা হয় আর এ তো মনুষ্যের হিংসা হয়, অন্য ছোট জীবের হিংসা হয় তো ঠিক আছে কিন্তু এ তো মনুষ্যের হিংসা ! আর আমি যুদ্ধ করি সেইজন্য হয় তো !' তখন ভগবান বলেন যে, 'এই সব তোর হিসাব আর ও শোধ করতে হবে।' তখন ভরত রাজা বলেন, 'পরন্তু আমাকে ও মোক্ষে যেতে হবে, আমি কোন এইভাবে বসে থাকবো না।' তখন ভগবান বলেন যে 'আমি তোকে অক্রম বিজ্ঞান দিচ্ছি, ও তোকে মোক্ষে নিয়ে যাবে। সেইজন্য স্ত্রীদের সাথে থাকার পরেও, যুদ্ধ করতে থাকার পরেও কিছু স্পর্শ করে না। নির্লেপ থাকতে পারেন, অসঙ্গ থাকতে পারেন এমন জ্ঞান দেন।'

শঙ্কা, তখন পর্যন্ত দোষ

'এই' জ্ঞানের পরে স্বয়ং শুদ্ধাত্মা হয়ে গেছে। এখন আসলতে শুদ্ধাত্মা বোধে আসে তো কোন ও ধরণের হিংসা বা কিছু অশুভ করে, ও নিজের গুণধর্মে হয় ই না। তার শুদ্ধাত্মার লক্ষ্য পুরা-পুরা আছে। পরন্তু যখন পর্যন্ত এখনো নিজের শঙ্কা হয় যে আমার দোষ লেগে গেছে হয়তো ! জীব আমার দ্বারা পিষা হয়েছে আর আমার দোষ লেগে গেছে এমন শঙ্কা পড়ে তখন পর্যন্ত সকালে প্রথমে নিজে নিশ্চয় করে বের হবে, 'কোন জীবর মন-বচন-কায়া দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয়', এভাবে পাঁচ বার বলে বের হবে, এমন 'আমাদের' 'চন্দুভাই'কে দিয়ে বলাতে হবে। অতঃ আমরা এখন একটু বলতে হবে যে চন্দুভাই, বল, সকালে প্রথমে উঠেই, 'মন-বচন-কায়া দ্বারা কোন ও জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয়, ও আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে' আর এমন 'দাদা ভগবানের' এর সাক্ষীতে বলে বের হবে ফের সমস্ত দায়িত্ব 'দাদা ভগবান'এর।

আর শঙ্কা না হয় তো তার কোন বাধা নেই। আমার শঙ্কা হয় না আর আপনার শঙ্কা হয়, ও স্বাভাবিক। কারণ আপনার তো এ দেওয়া জ্ঞান। একজন লক্ষ্মী নিজে কামাই করে আর জমা করতে থাকে আর একজন কে লক্ষ্মী দেওয়া হয়েছে, সেই দুজনের ব্যবহারে অনেক পার্থক্য হয়।

আসলতে জ্ঞানী পুরুষ যে আত্মাকে জেনেছেন না, সেই আত্মা তো কাউকে কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ দেয় না, এমন হয় আর কেউ তাঁকে কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ দেয় না, এমন সেই আত্মা। আসলে মূল আত্মা তেমন হয়।

বেদক-নির্বেদক-স্বসম্বেদক

একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে আমাকে বলে, 'এই মশা কামড় দেয়, ও কিভাবে পোষাবে ?' তখন আমি বলি, 'ধ্যানে বসবে। মশা কামড়ায় তো দেখবে।' তখন সে বলে, 'ও তো সহ্য হয় না।' তখন আমি বলি, 'এমন বলবে যে আমি নির্বেদ (শুধু বেদনার জ্ঞাতা-দ্রাষ্টা)। এখন বেদক (বেদনা অনুভব করা) স্বভাব আমার না, আমি তো নির্বেদ। এতে একটু অংশে তুমি আবার তোমার হোম ডিপার্ট্মেন্টে এর দিকে আসবে। এমন করতে-করতে এমন শ-দুইশ বার মশা তোমাকে কামড়াবে, এমন করতে-করতে নিজে নির্বেদ হয়ে যাবে।' নির্বেদ মানে কি ? জাননেওয়ালা শুধু, যে 'মশা এখানে কামড়িয়েছে।' নিজে বেদে (যে বেদনা অনুভব করে) না, সে নির্বেদ ! বাস্তবে নিজে বেদে ই না, পরন্ত বেদে ও পূর্বের অভ্যাস। পূর্বের অভ্যাস আছে না, সেইজন্য সে বলে যে 'এ আমাকে কামড়িয়েছে।' আর বাস্তবে নিজে নির্বেদ ই। পরন্তু আমরা এই সৎসঙ্গে বসে-বসে সেই পদ বুঝে নিতে হবে, সেই পুরা পদ বুঝে নিতে হবে যে আত্মা বাস্তবে এমন। সেইজন্য এখন আমাদের শুদ্ধাত্মা পদ থেকে চালিয়ে নিতে হবে। এতটুকু বলে তখন ও তার কর্ম বাঁধা বন্ধ হয়ে যায়। সেই আরোপিত ভাব থেকে মুক্ত হওয়া মানে কর্ম বন্ধন থেমে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : এই মশা কামড়িয়েছে, তখন ও 'আমি বেদক না' বলব ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এ আপনি এভাবে বসে আছেন আর এখানে হাতে মশা বসে। সেইজন্য 'বসে' ও আপনার প্রথমে অনুভব হয়। ও আপনার জানপনা হয়। এই মশা বসে সেই মূহুর্তে জানপনা হয় কি বেদকপনা হয় ? আপনার কি মনে হয়?

প্রশ্নকর্তা : বসে আছে সেই সময় তো জানপনা ই হয়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ফের ও দংশন করে, সেই সময় ও জানপনা হয়, পরন্তু ফের 'আমাকে মশা কামড়িয়েছে, আমাকে কামড়িয়েছে' বলে সেইজন্য সে বেদক হয়ে যায়। এ বাস্তবে নিজে নির্বেদ। সেইজন্য মশা হুল ফোটায় সেই সময় আমাদের বলতে হবে যে, 'আমি তো নির্বেদ।' ফের হুল গভীরে যায় তখন আমরা ফের বলতে হবে, 'আমি নির্বেদ।'

প্রশ্নকর্তা : এই আপনি নির্বেদের কথা বলেন, পরন্তু অন্য একটা শব্দের উপযোগ করেছেন যে স্ব-সম্বেদন হয়।

দাদাশ্রী : স্ব-সম্বেদন তো বলা যায় না। ও তো অনেক উঁচু জিনিস। স্ব-সম্বেদন, ও তো অন্তিম কথা বলা হয়। এখন তো আমাদের 'আমি নির্বেদ' বলতে হবে যে যাতে এই বেদনা কম হয়। আমার কি বলার যে তখন ও বেদনা একদম যায় না। আর স্ব-সম্বেদন তো 'জ্ঞান' ই হয়েছে বলা হয়। তাকে 'জানে' ই! যদিও হুল ফোটায়, জবরদস্ত হুল ফোটায় তখন ও তাকে জানবেই, ভেদে ই নি, ও স্ব-সম্বেদন বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই মশা যে কামড়িয়েছে আর তার যে প্রতিক্রিয়া হয় যে 'এই মশা আমাকে কামড়িয়েছে।' সেই প্রতিক্রিয়াকে সে স্ব-সম্বেদনে জানে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাকে ও জানে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আপনি বলেছেন যে, 'আমি বেদী না, বেদী না' বলে তখন ফের লোকে এমন মনে করে যে বেদনা চলে গেছে।

দাদাশ্রী : না, এমন না। বেদনতা কে ও সে জানে। পরন্তু এত সব কিছু মানুষের সামর্থে নেই। সেইজন্য 'আমি নির্বেদ' এমন বলে তো, তো তার প্রভাব হবে না। 'আত্মা'র স্বভাব নির্বেদ। এ বলে তখন 'তার' উপরে কোন প্রভাব হয় না। কিন্তু স্ব-সম্বেদন ও উঁচু জিনিস। সে যদি জানতে থাকবে তো স্ব-সম্বেদন এ যাবে। তাতে তো তাকে জানতেই হবে যে এ দংশন লেগেছে। তাকে ও জানে। ফের ও দংশন চলে যায় তাকে ও জানে। এমন করতে-করতে স্ব-সম্বেদন এ যায়। কিন্তু নির্বেদ তো এক স্টেপ যে ব্যাকুল হয়ে বিনা তাকে সহ্য করতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : আত্মা ই স্ব-সম্বেদন থেকে জানা যায় তো ?

দাদাশ্রী : আত্মে স্বয়ং স্ব-সম্বেদন ই হয়। কিন্তু আপনি 'এই' জ্ঞান নিয়েছেন তবু ও পূর্বের অহংকার আর মমতা যায় না তো, এখন পর্যন্ত !

প্রশ্নকর্তা : স্ব-সম্বেদনশীল হয়, তার দর্শন সমগ্র হয় তো ?

দাদাশ্রী : সমগ্র হয়। কিন্তু সেই দশা এখন তো এই কালে হতে পারে না তেমন। সেইজন্য স্ব-সম্বেদন ততটা কাঁচা থাকে। সম্পূর্ণ স্ব-সম্বেদন হতে পারে না এই কালে। সমগ্র দশা তো কেবলজ্ঞান হয়, তখন হয়।

'লাইট' কে কাদা রঙ মাখাতে পারে ?

আপনার আত্মার আলোর খবর হবে না ? এই মোটরের লাইটের আলো এই বান্দ্রার উপসাগরে যায়, তো সেই আলো কে গন্ধ স্পর্শ করবে কি স্পর্শ করবে না? অথবা ফের ও আলো সেই উপসাগরের রঙের হয় যাবে ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তখন কাদাওয়ালা হয়ে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : এই আলো কাদা কে স্পর্শ করে, পরন্তু কাদা তাকে স্পর্শ করে না। তো যদি মোটরের আলো এমন হয়, তো আত্মার আলো কেমন হবে ! তার কোন জায়গায় প্রলেপ ই লাগে না। সেইজন্য আত্মা নিরন্তর নির্লেপ ই হয়, অসংঙ্গ ই থাকে। কিছু হয় ই না, আঁটিয়া যায় না এমন আত্মা।

সেইজন্য আত্মা তো লাইট স্বরূপ হয় পরন্তু এমন লাইট নয় সে। সেই আলো আমি দেখেছি, তেমন আলো হয়। এই মোটরের লাইটের আলো তো পাঁচিলে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। পাঁচিল আসে তখন সেই আলো অবরুদ্ধ হয়ে যায়। 'ও' আলো দেওয়ালে অবরুদ্ধ হবে এমন না। শুধু এই পুদ্গল ই এমন হয় যে যাতে ও অবরুদ্ধ হয়ে যায়, পাঁচিলে থামে না। মাঝে পাহাড় হয় তখন ও অবরুদ্ধ হয় না।

প্রশ্নকর্তা : পুদগলে কেন অবরোধ হয় ?

দাদাশ্রী : এই পুদগল হয়, সে ভিতরে মিশ্রচেতন হয়। যদি জড় হত তো অবরোধিত হত না। কিন্তু এ মিশ্রচেতন সেইজন্য অবরোধ হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই উপসাগর আর আলোর উদাহরণ দিয়েছেন ও খুব ই অমোঘ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু ও আমি কোন দিন ই দিই, নয় তো দেওয়া যায় না। এই উদাহরণ সবাই কে দেওয়া যায় না। নয় তো লোকে উল্টো পথে চলে যাবে।

স্পর্শ করে না হিংসা, আত্মস্বরূপী কে

এখন এই রোডে চন্দ্রমার আলো হয় তো ও সামনের লাইট না হয়, তো গাড়ি চালায় কি চালায় না লোকে ?

প্রশ্নকর্তা : চালায়।

দাদাশ্রী : তখন তার কোন শঙ্কা পড়ে না। পরন্তু লাইট হয় সেখানে শঙ্কা পড়ে। বাইরে লাইট হয় তো সেই আলোয় সে দেখতে পায় যে ওহোহো, এত সব জীবজন্তু ঘুড়ে-বেরাচ্ছে আর গাড়ির সাথে ধাক্কা খাচ্ছে তো ওসব মরে যায়। কিন্তু সেখানে তার শঙ্কা হয় যে আমি জীবহিংসা করেছি।

হ্যাঁ, সেই লোকদের লাইট নামমাত্র ও নেই, সেইজন্য ওদের জীবজন্তু দেখায় না। সেইজন্য ওদের এই বিষয়ে শঙ্কা ই হয় না। জীব পিষে যায় এমন জানতেই পারে না তো ! কিন্তু যার যতটুকু আলো হতে থাকে তত জীব দেখতে থাকে। লাইট যেমন-যেমন বাড়তে থাকে তেমন-তেমন লাইটে জীবজন্তু দেখতে থাকে যে জন্তু গাড়ির সাথে ধাক্কা খায় আর মরে যায়। এমন জাগৃতি বাড়তে থাকে তেমন নিজের দোষ দেখতে থাকে। নয় তো লোকের তো নিজের দোষ তো দেখায় ই না তো ? আত্মা ও লাইট স্বরূপ, প্রকাশ স্বরূপ, সেই আত্মা কে স্পর্শ করে কোন জীবের কোন দুঃখ হয় ই না। কারণ জীবদের ও এপার-ওপার বেরিয়ে যায়, আত্মা এমন। জীব স্থুল আর আত্মা সুক্ষ্মতম । ও 'আত্মা' অহিংসক ই হয়। যদি সেই আত্মাতে থাকেন তো 'আপনি' অহিংসক ই। আর যদি দেহের মালিক হবেন তো হিংসক। সেই আত্মা জানার যোগ্য। এমন আত্মা জেনে নিলে, ফের তার কিভাবে দোষ লাগবে ? কিভাবে হিংসা স্পর্শ করবে ? সেইজন্য আত্মস্বরূপ হওয়ার পরে কর্ম বাঁধেই না।

প্রশ্নকর্তা : ফের জীব হিংসা করে তখনো কর্ম বাঁধে না ?

দাদাশ্রী : হিংসা হয় ই না তো ! 'আত্মস্বরূপ' থেকে হিংসা ই হয় না। 'আত্মস্বরূপ' 'যে' হয়েছে, হিংসা তার দ্বারা হয় ই না।

সেইজন্য আত্মস্বরূপ হওয়ার পরে কোন নিয়ম স্পর্শ করে না। যখন পর্যন্ত দেহাধ্যাস আছে তখন পর্যন্ত সব নিয়ম আছে আর তখন পর্যন্ত ই সব কর্ম স্পর্শ করে। আত্মজ্ঞান হওয়ার পরে কোন শাস্ত্রের নিয়ম স্পর্শ করে না, কর্ম স্পর্শ করে না, হিংসা অথবা কিছু স্পর্শ করে না।

প্রশ্নকর্তা : অহিংসা ধর্ম কেমন হয় ? স্বয়ম্ভূ ?

দাদাশ্রী : স্বয়ম্ভূ নয়। পরন্তু অহিংসা আত্মার স্বভাব আর হিংসা ও আত্মার বিভাব। পরন্তু বাস্তবে স্বভাব নয় এ। ভিতরে সর্বদার জন্য থাকার স্বভাব নয় এ। কারণ এমনি তো গুণতে যাও তো সব অনেক স্বভাব হয়। সেইজন্য এই সব দ্বন্দ।

সেইজন্য বিষয় টা বোঝা আবশ্যক। এ 'অক্রমবিজ্ঞান'। এ বীতরাগীদের, চব্বিশ তীর্থঙ্করের বিজ্ঞান ! কিন্তু আপনি শোনেন নি সেইজন্য আপনার আশ্চর্য মনে হয় যে এমন কোন নতুন প্রকারের হয় কি ? সেইজন্য ভয় ঢুকে যায়। আর ভয় ঢুকে যায় তখন ফের কার্য হয় না। ভয় ছাড়ে তো কার্য হবে তো !

সেই আত্মস্বরূপ তো এত সুক্ষ্ম যে অগ্নির ভিতর দিয়ে এপার-ওপার বেরিয়ে যায় তখনো কিছু হয় না। এখন বল, সেখানে হিংসা কিভাবে স্পর্শ করবে ? এ তো নিজের স্বরূপ স্থুল, এমন যার দেহাধ্যাস স্বভাব সেখানে তাকে হিংসা স্পর্শ করে। সেইজন্য এমন হয়, আত্মস্বরূপ কে হিংসা স্পর্শ করে তখন তো কেউ মোক্ষেই যাবে না। পরন্তু মোক্ষের তো খুব সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এ তো এখন আপনি যে জায়গায় বসে আছেন সেখানে থেকে ও সব কথা বোঝা যায় না, নিজে আত্মস্বরূপ হওয়ার পরে সব বুঝতে পারা যায়, বিজ্ঞান খোলা হয়ে যায় !

-জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২ . Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	: ৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	: ৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	: ৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	: ৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	: ৭২০০৭৪০০০০	পুনে	: ৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	: ৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	: ৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	: ৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	: ৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দোর	: ৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	: ৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	: ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	: ৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	: ৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	: ৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	: ৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	: ৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org
U.K. : +44 330-111-DADA (3232)
Kenya : +254 722 722 063
UAE : +971 557316937
Dubai :` +971 5013644530
Australia : +61 421127947
New Zealand : + 64 21 0376434
Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

সম্পূর্ণ অহিংসা, সেখানে প্রকট হয় কেবলজ্ঞান !

হিংসার বিনা জগত হয় ই না। যখন আপনি স্বয়ং ই অহিংসাওয়ালা হয়ে যাবেন তো জগত অহিংসাওয়ালা হবে আর অহিংসার সাম্রাজ্য বিনা কখনো কেবলজ্ঞান হয় না, যে জাগৃতি আছে ও সম্পূর্ণ আসবে না। হিংসা নাম মাত্র ও থাকতে হবে না। জীব মাত্রে পরমাত্মা ই আছেন। কার হিংসা করবে ? কাকে দুঃখ দেবে ?

-দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹80